আমেরিকার নিগ্রো

ভূপর্যটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

ইণ্ডিয়ানা
২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

নিগ্রো জাতির মুক্তির জন্য যিনি প্রাণ দিয়েছিলেন সেই
মহামতি আব্রাহাম লিনকনের স্মরণে
"আমেরিকার নিগ্রো" নিবেদিত হইল।

Negro Sentenced For Looking At White Girl

NEW YORK, July 13.
(From Our Spl. Correspondent)

A Negro farmer was sentenced to two years' hard labour in a road gang because he looked at a white girl, aged eighteen, seventy-five feet away. That was all that was alleged against Mack Ingram, 44, father of nine children, when he was charged at Yanceyville, North Carolina, with "attempting to assault a female." Ingram's lawyer asked the girl: "What did he do?" "He looked at me," she said. "How close was he?" "About 75 ft.," she replied. She admitted that Ingram made no attempt to touch her or to speak. The prosecuting solicitor demanded "protections for white womanhood from niggers." When Ingram's lawyer said he would appeal, Judge R. O. Vernon fixed bail for the almost penniless Negro at $500.

উপরের লিখিত বিষয়টি ১৯৫১ সালের ১৩ই জুলাই নিউইয়র্কের একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল পরে কলিকাতার অমৃতবাজার পত্রিকাতে উদ্ধৃত করা হয়।
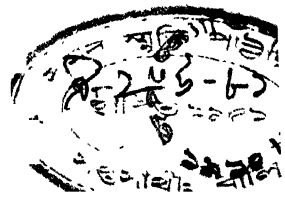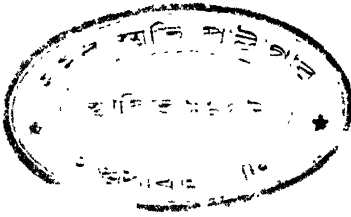
আমার কথা

মহামতি লিন্‌কনের অনুগ্রহে আমেরিকাতে নিগ্রো বেচা কেনা বন্ধ হয়েছিল, কিন্তু আর্থিক, নৈতিক এবং সামাজিক দিক দিয়ে নিগ্রোরা যেমন ছিল তেমনি এখনও রয়ে গেছে। এটা হল ইউরোপীয়ানদের কলোনিয়েল নিয়ম। কলোনিয়েল নিয়ম প্রচলিত রাখার জন্য ভিন্ন রকমের নিগ্রো নিগ্রহ এখনও আমেরিকাতে প্রচলিত আছে, তার মধ্যে লিঞ্চ একটি।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা ভ্রমণ করার সময় নিগ্রো নিগ্রহ দেখে অবাক হয়েছিলাম যা পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। ভেবেছিলাম এমন বর্বরতা লোপ করার জন্য আমেরিকাতে থেকে যাই এবং নিগ্রোদের দলে মিশে বর্বরতা উচ্ছেদের চেষ্টা করি; কিন্তু বৃটিশ প্রজার পক্ষে বিদেশে যেয়ে রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা অথবা কোনও মুভমেণ্টে যোগ দেওয়া সম্ভবপর ছিল না। উপরন্তু নিজের দেশ তখনও স্বাধীন হয় নি। ডিট্রয়ে বসেই আমেরিকার নিগ্রো পুস্তকের গোড়া পত্তন করি। চিকাগোতে থেকে বই সমাপ্ত করি। আজকের আমেরিকা প্রকাশ করার পূর্বেই "আমেরিকার নিগ্রো" প্রকাশ করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু তখন সময় স্বপক্ষে ছিল না। খাতায় পত্রে এখন আমরা স্বাধীন এবং আমেরিকান্ প্রথায় রিপাবলিক ও ডিমোক্রেটিক, সেজন্যই এখন পুস্তকখানা প্রকাশিত হল।

দুনিয়াজুড়ে অবহেলিত, অত্যাচারিত, দুঃখী কালো মানুষের কথা ভোলা অসম্ভব, তারপর যাদের কথা বলছি তারা হল আমেরিকার

নিগ্রো। এদের কথা কোনো মতেই ভোলা যায় না। একদিকে শ্বেতকায় ধনীদের আনন্দের কলরব, অন্যদিকে নিগ্রোদের অন্নাভাব, কায়িক পরিশ্রমে শরীর জর্জরিত, এর পরেও করা হয় লিঞ্চ। পথ থেকে ঠেলে ফেলে দেওয়া, অনর্থক মোকদ্দমা দায়ের করা, ঘর থেকে টেনে মজুরীতে নিযুক্ত করা, এসব ত হামেসা হয়ে থাকে। আমেরিকান্‌রা নাকি পৃথিবীব্যাপী শান্তি স্থাপনের জন্য ব্যগ্র, কিন্তু তারা তাদের নিজের ঘরের অমানুষিকতা দূর করতে যদি পারে তবেই আমি সুখী হব। এই ত সেদিনকার একটি ঘটনা এখানে ব্লক করে ছাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি অমৃতবাজার পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছিল। পাঠক-পাঠিকা এই মামুলী বিষয় পড়েই বুঝতে পারবেন আমেরিকা আজ কোন পথে চলেছে। উপসংহারে বলছি, এই পুস্তকে গল্পচ্ছলে যা বলা হয়েছে তা গল্প নয় গল্পাকারে সত্য ঘটনার ছায়া অবলম্বনে লিখিত।

—গ্রন্থকার
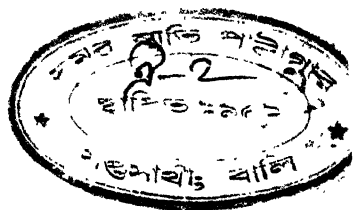
আমেরিকার নিগ্রো

মনুষ্যত্ব লাভ

নিগ্রো! হ্যাঁ, আমি নিগ্রো ছাড়া আর কি হতে পারি? নিশ্চয়ই নিগ্রো। আমার মাথার চুলগুলি শুধু ভেড়ার মত কোঁকড়ানো নয়, স্নান করলে মাথায় বেশ মোটা ডোরা পড়ে। আমার চুল দেখলে অনেক শ্বেতকায়ের বমি হবার উপক্রম হয়। কপালটা বেশ প্রশস্ত। অন্ধকার রাতে দ্বিতীয়ার চাঁদ যেমন করে আকাশের এক কোণে উঠেই আবার অদৃশ্য হয় তেমনি যখনই আমার কোঁকড়ানো চুল কপাল থেকে সরিয়ে মাথার দিকে ঠেলে দিই, তখন ঠিক সেরকম আলো বিস্তার করে। এটা আমার দোষ নয়। নিগ্রানীর গর্ভে যদিও জন্ম হয়েছে, কিন্তু স্কচ পিতার চেয়েও ফর্সা রং হয়েছে।

আমেরিকার যে কোনও লোক আমার নাক দেখে বলবে আমি প্রথম শ্রেণীর শ্বেতকায়। নরভিকৃদের নাক একটু উর্ধ্বমুখী, মাছি সহজে প্রবেশ করতে পারে; কিন্তু আমার নাক একটু নিম্নগামী। মাছি ঢুকতে পারে না। নাকটা বেশ ছোট্ট এবং হালকা। যে আমার নাক দেখে সেই বলে, বেশ নাক ত! শুধু ভেড়ার লোমের মত কোঁকড়ানো চুলই নিগ্রানীর ছেলে প্রমাণ করে দেয়।

আমার গাল খুবই পরিষ্কার। গালের ঠিক মাঝখানে যেন দুটো গোলাপ ফুটে রয়েছে। অবশ্য তাতে কোন গন্ধ নেই, যদিও বা

কোন গন্ধ থাকে তবে সেটা নিগ্রোগন্ধ ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের মত নিগ্রো যখন শ্বেতকায়দের পাশ কাটিয়ে যায় তখন আমেরিকানরা নাকে রুমাল দেন। সেই রুমালে হাজারো রকমের দুর্গন্ধ থাকুক তাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু নিগ্রো দেখলেই নাকে রুমাল দিতে হয় সেটা নিয়ম কি আভিজাত্য বলা কঠিন ব্যাপার।

তারপর চোখ, এ দুটোকে নিয়ে মহাবিপদে পড়েছি। বেশ বড় বড় চোখ দুটো, এ রকম চোখ হাস্মাইট অথবা সিমাই স্ত্রীলোকদেরই হয়। অনেকে মনে করে সব সময়ই যেন ইসারা করছি। বেগতিক দেখে রঙ্গীন চস্‌মা ব্যবহার আরম্ভ করেছি। চোখ না থাকলে দেখতে পাবনা, নতুবা কোন দিন দুটো চোখকেই উপড়ে ফেলতাম।

বুকের বেড় আটচল্লিশ ইঞ্চি ত হবেই। একটু ভাল খেলে হয়ত আরও বাড়ত, কিন্তু ভাল খাওয়া দূরের কথা অনেক দিন রুটিরও সংস্থান হয় না, তাও আবার শীতকালে। শীতকালে কম খাওয়া মানেই মৃত্যু বরণ করা। কিন্তু কি করা যায়, তখন আমাদের বেকার থাকতে হয়। নিগ্রোদের বেকার থাকলে সি, আই, ও, অথবা এফ অব্ এল্ কোন সাহায্য করে না। "সাহায্য করো না কর্তা মহাশয়গণ, দয়া করে যদি প্রাণে না মার তবেই মনে করব অত্যধিক বদান্যতা দেখিয়েছ।"

লোকে বলে আমার দুটো হাত নাকি নরডিক্‌দের মত, একেবারে আজানুলম্বিত। পাড়ার মনিব শ্রেণীর লোক ঠাট্টা করে বলেন আমার হাত দুটো সিম্পানজীর মত। তারা ঠিকই বলেন, নিগ্রো কালো হোক, কুচ্‌কুচে কালো হোক আর শ্বেতকায়দের মত সাদা হোক, আমরা সিম্পানজীর মতই আমেরিকান্‌দের কাছ থেকে ব্যবহার

পেয়ে থাকি। উরু দুটো কিন্তু মানুষের মতই, বেশ মোটা। প্রত্যেকটা উরু কোমরের মতই মোটা। এ দুটোর দিকে অনেকে চেয়ে থাকে। কেন চেয়ে থাকে বলতে পারি না। আমেরিকান্ পুরুষদের কি আমার মত উরু নেই—আছে নিশ্চয়ই, তবুও তাকায় কেন?

ছোটবেলায় কখনো জুতো ব্যবহার করতাম না, এমন কি আঠার বৎসর পর্যন্ত ব্যবহার করিনি। এবার থেকে জুতো এবং ষ্টকিং ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছি, এটা নাকি আমেরিকান্ পদ্ধতি। তা বলে নূতন জুতো ব্যবহার করার সৌভাগ্য হয় নি। থার্ড হ্যাণ্ড এক জোড়া জুতো পঞ্চাশ সেণ্ট দিয়ে কিনেছিলাম। উল-ওয়ার্থে দশ সেণ্টে ষ্টকিং পাওয়া যায়। মোট ৬০ সেণ্ট খরচ করে কিশোর হতে যৌবনে পদার্পণ করি।

পরণের স্কুটের দাম ৬০ সেণ্ট থার্ড হ্যাণ্ড হওয়া খুবই সম্ভব। এক ইহুদী অল্পমূল্যে বিক্রী করেছিল। ইহুদীরা আমাদের প্রতি বেশ দয়া করে, তাদের সামাজিক অবস্থা আমাদের চেয়ে ঢের ভাল, কিন্তু আমেরিকান্দের কাছ থেকে সমব্যবহার পায় না। ভালই হয়েছে, আমাদের প্রতি বেশ দয়া দেখায়।

স্নান মাসের মধ্যে একদিন হয় কি না সন্দেহ। শরীরে উকুন রয়েছে বেশ বুঝতে পারি, তবুও শরীরটা পরিষ্কার দেখায়। এটা বোধ হয় যৌবনের লক্ষণ। অনেকে বলে, আমার যৌবন কানায় কানায় পৌছেছে। আমার কিন্তু সেরকম কিছুই মনে হয় না।

হ্যাঁ, আমার আর একটি শত্রু আছে। সেটা হল দুপাটি দাঁত। একটার সংগে পাল্লা দিয়ে অন্যটা সুন্দর দেখায়। কয়েকটি ডলার

হাতে হলেই দুপাটি দাঁত উঠিয়ে ফেলব ঠিক করেছি, কিন্তু কবে দু'ডলার একত্রিত করতে পারব বলতে পারি না।

শরীরের গঠন সম্বন্ধে অনেক বলা হল কিন্তু একটি বিষয় বলা হল না; সেটা যে কি আমিও তা বলতে পারব না। লোকে সেটাকে লাবণ্য বলে; অনেকে যৌবনও বলে। আমি কিন্তু কিছুই অনুভব করতে পারছি না, তবে ভাল করে বুঝতে পেরেছি আমার দুঃসময় সমাগত। আমার মা সেজন্য বড়ই দুঃখিত। কোন্ দিন কে আমাকে গুলি করে হত্যা করে তার নিশ্চয়তা নেই। মা আপ্রাণ চেষ্টা করছেন আমাকে উত্তরে পাঠিয়ে দেবার জন্য, কিন্তু যেতে হবে মালগাড়ীতে করে। মালগাড়ীতে করে যাওয়া সম্ভব কি না জানি না, সেজন্যই দেরী হচ্ছে। আমার কিন্তু উত্তরে যাবার মোটেই ইচ্ছা নেই। মরতে হয় ত এদেশেই মরা ভাল।

আমেরিকান্দের যখন যৌবন আসে তখন তারা আনন্দে নাচে, আমরা নাচতে পারি না, এমন কি কথা বলতেও পারি না, বিশেষ করে আমার মত নিগ্রোরা।

আমার শরীরের পরিচয় দিয়েছি, নাম ধাম কিছুই বলিনি। আমার নাম ম্যাক। হতে পারে ম্যাক ডগ্লাস কি আর কিছু, কিন্তু আমার মা আমাকে শুধু ম্যাকই বলেন, সেজন্য আমার নাম ম্যাক। বাবা যে কে সে সংবাদ মাও রাখেন না। তবে তিনি একজন শ্বেতকায় এবং আমেরিকান্। একজন মানুষের বোধ হয় দুটা বাবা হয় না।

ডাক্তার বলেন, এক জন মানুষের এক জনই বাবা হয় এবং মা বলতে পারেন সেই বাবা কে? লাজের মাথা খেয়ে এক দিন মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কে আমার বাবা। মা সজল নয়নে বলছিলেন,

নিগ্রোদের আবার বাবা কি? আমরা কি মানুষ? আমাদের কারো বাবা নেই, ছিল না, হবেও না। হ্যাঁ, তোমার বয়স হয়েছে, তুমি সুখী হও সেটাই আমি চাই, কিন্তু কে তোমার বাবা সে কথা ত মনে নেই। লোকে বলে শরীরের ক্ষুধা আছে, সে কথাটা অতীব মিথ্যা কথা। পেটের ক্ষুধা যারা মিটাতে পারে না, তাদের আবার শরীরের ক্ষুধা কি। লিন্‌কন্ নিগ্রোদের স্বাধীন করে দিয়েছেন কিন্তু লিন্‌কন্ জানতেন না স্বাধীনতা কাকে বলে? পূর্বে আমরা এক মনিবের কথা মত চলতাম, এখন আমাদের হাজারো মনিব। যার ডলার আছে আমরা তারই দাস। শুধু দাস নই দাসের চেয়েও খারাপ। কি জানি কি বলতে যাচ্ছিলাম। হাঁ হয়েছে, "কে তোমার বাবা" এসব কথা আর কখনও জিজ্ঞাসা কর না। এসব কথা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। যদি আমাদের চেতনা থাকত, অনুভব করবার মত শক্তি থাকত, আমরা অনেক কথার জবাব দিতে পারতাম। মনে রাখিস্, চেতনা নামে একটি অভিজ্ঞতা আছে, তারই সাহায্যে নাকি অনেক কথা বলতে পারা যায়। এই যে দেখছিস আমার মাথায় হাজারো গণ্ডা উকুন দংশন করে, কই কখন ও ত টের পাই না। আমাদের মনিবের স্ত্রীর মাথায় যদি একটি উকুন হয় তবেই ত বিপদ। কর্তা মহাশয়ের কি বসবার উপায় থাকে? তাঁর চেতনা আছে, চেতনা জানিয়ে দেয় উকুনের কথা। এই ত এখন ক্ষেতে যাব, কখন ফেরব ঠিকানা নেই। ঘরে এসে খাবার দেব না উকুন বাছব বল্‌ত? হ্যাঁ, খবরদার আর যেন এসব কথা না শুনি, বুঝলি?

মা চলে যাচ্ছিলেন, আমারও কাজে যাবার কথা ছিল কিন্তু ঘর হতে বের হবার পূর্বে মা বললেন "তুই ঘরে থাক, সকালে বৃষ্টি হল না, দশটায় বৃষ্টি হবেই, বাইরের তুলার ঝাকা কটা ঘরে এনে রাখিস।

মনিব আসবার কথা আছে, তিনি আজ মাইনে দেবেন। তোর আর আমার মাইনে রেখে দিস। মনে আছে আজ শনিবার। তিনটায় ফিরতে পারব। যদি পারিস ত জর্জদের ঘর থেকে আধ পাউণ্ড ভুট্টার ছাতু এনে সিদ্ধ করে রাখিস। হারামজাদা, তোর মুখটা দেখতেও ভয় করে; এক কাজ কর, চিম্‌নীতে অনেক ছাই আছে, কিছু ছাই দিয়ে মুখটা ঘসে ফেলিস, তবেই কর্তা মহাশয় তোর মুখ দেখে কিছু বলবেন না। আমি চল্‌লাম; ঘরে যেন আড্ডা না জমে। জর্জদের মেয়ে কটা ত দস্যি হয়েছে, বার বার এদিকে আসে; এদের মুখ দেখলেও রাগ হয়।"

এ পর্যন্ত বলেই মা চলে গেলেন। এখানে আর একটি ভুল করলাম, জর্জ মানে শ্বেতকায় জর্জ নয়, তিনিও আমাদের মতই নিগ্রো। আমরা একই ফার্মের লোক। আসলে জর্জ বলে কেউ নেই, ছিলেন কি না জানি না। জর্জিয়া হলেন পরিবারের মা, তাঁর স্বামীর নাম জর্জ ছিল সেই সূত্রে তার স্ত্রীর নাম হয়েছে জর্জিয়া। তবে কথা বলতে হলে, জর্জ শব্দই আমরা ব্যবহার করি। আমাদের পরিবারকেও অনেকে ম্যাক পরিবারই বলে কিন্তু আমি ছাড়া আর কেউ ম্যাক নামে লোক নেই। যখনই আমাদের কর্তা মহাশয় ম্যাক পরিবার নিয়ে কোন কথা উত্থাপন করেন তখন আমার মায়ের মুখ গর্বে দীপ্ত হয়, যেন সত্যিকারের একটি পরিবার। সবাই বোধ হয় পরিবার ভুক্ত হতে চায়। মা বলছিলেন, আমার নাকি কয়েকটা ভাই বোন হয়েছিল, কোনটিই মাসেকের বেশি বাঁচেনি। দূষিত রোগ সঙ্গে নিয়ে তারা জন্মেছিল। এই পৃথিবীতে কয়েক সপ্তাহ কাটাবার পর দূষিত রোগ স্বরূপ ধারণ করে এবং ফল যা হয় তাই হয়েছিল। আমার জন্ম হবার পূর্ব পর্যন্ত আমার মায়ের কোনও দূষিত রোগ হয়নি সেজন্যই

আজও বেঁচে আছি। কিন্তু এই বাঁচার কি কোন অর্থ হয়? ভাই বোনেরা সবাই মরেছে শুনে একটুও দুঃখ হয় না। ভালই হয়েছে, তারা যদি বেঁচে থাকত তাদের জীবন-যন্ত্রণা কতই কষ্টের হত! চিন্তা করতেও কষ্ট হয়।

শরীরটা মোটেই ভাল নয়। কালও খাওয়া হয়নি, আজও কখন যে খাব কোন নিশ্চয়তা নেই, তবুও প্রভাতী সূর্যের আলো বেশ লাগছিল। কাছেই পাহাড়ের উপর তামাক ক্ষেত। অফুরন্ত তামাক ফুল ফুটেছে। তামাক ফুলের গন্ধ নেই তবুও মৌমাছি পাশে পাশে উড়ছিল। তামাক পাতা পাহাড়িয়া বাতাসে একটু নড়ছে। প্রত্যেকটা পাতা আপন ভারে নুয়ে পড়ছে। তামাক ক্ষেতেও আমি কাজ করি। মজুরী দৈনিক ত্রিশ সেণ্ট। পাঁচ সেণ্ট করে একখানা রুটির দাম। দিন বেশ চলে যদি প্রত্যেক দিন কাজ থাকে। রুটির সঙ্গে সামান্য সবজি, এর বেশী আমরা আর কিছু চাই না। রুটির গন্ধ কি মধুর। বোধ হয় এর চেয়ে সুগন্ধ পৃথিবীতে আর কিছুতে নেই। আমাদের ফার্মের বেকার হল একজন ফরাসী। ব্যাটার লোলুপ দৃষ্টি আমার উপর। ভেবে পাইনা সে আমার কাছ থেকে কি চায়। দেখা হলেই রুটি দেয়। কি জানি মনটা কেঁপে ওঠে, রুটির কথা ভুলে যাই।

ক্ষুধায় অভ্যস্ত হয়েছি। রুটির কথা মনে হলে মুখ থেকে লালা বের হয় না, মুখটা শুকিয়ে যায়। রুটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। হাঁ রুটি, রুটিই বোধ হয় নিগ্রোর জীবন। শ্বেতকায়রা রুটী খায় না, তারা খায় মাংস, মাছ, সবজি, ডিম, দুধ, মাখন, মধু আরও কত কি। এক টুকরা রুটি কাছে নেয়, খায় না। আমার জীবনটা যদি তাদের মত হত, তবে সে জীবন কত সুখের হ'ত।

এই ত আমাদের ঘর। এটা পূর্বে আস্তাবল ছিল। প্রত্যেক দু ঘোড়ায় যে স্থান দখল করত আমরা প্রত্যেক পরিবার সেই স্থান দখল করে আছি। কোনও পরিবারে সাত জন পর্যন্ত লোক। হ্যাঁ, আমাদের ঘরে ইলেকট্রিক আছে, ঘোড়া বিজলী বাতি বোধ হয় পছন্দ করে না সেজন্য তখন ইলেকট্রিক ছিল না। সারা রাত বাতি প্রজ্জ্বলিত থাকে না। ঠিক বারটার সময় মেন্ স্থইচ বন্ধ করে দেওয়া হয়। আমাদের মনিব বলেন, রাত্রে না ঘুমালে সকালে কি করে কাজ করব? আমার মা বড়ই রোগা। কত রোগ তাঁর শরীরে আছে ডাক্তারই শুধু বলতে পারেন। সিফিলিজ, গণোরিয়া, ডিস্পেপসিয়া লো ব্লাড প্রেসার এসব ত আছেই, এর পরে-ও কি আছে কে জানে? আমার মা রাত্রে ঘুমাতে পারেন না। বাইরে যেতে হয়। এক দিন অন্ধকারে পড়ে গিয়ে একটি দাঁত ভেঙ্গে ফেলেন। মনিব সংবাদ শুনে বলেছিলেন, "নিশ্চয়ই মাতাল ছিল, নতুবা হোঁচট খাবে কেন?" মনিবের মন্তব্য শুনে মা বলেছিলেন, "মনিব ভুল করেছেন, এটা হল ঈশ্বরের ইচ্ছা, কারো দোষ নয়।" কি জানি ঈশ্বর কেমন? নিগ্রোর বেলায়ই যত শাস্তির ব্যবস্থা। কই, শ্বেতকায়রা তো হোঁচট খায় না। তাদের ঘরের সামনে উচু নীচু জমি নেই। কি সুন্দর দুর্ব্বাদল পরিবেশিত চলা-ফেলা করার প্রাঙ্গণ। বেশি বলে লাভ নেই। মা বলেছেন সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা, দেখা যাক ঈশ্বর কেমন, কোথায় থাকেন। বোধহয় ঈশ্বর ইংল্যাণ্ডের রাজা হবেন নয় ত ফ্রান্সের মারশেল জুফ্রে। টাকা হলে এদের সংগে দেখা করে জিজ্ঞাসা করব, আমার মায়ের দুর্ভাগ্য কেন?

একদিন মা বলছিলেন, উত্তর দেশের লিন্কন্ নামে এক জন বড় লোক ছিলেন। তিনি নিগ্রোদের স্বাধীনতার জন্য আমাদের দেশের

শ্বেতকায়দের সঙ্গে লড়াই করেন। যুদ্ধে অনেক ইয়াংকী মারা গিয়েছিল। আমরা নাকি তখন থেকে স্বাধীন হয়েছিলাম। এখন-ও নাকি আমরা স্বাধীন! কিন্তু পূর্বে কি ছিলাম এবং বর্তমানে কি হয়েছি জানতে হলে ইয়াংকীদের দেশে যেতে হবে, মা তাও বলেছিলেন। সে জন্য ইয়াংকীদের দেশে যেতে ইচ্ছা হচ্ছিল। কিন্তু এন্‌তনী এক দিন ডেকে বললে, "কেন উত্তরে যাবে, এখানে জন্মেছি, এখানেই মরব। আমরা ত বেশি কিছু চাই না। শ্বেতকায়রা আমাদের লিঞ্চ না করুক, পেট ভরে খেতে পাই এবং শীতের সময় শীত সহ্য করার মত একটি স্যুট পেলেই হল। সেজন্য ইয়াংকীদের দেশে যেয়ে লাভ কি? তুই এখানেই থাক, আমিও থাকব। আমাদের জীবন শান্তিময় করার চেষ্টা করব, এতে যদি মরতে হয় মরব, তাতে ক্ষতি কি?"

মরণের কথা চিন্তা করতেও ভাল লাগত না। মরণের কথা মনে হলেই রুটির কথা মনে হয়। এমন সুন্দর গন্ধযুক্ত রুটি ছেড়ে কোথায় চলে যেতে হবে। মাকে দেখতে পাব না, এন্‌তনী এবং তার বোনটাকে যদিও ঘৃণা করি কিন্তু এদের প্রতি টান রয়েছে। তাদেরও দেখতে পাব না, সবই অন্ধকার হয়ে যাবে। যখন বুড়ো হব যখন চলতে পারব না, যখন চোখে দেখতে পাব না তখন বিদায় নিলে দুঃখ হবে না। কিন্তু এখন কেন পৃথিবী হতে বিদায় নেব; এই কথাটাই এন্‌তনীকে এক দিন বলেছিলাম। এন্‌তনী আমাকে শুধু বলেছিল, "কাপুরুষ!"

কাপুরুষ মানে ভীত লোক। হ্যাঁ, আমি ভয়ও করি নতুবা দিনের বেলায়ও ঘর হতে কেন বের হই না বেশি? শ্বেতকায়রা আমাকে মেরে ফেলবে সেই ভয়েই ঘর হতে বের হই না। আমি কাপুরুষ ছাড়া আর কি হতে পারি? তারপর বাবা কে ছিলেন জানি না। তিনি নিশ্চয়ই কাপুরুষ ছিলেন, নতুবা আমাদের ছেড়ে

চলে গেলেন কেন? আমাদের মনিবের মোরগ আছে। মুরগী ডিমে তা দেয়, বাচ্চা ফুটলে দুর্দান্ত মোরগটা পর্যন্ত ছোট ছোট ছানাদের খাদ্য দেখিয়ে দেয়। ছোট ছোট বাচ্চা পিঁপড়ে ধরে খায়। বড় পিঁপড়ে মোরগ মেরে ফেলে এবং টুকরা টুকরা করে বাচ্চাকে খেতে দেয়। আমার মাকে নিঃসহায় অবস্থায় রেখে আমার বাবা ফেলে গেলেন সে কেমন কথা? নিশ্চয়ই তিনি মোরগ হতেও কাপুরুষ ছিলেন। তারই ছেলে, নিগ্রানীর গর্ভে আমার জন্ম। আমার মা শুধু দাসীবৃত্তিই করতে জানেন। যার বাবা মোরগ হতেও কাপুরুষ, যার জন্ম নিগ্রানীর গর্ভে, সে ভীতু হবে না ত মেঘের আড়ালের বিদ্যুতের মত কড়মড় করে আকাশ কি ফাটাবে? সে কি করে সম্ভব হয়?

এন্‌তনী বলে, লেখা পড়া শিখলে সাহস হবে, আমি মানুষ হব, শ্বেতকায়দের সমকক্ষ হতে পারব। এন্‌তনীর কথা শুনে আমার হাসি পায়। আমাদের পাদরী আগাগোড়া বাইবেল পড়তে পারেন উপরন্তু যখন তিনি মেয়েদের মত সুর করে সারমন্ পাঠ করেন, তখন বেশ আনন্দ হয়। এমন বিদ্বান লোক-ও আমাদের মনিবের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে সাহস করেন না, আমি ত কোন ছাড়! এন্‌তনীর কথা মোটেই ভাল লাগে না। ওর কথা শুনলেই আমার জ্বর হয়, সে জন্য ওর সংগে কথা পর্যন্ত বন্ধ করতে ইচ্ছা হয়।

এন্‌তনী অমানুষ। তার সংগে কথা বলি না, তার বোনরা আমার ঘরে আসে না তবু ও বেহায়া আমার ঘরে আসে, আমার সংগে কথা বলে। আমার মায়ের সংগে নানারূপ বিষয় নিয়ে চর্চা করে। মা তার কথায় সায় দেন, সে আমার কানের কাছে বসে মা কি বলছেন, কোথা হতে কি শুনে এসেছে, বিড় বিড় করে

বলে। কি আর করা যায়, মায়ের কথা কোন মতেই অবহেলা করা যায় না।

একদিন মা কোথা থেকে একখানা বই এনে আমার হাতে দিয়ে বললেন, "শোন্ ম্যাক, এক সপ্তাহের মধ্যে বইখানা শেষ করতে হবে, এন্তনী তোকে শেখাবে, বুঝলি?"

হঁ্যা মা, এন্তনী শেখাবে আর আমি শেখব সে ত ভাল কথা, কিন্তু ইয়াংকীদের দেশে যাবার কি হল?

মা বললেন, ইয়াংকীদের দেশে যেতে হলে লেখাপড়া জানতে হয়। কি আর করা যায়? এন্তনী সে দিনই এ বি সি শিখিয়ে দিয়ে গেল। বর্ণ পরিচয় হল, শব্দের উচ্চারণ কিছুটা শিখলাম এবং মন দিয়ে প্রথম বই বেশ ভাল করেই শেষ করলাম। তারপর এল দ্বিতীয় বই। এটা শেষ করতে তিন সপ্তাহ লাগল। এর পর আরম্ভ হল অঙ্ক কষা। এই করে তিন মাস লেখাপড়া শিখে সর্বপ্রথম বই স্বাধীনভাবে পড়তে আরম্ভ করলাম। বই এর নাম আংকল্ টমস্ কেবিন। বই আর কি পড়ব? দশ পাতা শেষ করে একাদশ পাতা উল্টাতে পারলাম না, চোখের জল টপ টপ করে পড়তে আরম্ভ করল।

আমার চোখে জল দেখে মা বললেন, সে ত ছিল দাসের জীবন। আমরা সে অবস্থা উত্তীর্ণ হয়ে এসেছি। এখন যে অবস্থায় আছি এটাকে বলে লিঞ্চের জীবন। দাসের জীবন থেকে মুক্ত করেছিলেন লিনকন্। তাঁরই জাতের কত লোক আমাদের জন্য প্রাণ দিয়েছিল। লিঞ্চের জীবন অপসারণ করবার জন্য লিন্কন্ ফিরে আসবেনা ম্যাক, হোভার আমাদের মুক্ত করতে পারবে না। আমাদের ভালমন্দ এবার আমাদেরই দেখতে হবে। হাঁ, বইটা

চটপট করে পড়ে ফেল। চোখ থেকে যেন আর জল বের না হয়, এসব মোটেই ভাল না। তুমি ত নিগ্রানী নও, তুমি কাঁদবে কেন? লিঞ্চ করার সময় কি কেউ কাঁদে? যন্ত্রণায় ছটফট করে। বই পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট কর, কিন্তু চোখের জল যেন বের না হয়। আরও একটু দক্ষিণে যদি যাও তবে দেখবে, বৃষ্টির জল বালি টেনে নেয়, কিন্তু আরও একটু দূরে গিয়ে দেখবে, ঐ বালির জল জল-স্রোতে পরিণত হয়েছে। বড় বড় গাছ সেই স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। তুমি ছটফট কর, তোমার চোখের জল শুকিয়ে যাক, কিন্তু সেই চোখের জল নদীর মত বয়ে যাক এবং প্রবল স্রোতে লিঞ্চ-শয়তানকে বয়ে নিয়ে যাক সাগরে। শুনেছি শয়তান সাগরে বাঁচে না। লিঞ্চ শয়তান সাগরে গিয়ে মরুক, এটাই তোমার কাছে আমি চাই।

আরও শোন ম্যাক, আমার মার কাছ থেকে তাঁর মনিব আমাকে কেড়ে নিয়ে অন্যের কাছে বিক্রি করেছিলেন। আমি কেঁদেছিলাম, কেউ সেই কান্না শোনেনি; একটু সহানুভূতিও দেখায় নি। কে কার জন্য কাঁদবে? কে কাকে সহানুভূতি দেখাবে বল? এর পর যা বলার কথা এখন বলব না, তুমি আরও পড়, আরও শেখ, এন্‌তনী আসছে তার সঙ্গে কথা বল। সে বেশ ভাল কথা বলে। আমি জানি এনতনীকে তুমি ঘৃণা কর, সেও জানে তোমার মনের কথা, কিন্তু কিছুই বলে না। এন্‌তনী গাছ থেকে অথবা আকাশ থেকে নেমে আসেনি। সেও তোমার মত নিগ্রো। কিন্তু পার্থক্য আছে অনেক। সে মরতে ভয় করে না। তার চাতুর্য্য আছে। মনিবের জাতকে অশিক্ষিত এবং বর্বর বলা সকলের পক্ষে শোভা পায় না, এন্‌তনী কিন্তু তাই বলে। যারা বলতে পারে তারাই বলে।

আমাদের মনিবের স্ত্রী এখনও যুবতী। তার ঘরে এখনও অনেক নিগ্রো চাকর। যুবকের সংখ্যাই বেশি। আমাদের কর্তার স্ত্রী এদের খুবই ভালবাসেন। ভালবাসা অন্তরের, ঘৃণা বাইরের। যদি সামাজিক প্রতিবন্ধক না থাকত তবে আমাদেরই একটি ছেলেকে নিয়ে ঘরকন্না করতেন। সমাজ তাঁকে বাঁধা দিচ্ছে সে জন্যই তোমার মত ছেলেকে অন্তরের সহিত ভালবেসেও বাইরে পথের কুকুরের মত ঘৃণা করেন।

আজ অনেক কথা হয়ে গেল, এখনই কাজে যেতে হবে। ঐ দেখ পশ্চিম আকাশ কালো হয়ে উঠছে, বাদল নামার পূর্বে যদি বাকি তামাক কাটা না হয় তবে মনিবের অনেক ক্ষতি হবে। এন্‌তনী যেন ঘরেই থাকে। তার দুটো বোন শ্বেতকায়দের সংগে গোপনে নাচবে, হয়ত পাশের ঘরেই আড্ডা করবে, তুমি কিন্তু সেদিকে যেয়ো না। তোমাকে দেখলেই মনিবের দল রেগে যায়।

এই বলেই মা বেরিয়ে গেলেন, এন্‌তনী ঘরে ঢুকল, নূতন এক খানা বই হাতে করে। এবার সে প্রকাশ্যেই বই পড়ে। মনিব তাকে কিছু বলেন না। বইএর পাতাগুলি বেশ সুন্দর। জর্জ ওয়াশিংটন আমেরিকার জন্য যে কন্‌ষ্টিটিউসন তৈরী করেছিলেন এটা সে বই। এনতনী ঘরে ঢুকেই বললে, "আজ তোমাকে নূতন কথা শুনাব। তুমি বলছিলে উত্তরে চলে যাবে। উত্তরে যাওয়া এবং দক্ষিণে থাকা একই কথা। এই দেখ, জর্জ ওয়াশিংটন বলেছেন আমেরিকা শ্বেতকায় এবং কৃষ্ণকায়দের বাসভূমি। আমরা আমাদের বাসভূমি পরিত্যাগ করে ইয়াংকীদের দেশে যাব সে কেমন কথা? আমাদের যদি লিঞ্চ করে করুক, আমরা এখানে জন্মেছি এখানেই মরব, কিন্তু মরার পূর্বে দেখব, অন্তত, দেখার চেষ্টা করব ভবিষ্যতে যাতে লিঞ্চ আর না হয়। শোনো

না, যেন এক টুকরা কাঠে আলকাত্রা মাখিয়ে আগুনে ফেলে দেওয়া হল এবং চড়্ চড়্ করে জলতে থাকল। জানিস্, নিউটনের লিঞ্চ হবার পর থেকে এদিকে আর লিঞ্চ হয়নি। নিউটন শুধু তোর মত সাদা ছিল না, তার চুলগুলি পর্যন্ত পাটের মত ছিল। লোকে তাকে "বর্ডার লাইনার" বলত। বাস্তবিকই শ্বেতকায়দের অনেক গুণ আছে, নতুবা আমার আর তোর মত পশুকে চরাতে পারত না। ঐ শোন্, আমার ছোট বোনটা যন্ত্রণায় কিচির মিচির করছে। মেয়েদের ওপর যখন পাশবিক অত্যাচার হয়, তখন তাদের ভয়ানক কষ্ট হয়। চুপকর হারামজাদা যা হবার হতে দে, সে ত তোর বোন্ নয়, আমার বোন, আমার রক্তের সংগে তার রক্তের সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু মনে রাখিস এর প্রতিশোধ নিতে হবে। আমরা প্রতিশোধ নেব বুঝলি। তুই পারবি প্রতিশোধ নিতে?"

আমার রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। ভেবে পাচ্ছিলাম না কি করতে হবে। ঘরের পাশে এন্তনীর ছোট বোনটার উপর ক্রমাগত তিনটে লোক পাশবিক অত্যাচার করল আর আমি ভয়ে কুকুরের মত লেজ পাকিয়ে শুয়ে থাকলাম। এটাকে কি জীবন বলে? এটা জীবন নয় মরণের সমান, আমি কি মরব? না, মরা হবে না, প্রতিশোধ নেব। এন্তনীকে বল্লাম "আমি প্রতিশোধ নেব এন্তনী, উত্তরে ইয়াংকীদের দেশে যাব না।"

দেওয়ালের কাঠ শুকিয়ে ফাঁক হয়েছিল। উভয় দিকের ঘর থেকে সবই দেখা যায়। এদের কাম রিপু চরিতার্থ হয়েছে। মদ খেতে আরম্ভ করেছে। তারা জানে নিগ্রানীর ঘরে ভাল মদ খেতে নেই। পচিশ সেণ্ট দামের এক ডজন বোতল এনেছিল। তামাকের ক্ষেতে এসব মদ প্রায়ই আমাদের খেতে দেওয়া হয়। এতে ক্ষুধা লোপ করে

দেয়। কর্মশক্তি বাড়িয়ে দেয়। তারপর যখন ঘরে ফিরে আসতাম তখন উঠতে ইচ্ছা হত না, এমন কি তামাকের রসে ভিজা দুর্গন্ধ হাত দুটোও ধুতে ইচ্ছা হত না। এই সেই মদ।

এন্‌তনীর বড় বোনটা এক বোতল মদ খেয়েই বেহুস্ হয়েছিল। তার দিকে কেউ তাকাচ্ছিল না। তাকে দেখলে মরার মতই দেখায়। শুধু বুকটা নড়ছিলো এবং নাক দিয়ে শ্বাস বইছিল বলেই জীবিত বলা চলে। এত মদ খাওয়া অন্তত যুবতীর পক্ষে খুবই খারাপ। শরীর ভেঙ্গে যায়, কর্ম ক্ষমতা লোপ পায়, চোখের জ্যোতি কমে। খিটখিটে হয়, তারপর ধরে ডিস্‌পেপ্‌সিয়ায়। তখন এসব যুবতীর দিকে কেউ তাকায় না। পূর্ব পরিচিত মনিবের দল নিগ্রানী বলে তাড়িয়ে দেয়। অনেকে ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হয়, হসপিটালে যায় এবং তাড়াতাড়ি মরে। এন্‌তনীর ছোট বোনের নাম পামেলা। সেও যে ঢক্ ঢক্ করে নিজের মুখে মদ ঢেলে দিচ্ছে। দিক ঢেলে। অনেকে শান্তি পাবে। পিশাচের দলে চলে যাবে। পামেলার রং কাচা সোনার মত, মুখ গোল। ঠোঁট্ পাতলা। ভুরু বেশ মোটা। চুল যদিও উলী তবুও লম্বা। বেণী পিঠের উপর পড়ছিল যেন একটা কালো সাপ লাল ফিতার ভেতর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। সাপ, তাড়াতাড়ি পামেলাকে দংশন করুক, পামেলা মরুক। মরলে শান্তি পাবে।

বোতলটা শেষ করে পামেলা একটা যুবকের মুখে চুমু দিল। যুবক মুখ ফিরিয়ে নিজের মুখটা রুমাল দিয়ে মুছে ফেলল। পামেলা যুবককে জড়িয়ে ধরল। যুবক তার দুখানা হাত সরিয়ে দিয়ে মাটিতে শুইয়ে দিল। পামেলা ধীরে ধীরে জ্ঞান হারাল। যুবকের দল আর কাকে নিয়ে আনন্দ করবে? মরা মানুষের সঙ্গে আনন্দ হয় না। মরা মানুষ কবরে নিক্ষেপ

করা হয়, কিন্তু পামেলার মাথার কাছে মাত্র দুডলারের দুখানা নোট রেখে যুবকেরা বেরিয়ে পড়ল। আমরা আমাদের দরজাটা আরও ভাল করে টেনে ধরলাম। শয়তানের দল আমাদের দিকে ফিরেও তাকাল না। তারা চলে গেল। আমরা দরজা খুলে মুক্ত বাতাসে পাহাড়ের দিকে চললাম।

আমার বয়স প্রায় আঠার। এর মধ্যে কোন দিন পাহাড়ের দিকে যাইনি। এন্‌তনী আমাকে তার সঙ্গে যেতে বলেনি। আজ কোনরূপ প্রশ্ন না করে এন্‌তনীর সংগে পাহাড়ের দিকে বেরিয়ে পড়লাম।

আমাদের ঘরের পেছনেই মস্তবড় পাহাড়। পাহাড়ের মাথায় বার মাস বরফ জমে থাকে। আমেরিকান্‌রা পাহাড়ের কি নাম দিয়েছে জানি না। আমরা পাহাড়টাকে ব্যাক্ ডোর হিল্ বলি। আমরা আজ ঘরের পেছনের পাহাড়ের দিকে চলেছি। কোন্ উদ্দেশ্যে চলেছি আমি অন্তত জানি না, এন্‌তনী জানে। কতক্ষণ যাবার পরই কর্মরত এন্‌তনীর মায়ের সঙ্গে দেখা হল। এন্‌তনীর মা এক মগ্ মদ খেয়ে সবে মাত্র কাজ আরম্ভ করেছেন, এটা তার দ্বিতীয় সিপ্ট। ত্রিশ সেণ্ট বেশী পাবেন। মায়ের সংগে ছেলের দেখা হল। কেউ কথা বললে না, যেন অপরিচিত লোক।

আরও একটু দূরে আমার মাকে কর্মরত দেখলাম। মা মদ খেতেন না। নানারূপ কুৎসিত রোগ তাঁর শরীরে ছিল, সেজন্য মদ সহ্য হ'ত না। মদ খেলেই রোগগুলি লাফিয়ে উঠত এবং মাকে দংশন করত। মায়ের মুখখানা দেখে আর তাঁর দিকে চাইতে ইচ্ছা হল না। মুখ ফিরিয়ে পাহাড়ের দিকে চল্লাম।

দুঘণ্টা চলার পর আমরা একটা ছোট্ট নদীতীরে পৌঁছুলাম। নদীতে মাছ খেলছিল। নদী-তীরের তাজা ঘাস বাতাসে নড়ছিল।

ছোট ছোট খরগোসের বাচ্চা লাফা-লাফি করছিল। জল কুলু কুলু রবে বয়ে যাচ্ছিল। জল স্বচ্ছ। দেখা মাত্র ইচ্ছা হচ্ছিল কিছুটা খেয়ে নেই। জল ছুঁয়ে দেখলাম বরফের মত ঠাণ্ডা। গরুর মত মুখ দিয়ে জল খেয়ে এন্তনীকে জিজ্ঞাসা করলাম, "বল বন্ধু, কি করতে চাও?"

আরও দূরে যেতে হবে, বন্ধু। আমাদের একটি আড্ডা আছে, সেখান থেকে আমি বই পাই। দেখে যাও আমাদের আড্ডা। শয়তানের বাচ্চারা যদি কখনও আক্রমণ করে এবং প্রাণ বাঁচাতে চাও, তবে আড্ডায় আসলেই প্রাণ বাঁচবে। এখানে আমেরিকার অফিসিয়েল্সরা পর্যন্ত আসতে ভয় পায়। আড্ডা দেখে নাও, আজ আমাদের বোনদের দুর্দশা দেখেছ। এরূপভাবে তারা প্রায়ই নির্যাতিত হয়। তুমি ঘরে থেকেও দেখ না, চোখ ঢেকে রাখ। আজ সাহস করে দেখেছ। আজ তুমি মানুষ হয়েছ। জেনে রাখো, আমাদের মায়েরা প্রত্যেকে এমনি ভাবে নির্যাতিতা হয়েছিলেন। আমাদের জন্ম নির্যাতনের মধ্যেই হয়েছে। আমরা নির্যাতনকে ভয় করব কেন? আমরা নির্যাতনকে তাড়াব। আমাদের সমাজ থেকে নির্যাতন বহিষ্কার হবে, পৃথিবী থেকে হবে, নির্যাতনের নাম থাকবে না। নির্যাতন শব্দ লোপ পাবে, তবেই হবে আমাদের সত্যিকারের সার্থক জন্ম।

আরও একটু দূরে পাহাড়টা একেবারে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার পায়ের জুতো পাহাড়ে পথে চলার পক্ষে একেবারে অনুপযুক্ত, তবুও চল্লাম। খালি পায়ে হাটব তাতে কি হয়েছে? পা ছিঁড়ে রক্ত বের হবে, হউক। আমার রক্তে পেছন দরজার পাহাড় ভেসে যাক। আমরা মুক্ত হব। এতদিন কাপুরুষ ছিলাম। শুয়োরের মত রক্তের

বোঝা বয়ে নিয়ে চলছিলাম, এবার রক্ত দেবার সময় হয়েছে। আমি শুধু রক্তই দিয়ে যাব, তার সুফল চাই না। নূতন যে সকল নবাগত নিগ্রো ভাই বোনরা আসছে, তাঁরা আমার কাজের সুফল ভোগ করবে। কোনরূপ দ্বিধা না করে এন্‌তনীর পেছন চলছিলাম। হঠাৎ একটা শ্বেতকায়কে দেখে মনে হল যেন একটা শয়তান আসছে। শ্বেতকায় এন্‌তনীর পরিচিত লোক। কাছে এসেই সে এন্‌তনীর করমর্দন করল। আমি কে জিজ্ঞাসা করল? এন্‌তনী আমার পরিচয় দিল। শ্বেতকায় আমার দিকে তার হাত বেড়িয়ে দিল। কি করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। শ্বেতকায়ের পদসেবা করতে শিখেছিলাম, কিন্তু করমর্দন কখন করিনি। আমি কিছুই করছিনা দেখে শ্বেতকায় তামার হাতটা নিজেই ধরল এবং করমর্দন করে বললে, "কেমন আছ ম্যাক্?" 'ভাল আছি বস্' যখন বল্‌লাম, তখন শ্বেতকায় বললে, 'ভবিষ্যতে আমাকে 'বস্' কখনো বল্‌বেনা ম্যাক্, যদিও আমি শ্বেতকায় তবুও আমি তোমাদের বন্ধু—প্রভু নই। বিদায় ম্যাক, পরে দেখা হবে।'

পাহাড় ক্রমেই খাড়ি বোধ হচ্ছিল। আমাদের ঘরের পেছনে এত বড় পাহাড় রয়েছে সে ধারণা আমার ছিল না। পেছনের দরজা দিয়ে যখন পাহাড়টাকে দেখতাম তখন মনে হ'ত এই ত পাহাড়, ইচ্ছা করলেই উঠানামা করা যায়। পাহাড়ের উপরে সব সময়েই বরফ থাকত, যখন বরফ নীচের দিকে নেমে আসত তখন শীত বেশি অনুভব করতাম। এর বেশি পাহাড় সম্বন্ধে অন্য কোনো ধারণাই ছিলনা। মাথা নীচু করে যখন উপরের দিকে উঠছিলাম তখন মনে হচ্ছিল এন্‌তনী পাহাড় সম্বন্ধে এত সংবাদ কি করে রাখল এবং আমি কেন রাখলাম না, এর নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। কারণ খুঁজে বের

করতে হবে। কাউকে জিজ্ঞাসা না করেই এই প্রশ্নের উত্তর নিজের কাছ থেকেই পেতে হবে ঠিক করলাম। নিজের প্রতি ঘৃণা হচ্ছিল, ঘৃণা ক্রমেই বেড়ে চলছিল। পায়ের উপর গড়ানো পাথর পড়ছিল। পা অনেক স্থানে ক্ষত হয়েছিল। একটুও ব্যথা হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল নিউটনের কথা; নিউটন্‌কে যখন আমেরিকানরা প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে ফেলে দিয়েছিল তখন তার শরীর চর চর করে জলছিল। আমার পায়ে ব্যথা হবে কেন? হওয়া উচিত নয়।

পনের মিনিট চলার পর পাহাড়ের বুকের মধ্যে দাগ কাটা একটা পথ পেলাম। পশ্চিমের সূর্যের আলো নাকে মুখে পড়ল। চোখ দুটো বুজে আসছিল কিন্তু বুজতে দিলাম না। আমার আবার কষ্ট? পৃথিবীতে জন্মেছি মাত্র। জাতভাইরা আমাকে মানুষ বলে। শ্বেতকায়রা আমাকে মানুষ বলে না, তারা আমাকে নিগ্রো বলে। নিগ্রো মানুষ নয়, শুধু নিগ্রো। নিগ্রোর আবার চোখের জ্বালা কি? এই ত আমাদের মনিবের দুটা খচ্চর আছে। শীতের সময়ও খচ্চর দুটো গাড়ি টেনে সহরে যায়। আমার মাও শীতের সময় সামান্য একটি পুলওভার গায়ে দিয়ে কাজে যান। আমেরিকানরা যখন গাড়ি হাঁকিয়ে কারখানায় পৌঁছে, তখন গাড়ি হতে নেমেই মস্তবড় একটি পেয়ালা ভর্তি কাফিতে মুখ দেয়। তাদের ঠোঁট গরম হয়, তারা শান্তির নিশ্বাস ফেলে। আর আমি এবং আমার মা এতদূর হাটার পর পরিশ্রান্ত হয়ে জলের কলে মুখ লাগিয়ে জল চুষে খাই। আমাদের ঠোঁটে যখন ঠাণ্ডা জল লাগে তখন ঠোঁট জলতে থাকে। গরম কাফির মত আমরা কলের জল একটু একটু করে খাই। কল মাত্র একটি। মজুর প্রায় দু'শ। জল খেতেও লাইন দিতে হয়। এক দিকে প্রবল সূর্যের আলো আমার চোখ দুটাকে ঝলসিয়ে দিচ্ছিল, অন্য দিকে

আমাদের দৈনন্দিন কষ্ট অন্তরকে পুড়ে ছারখার করছিল। আমরা চলছিলাম। এন্‌তনী আগে আর আমি পেছনে।

এন্‌তনী হঠাৎ পেছন দিকে তাকিয়ে বললে, ঐ যে পাহাড়টা দেখছিস, তারই গায়ে একখানা গ্রামে এক জন বড় লোকের জন্ম হয়েছিল। তিনি ছিলেন শ্বেতকায়, কিন্তু তিনি যা লিখেছিলেন সবই আমাদের সম্বন্ধে। তাঁর লেখনী হতে যে সকল প্রবন্ধ বের হত, সেই প্রবন্ধ পড়ে উত্তরের ইয়াঙ্কীরা দক্ষিণের শ্বেতকায় বর্বরদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিল। সেজন্যই এখানে এসে মাথা হতে টুপি নামিয়ে ফেলি।

তোমার যা ইচ্ছা তাই কর এন্‌তনী, আমার হ্যাট্‌ও নাই, হ্যাট্ নামাবার দরকারও নাই। শ্বেতকায় মহাপ্রভু আমাদের দুঃখ দেখে যা লিখেছিলেন সেজন্য অন্তত আমি তাঁকে ধন্যবাদ দেব না। আমাদের দুঃখ তাঁর প্রাণে আঘাত করেছিল। সেই আঘাত তিনি লেখার মাধ্যমে অপসারিত করেছিলন। সকল শ্বেতকায়েরই প্রাণ আছে, তাদের মন কেন আমাদের জন্য কাঁদে না? কাঁদতে পারে না। লেখক মহাশয় তাঁর কর্ত্তব্য করে গেছেন, সেজন্য যারা তাঁকে ধন্যবাদ দেয় তারাও বুদ্ধিহীন এবং যে সকল লেখক ধন্যবাদ পেতে চান, তাঁরা হলেন একনম্বরের স্বার্থপর। তোমার মাকে কি কখনও ধন্যবাদ দিয়েছ? অথবা তোমার মা কি তোমার ধন্যবাদের জন্য কাতর? মা হলেন মা। মায়ের কর্ত্তব্য মা করে যান, সন্তান ভবিষ্যতে মাকে সাহায্য করবে বলে মা সন্তান পালন করে না। এই ত দেখলি সেদিন ত মরিসনদের মা মারা গেলেন। মরিসন্ এবং তার ভাইরা এবং বোনদের মধ্যে কেউ তাঁকে হসপিটালে দেখতে যায়নি। তা বলে কি মরিসন্‌দের মা তাদের অভিসম্পাত করে গেছেন? মরবার পাঁচ

মিনিট পূর্বেও মরিসনের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। কর্তব্য পালনের জন্য যে যা করে করুক। তবে কথা হল ভদ্রতার দিকেও তাকাতে হবে। যদি সেই লেখক বেঁচে থাকতেন, তবে এক দিন তাঁর বাড়ীতে অন্তত দুটা আপেলও দিয়ে আসতাম। ঐ তাঁর গ্রাম, এই গ্রামে তিনি জন্মেছিলেন, এই গ্রাম দেখলেই হ্যাট মাথা হতে নামাতে হবে, এসব আমার কাছে ভাল লাগে না। এসব বাজে কথা ছাড়ো এন্‌তনী। কাজের কথা ভাব। আমি ত ভাবছি যদি তোমাদের পড়বার ঘরটা ভাল লাগে, তবে সেখানেই থেকে যাব এবং প্লান করে কাজ করব।

তোমার মার কি হবে ম্যাক, তিনি যে শুধু তোমার মুখ চেয়েই বেঁচে আছেন?

রেখে দে এসব বাজে কথা, হাজার হাজার মা নির্যাতিত হচ্ছেন; তাঁদের মুক্তি সংগ্রামে যদি প্রাণ যায় তবেই হবে আমার জীবনের সার্থকতা: আমার মায়ের বয়স হয়েছে, কেউ তাঁর দিকে ফিরেও তাকাবে না। যতদিন তাঁর শরীর চলবে ততদিন দুটুকরা রুটির সংস্থান হবেই। আমি মরে গেলে আরও বেশী করে রুটি খেতে পারবেন। তুমি মনে করো মায়েদের ক্ষুধা নেই—বেশ আছে—কিন্তু ছেলে পিলে কাছে থাকলে মা-রা ছেলেপিলের মুখেই রুটির টুকরা আগে দেন। এটা হল তাঁদের স্বভাব-ধর্ম। আমি মরে গেলে ত আমার মায়ের আরও ভাল হবে।

হ্যাঁ, ম্যাক এরই মধ্যে তোমার এত বুদ্ধি কোথা থেকে এল?

দরকার এত বুদ্ধি এনে দিয়েছে, মনে রাখিস্ শুধু দরকার।

পথের শেষ হল, কিন্তু কোনও ঘর দেখতে না পেয়ে একটুও ঘাবড়ালাম না। এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করলাম না। এখন থেকে প্রশ্ন করার প্রবৃত্তি অনেক কমে গেছে। এন্‌তনী আগে চলছিল আর আমি

চলছিলাম পেছনে। পূর্বে চড়াই পথ ধরে চলছিলাম এবার নীচের দিকে নামতে আরম্ভ করলাম। অনেকক্ষণ নেমে একটি গুহার সামনে আসলাম। গুহাটার নাম ডাগ্-আউট। মানে পাহাড়ের গা হতে অনেক পাথর খুলে নিয়ে একটি ঘরের মত করে গুহার আকৃতি করা হয়েছে। গুহার ভেতরে যদি আলো না থাকত তবে কিছুই দেখতে পেতাম না। গুহার প্রবেশ পথে প্রকাণ্ড একটি দরজা। দরজা মোটা পাইন গাছের তক্তা দিয়ে তৈরী। নাড়তে বেশ অসুবিধা, তবুও দরজা করতে হয়েছে। দরজা না থাকলেও নয়। শীতের সময় পাহাড়ের উপর থেকে বরফ গুহার ভেতর গড়িয়ে পড়বার সম্ভাবনা থাকে। আমরা গুহার ভেতরে প্রবেশ করলাম। সেখানে সুন্দর মোমবাতি জ্বলছিল। অনেকগুলি লোক বই পড়ছিল। মাত্র কয়েক জন নিগ্রোকে দেখতে পেয়ে দুঃখিত হয়েছিলাম। ভাবছিলাম এখানকার পাঠক সবাই হবে নিগ্রো।

আমার মন বোধ হয় দুর্বল, সেজন্য শ্বেতকায়দের দেখলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হত না। ভাবতাম এরা প্রত্যেকেই শয়তান। এদের অ-করণীয় কোন কাজ নেই। শ্বেতকায় লাইব্রেরীয়ান্ আমাকে সকলের সংগে পরিচয় করিয়ে দিলেন। উইলী নামে একটি যুবকের সংগে করমর্দ্দন করার সময় সে আমার হাতে এমন একটি ইঙ্গিতে করল যার মানে ঠিক করতে পারি নি। হাতটা তাড়াতাড়ি করে টেনে এর কাছে থেকে সরে পড়লাম। এন্‌তনী অন্যান্য দিনের মত পুস্তকে মন সন্নিবেশ করল। আমি বই পড়লাম না। যাঁরা বই পড়ছিল তাদের মুখাকৃতি ভাল করে দেখছিলাম।

উইলীকে কোথাও দেখেছি বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু সে স্থানটি কোথায়? অনেকক্ষণ চিন্তা করে মনে হল, আমাদের মনিবের এক বন্ধুর

বাড়ির আস্তাবলে তার সংগে দেখা হয় এবং এক রাত্র আস্তাবলের খড়ের গাদার মধ্যে উভয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়েছিলাম। যেন দুটি কুকুরের বাচ্চা। একটি বয়স্ক অপরটি ছোট। এক জনের শরীরের উত্তাপে অন্যজনের শরীর গরম রাখতে হচ্ছিল। কিন্তু আজ সে আমার হাতে যে ইঙ্গিত করল, সেটা কিসের? কতক্ষণ পর তার কাছে আবার গেলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম "তুমি কি বলতে চাও, উইলী?

উইলী অনেকক্ষণ মাথা নত করে যখন মুখ উঠাল তখন মনে হল তার মুখে শয়তান বসে আছে।

উইলী বললে, "আমার ইঙ্গিত তুমি আজ বুঝবে না, সময় মত বুঝবে। তোমরা কেমন আছ?"

উইলীর কথার জবাব দিলাম না, কাছে বসলাম এবং সে কি বই পড়ে তাই দেখলাম অনেকক্ষণ। তারপর এন্‌তনীর হাত ধরে ডাগ-আউট হতে বের হয়ে এসেই এন্‌তনীকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি উইলীকে চেন?

নিশ্চয়ই ম্যাক, সে বোধহয় তোমার হাতে কোনরূপ ইঙ্গিতসূচক টেপা দিয়েছিল।

হাঁ, তার মানে তোমার নিশ্চয়ই জানা আছে।

নিশ্চয়ই, সে তোমার সংগে উপহাস করেছে মাত্র।

আমরা নিগ্রো আমাদের সঙ্গে আবার উপহাস কি? এই ত এক বৎসর পূর্বে সে এবং আমি মনিবের বন্ধুর আস্তাবলের খড়ের গাদায় কুকুরের মত একে অন্যকে জড়িয়ে শুয়েছিলাম, সে কথা কি সে ভুলে গেছে। উপহাস আমাদের মনিবদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাক, আমরা উপহাস করার অধিকারী নই। এখন বলত, আমাকে এখানে নিয়ে আসার মানে কি? তুমি হয়ত বলবে বই পড়ে জ্ঞানার্জন হবে,

নিগ্রোদের মঙ্গল সাধনের জন্য নানা মত ও পথ শিখতে পারব, কিন্তু এসবে কি কোন লাভ হবে? আদাদের ঘরের পেছনে এত বড় পাহাড় রয়েছে আমি জানতাম না। আমেরিকা দেশটা কত বড় এখন অনেকটা ধারণা করতে পেরেছি। আমাদের প্ল্যান করতে হবে কি করে নিগ্রোরা জীবন কাটাতে পারে; এখন আমোদ আহ্লাদ করে অথবা বই পড়ে সময় কাটালে চলবে না; এখনই ঘরে চল। আজ রাত্রে আমরা একটি সভা করব। আমাদের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করব। দেখব আমাদের মায়েরা কি বলেন। অনেকের আবার বাবাও আছেন। বাবাদেরও সভায় ডাকব মনে করছি।

কার কার বাবা আছে ম্যাক?

কেন, অনেকেরই আছে।

এরা কারো বাবা নন্ ম্যাক, মায়েরা বলেন এরা তাঁদের স্বামী, সেজন্য আমরা তাদের বাবা বলি, প্রকৃতপক্ষে এরা মনিবের গোলাম। মনিব যাকে যার ঘরে থাকতে দিয়েছেন তিনিই হয়ে গেছেন মায়েদের স্বামী। প্রকৃত পক্ষে এক জোড়া ভেড়াকে যদি একটি ঘরে রাখা যায়, তাতে যা হয় আমাদের বেলাও তাই হয়েছে। সেজন্য দুঃখ করে কোন লাভ নেই, যাতে এরূপ আর না ঘটে তারই ব্যবস্থা করতে হবে।

সবই বুঝলাম; এবার কাজ করতে হবে এন্‌তনী।

এক দিনেই এত পরিবর্তন তোমার হয়ে গেল ম্যাক। লক্ষণ ভাল নয় দেখছি। তুমি হয়ত তাড়াতাড়ি ভেঙ্গে পড়বে। আরও একটু দেখে নাও, তারপর সভা সমিতি করো। মাত্র ব্যাক হিল্ দেখেছ, আরও পাহাড় পর্বত আছে, আরও লোকালয় আছে, আরও নিগ্রো নিবাস আছে। আজ ঘরে যেয়ে মাথা স্থির করে পৃথিবীর একখানা মানচিত্র দেখো, তারপর পৃথিবীর অবস্থা জানার জন্য ভূগোল দেব, সেটা

তিন চার দিনের মধ্যে শেষ করতে পারবে, তারপর কি করে কাজ করতে হবে তার উপায় উদ্ভাবন করে অগ্রসর হয়ো।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ব্যাক ডোর্ হিলের সাদা চূড়ার ওপর সূর্যের শেষ কিরণ পড়ে তখনও প্রজ্বলিত আগুনের শিখার মতই দেখাচ্ছিল। এদৃশ্য জ্ঞান হবার পর থেকেই দেখে আসছি, কিন্তু আজ আমার কাছে সেই দৃশ্য নূতন বলেই মনে হচ্ছে। অনেকক্ষণ দেখলাম সে দৃশ্য। তারপর যখন দেখবার মত কিছুই থাকল না তখন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করব ভাবছি, এমনি সময় রুটিওয়ালা পারেয়ারী জুক্রে আমার হাত ধরে টানল। তার হাত টানার রকম দেখে মনে হল, আমার শরীরটা যেন একটি কাঠের পুতুল এবং সেই কাঠের পুতুলের মালিক জুক্রে।

জুক্রেকে জিজ্ঞাসা করলাম, ঘরে বসে কথা বলবে না বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলবে?

জুক্রে বাঁ হাতের রুটির বাণ্ডিলটা ডান হাতে নিয়ে আমার হাতে দিয়ে বললে, এটা তোমাকে আমি দিচ্ছি। যখন পার দাম দিয়ে এস। দশ সেণ্ট হল ঠিক ঠিক দাম, তোমাকে ন সেণ্টে দিচ্ছি। হাঁ আর একটি কথা, আমাদের নানারূপ বদনাম আছে সে কথা বোধহয় জান, মনে সে রকম কোন ধারণা পোষণ করো না। তবে সস্তা রুটি দেবার পেছনে একটি উদ্দেশ্য আছে। আমি দয়ালু নই। দয়া করা এসব আমার ধাতে নেই। তোমাকে দিয়ে একটি কাজ করিয়ে নেবার মতলব আছে। সেই কাজ এখন করতে হবে না, ভবিষ্যতে করবে এবং আমি তোমাকে দিয়ে করাব। জর্জ ওয়াশিংটন যদি ফরাসীদের সাহায্য না পেতেন তবে আমেরিকা এখনও বৃটিশ কলোনীই থাকত। তোমরা হয়ত এখনও কেনা গোলামের বাচ্চা হয়েই থাকতে। আমি তোমাকে দিয়ে যে কাজ করাব সে কাজ সেই ধরণের। এখন ঘরে যাও।

রুটিটা ফেরত দেব ভাবছিলাম, কিন্তু জুক্রের কথা শুনে ফেরত দিতে ইচ্ছা হল না। তাকে ধন্যবাদ না দিয়ে ঘরে ঢুকলাম। মা আলু সিদ্ধ করছিলেন। উনুনের দিকে দৃষ্টি রেখেই বললেন, "বস্‌ জুক্রেকে বলে আসছিলাম একটি রুটি পাঠিয়ে দিতে, এখনও তার চাকর আসেনি, যা রুটিখানা নিয়ে আয়।" ফরাসীদের রুটি "অমৃত সমান।" রুটি কাগজে মোড়া ছিল। কাগজটা খুলতেই এমনি একটি সুন্দর গন্ধ বের হল যার সুগন্ধে ক্ষুধা আরও বেড়ে গেল। পাহাড়ে গিয়েছিলাম, পরিশ্রান্ত হয়েছিলাম, তারপর রুটির সুগন্ধে সবই ভুলতে হয়েছিল। মাকে তাড়াতাড়ি করে টেবিল সাজাতে বলেই হাত মুখ ধোবার জন্য এক বেসিন গরম জল নিয়ে বাইরে চলে গেলাম। যখন হাত মুখ ধুচ্ছিলাম, তখনও যেন রুটির গন্ধ নাকে লেগে রয়েছিল।

খেতে বসে মাকে বললাম, "রুটি শ্বেতকায়রা টেবিলের শোভা বর্দ্ধনের জন্য রাখে, খায় অন্য কিছু, সেই রুটির গন্ধে আমরা অস্থির হই অথচ পাই না। বল মা এই রুটি পাবার জন্য, এই রুটি সকলকে পাওয়াবার জন্য যদি প্রাণ বিসর্জন দিই তবে দুঃখ করবে না ত?"

সেটা আর বলতে আছে! তোর জীবনের বিনিময়ে যদি সকলে রুটি পায়, ঘরে থাকতে পায়, শীত হতে পরিত্রাণ পায়, তবে দুঃখের চোখের জলের বদলে আনন্দাশ্রু বইবে ম্যাক! আমরা ত মেয়ে মানুষ। আমাদের বেঁচে থাকারও কোন মানে হয় না।

উইলী

আমার নাম উইলী এবং জন্মস্থান হারলাম। হারলামে নিউইয়র্কের নিগ্রোরাই বাস করে। আমেরিকানরা ভুলেও সেদিকে বসবাস করে না। নিগ্রোরা যে এলাকায় বাস করে সেই এলাকাতে শ্বেতকায়দের বসবাস করা বড়ই ইতরজনোচিত কাজ। দারিদ্র্যের চাপে মরতে প্রস্তুত তবুও শ্বেতকায়রা আমাদের এলাকায় আসে না। হারলামে নিগ্রোরা বাস করে বলেই কি হারলাম্ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে? নিশ্চয়ই না; যে কারণে লণ্ডনের পিকাডিলী, পারীর নদী তীর; যুগস্লাভিয়ার নিশ্ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, সেই কারণেই হারলাম্‌ও পৃথিবীর ধনীদের কাছে পরিচিত হয়েছে। ডুর্নামের ভেতর দিয়ে হারলাম পৃথিবীর মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থানে পরিণত হয়েছে।

হারলামের নিগ্রোদের মধ্যে নানা রকম লোক দেখা যায়। অতিকৃষ্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, শ্যামবর্ণ, বাদামী, কিছুটা সাদা, মধ্যম গোছের সাদা এবং শ্বেতকায়। আমি হলাম হারলামের শ্বেতকায়। কোনও এশিয়াবাসী কখনো আমাকে অশ্বেতকায় বলতে পারত না। আমার চোখ নীল, নাক নরডিকদের মত, শরীরের রং সাদা, শ্বেতকায়দের চেয়েও। চুল লাল এবং পাটের মত। তবে আমাকে বর্ডার লাইনার অথবা নিগ্রো বলে কেন? তার কারণ আছে, আমার চুলগুলি যদিও শ্বেতকায়দের মত অনেকটা সোনালী কিন্তু প্রত্যেকটা চুল বেশ মোটা। যে কোন শ্বেতকায় একটু তলিয়ে দেখলেই বলতে পারত লোকটা শ্বেতকায় নয়। আমি যদি কখনও কোন শ্বেতকায় রমণীকে বিয়ে করি তবে আমাদের সন্তান শ্বেতকায়ই হবে। আমাদের শিশুদের

শরীরে নিগ্রো রক্তের চিহ্নও থাকবে না। আমারে পক্ষে নিগ্রো হওয়া বরং ভাল কিন্তু বর্ডার লাইনার হওয়া বড়ই বেদনাদায়ক। কেন বেদনাদায়ক সেকথাই বলছি।

একদিন বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। পথে এম্প্লয়মেণ্ট এক্‌চেঞ্জের বাড়ি পড়ল। সেখানে প্রত্যেক মজুরই যায়। আমিও গেলাম। আটচল্লিশ ষ্ট্রীটে কয়েক জন সেলস্‌ম্যান চায়। দোকানের নম্বর পকেট বই-এ টুকে নিয়ে সেদিকে রওয়ানা হলাম। ভাবলাম, কপাল ঠুকে একবার দেখা যাক। হয়ত আমাকে শ্বেতকায়ও মনে করতে পারে। একবার যদি শ্বেতকায়দের মধ্যে প্রবেশ করতে পারি, তবে সহজে কেউ আমাকে অশ্বেতকায় বলে তাড়িয়ে দিতে পারবে না।

তিনটার সময় দোকানের দরজার কাছে পৌছলাম। দেখলাম বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে, সেলস্‌ম্যান্ চাই। সাহসের সহিত দোকানে প্রবেশ করলাম এবং যেখানে ম্যানেজার বসেছিলেন সেখানে যেয়ে কাজের প্রার্থী হলাম। কাজ জানি কি জানিনা, সে [illegible] কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করেই আমাকে তখনই কাজে নেওয়া হয়। কয়েকজন খরিদ্দারকে বেশ সন্তুষ্ট করলাম। আনন্দের সহিত খরিদ্দাররা মাল কিনে বিদায় নিল। আমার কাজ দেখে ম্যানেজার বেশ সুখী হলেন। সেদিনই তিন ডলার এড্‌ভান্স দিয়েছিলেন। দোকান হতে বিদায়ের পূর্বে কোথায় থাকি বলতে হয়েছিল। নিউইয়র্ক নগরীর ব্রনজ্ নামে একটি এলাকা আছে, সেখানে নিগ্রোরা বাস করে না, কিন্তু ইহুদী, স্পেনিয়ার্ড পর্তুগিজ, গ্রীক, স্লাভ্ এবং অন্যান্য অনেক জাতের ইউরোপীয়ান্ বাস করে। আমার বাবা ছিলেন স্পেনিয়ার্ড. তারই এক জ্ঞাতি ভাই সেখানে বাস করতেন। তিনি আমাকে বেশ ভালবাসতেন, সেজন্য তাঁর বাড়িতে প্রায়ই যেতাম। তাঁর বাড়ির ঠিকানাই দিতে

হল। যদি হারলামের ঠিকানা দিতাম তবে ম্যানেজার আমার নামে নিশ্চয়ই অনধিকার প্রবেশের জন্য মোকদ্দমা রুজু করতেন।

দোকান হতে বের হয়ে আসার সময় কয়েকজন্ লোক নবনিযুক্ত সেলস্‌ম্যানদের প্রতি লক্ষ্য করে থুথু ফেলে বলছিল, "এই বিশ্বাস-ঘাতকেরাই আমাদের অন্ন কেড়ে নিচ্ছে, এরা জাহান্নামে যাক।" কেন যে এরূপ বল্‌ল তা একটুও ধারণা করতে পারলাম না, অথচ আমিই নিগ্রোদের মধ্যে যাতে "সি, আই, ও" গড়ে ওঠে, তার একজন পাণ্ডা ছিলাম। বাসে বসবার পরই মনে হল হয়ত এখানকার কর্মীরা মাইনে বৃদ্ধির জন্য ধর্মঘট করেছিল। তারপরই আবার সব ভুলে গেলাম, আমাকে শ্বেতকায় হবার লোভে পেয়েছিল। ট্রেড ইউনিয়ন, অপরের অন্ন কেড়ে নেওয়া, এসব চিন্তা আমার মনে স্থান পাচ্ছিল না।

রাতে মায়ের সঙ্গে যখন দেখা হল তখন তাঁর কাছে চাকরি পাওয়ার কথা ব[illegible]র পরই যখন বললাম, সেল্‌স্‌ম্যানরা ধর্মঘট করার জন্যই চাকরি পেয়েছি। তখন মা আমার রুম পরিত্যাগ করলেন এবং একটি কথাও বললেন না, কিন্তু তাঁর লাল মুখ সাদা হয়েছিল, সেটাই লক্ষ্য করেছিলাম। কতক্ষণ পর পুনরায় মা আমার ঘরে আসলেন এবং বললেন, তুমি শ্বেতকায় হবার জন্য চেষ্টা করছ। শ্বেতকায় হবার পূর্বে তাদের মত উন্নত হবার চেষ্টা কর। তোমাদের মধ্যে যত জন আজ চাকরিতে যোগ দিয়েছ সকলেই বর্ডার লাইনার, একজনও শ্বেতকায় নয়। অনুসন্ধান করে দেখো আমার কথা ঠিক কি না।

পরের দিন থেকে কাজ করে চল্‌লাম। মা যা বলেছিলেন, যদিও অনেকবারই মনে হয়েছিল তবুও অনুসন্ধান করার প্রবৃত্তি হয় নি। সপ্তাহে একুশ ডলার মাইনে একজন নিগ্রো কল্পনাও করতে পারে না।

যা আমরা কল্পনা করতে পারি না বাস্তবে তাই পাচ্ছিলাম। এমন সুখের সময় কি আদর্শবাদ মনে রাখতে আছে ?

এক মাস কাজ করার পরই আমাকে সাপোর্ট করে একটি নূতন মতবাদের সৃষ্টি করলাম। মতবাদ সৃষ্টি করার কারণ ছিল। মায়ের সাদা মুখ যখনই দেখতাম তখনই মনটা আপনি দুঃখিত হত, ভাবতাম কতই অন্যায় করছি। বিবেক দংশনকে দাবাবার জন্য নূতন মতবাদের সৃষ্টি করতে হচ্ছিল।

অপরের রুটি ছিনিয়ে নেবার যে থিসিস্ আবিষ্কার করেছিলাম সেটা নিয়ে আলোচনা করতাম। আমার কেনা কাফির পেয়ালাতে চুমুক দিয়ে, চেষ্টারফিল্ড সিগারেট মুখে লাগিয়ে সকলেই থিসিস্ সমর্থন করত, কিন্তু যারা নিজের পয়সা দিয়ে কাফি কিনত তারা যখন আমার দিকে তাকাত তখন প্রাণটা কাঁপত, কি জানি কোন্ সময় এরা আক্রমণ করে। আমার শরীরে কি কম শক্তি ছিল? শরীরে শক্তি থাকলে কি হবে, মনের শক্তি কয়েকটি মুদ্রার বিনিময়ে হারিয়ে ফেলেছিলাম।

আমার বয়স তখন ষোল বৎসর। ক্ষুধা বেশ হত, প্রথম মাস কাটিয়ে দিলাম শুধু খেয়ে। রাতে যখন শুয়ে থাকতাম তখন একটি স্বপ্নও দেখতাম না, এক ঘুমে রাত শেষ হত। সকালে উঠেই কাজের চিন্তা করতাম। কি করে আরও ভাল কাজ করতে পারব, কোম্পানী লাভবান হবে সে চিন্তা, কাজ পাওয়ার চিন্তা নয়। প্রথম মাসেই দুই পাউণ্ড ওজন বেড়ে গেল। আমার মুখের দিকে যখন আমি চাইতাম বেশ ভাল লাগত। লাবণ্য বেশ বেড়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় মাসের প্রথম সপ্তাহে একটি রিষ্টওয়াচ কিনে ফেলি। রিষ্টওয়াচ হাতে দেবা মাত্র হাতের শোভা বেড়ে গেল। নিজের হাত নিজেই দেখতাম আর ভাবতাম কি সুন্দর! ঘড়িটা যখন টিক্ টিক্ করত তখন মনে

হত আমার হাতের পাল্‌স যেন টিক্‌ টিক্‌ করে আমার স্বাস্থ্যের সংবাদ জানাচ্ছে।

ইতিমধ্যে দুই একটি গার্ল ফ্রেণ্ডও জুটে গেল। গার্ল ফ্রেণ্ডদের মধ্যে একটিও অর্দ্ধ নিগ্রো অথবা বর্ডার লাইনার ছিল না। সকলেই শ্বেতকায় আমেরিকান্‌। এদের সংগে চলাফেরা করতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছিল। এরা হল একেবারে Man of action, এদের ভয়ের কোন কারণ ছিল না, প্রাণ নিয়ে পালাতে হবে আমার। দেখতে দেখতে দ্বিতীয় মাসও কেটে গেল। তৃতীয় মাসের প্রথম সপ্তাহেই শুনতে পেলাম পূর্বের সেলসম্যানদের সংগে মীমাংসা হবার সম্ভাবনা হয়েছে, মাসের শেষেই হয়ত তারা কাজে যোগ দেবে।

দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রথম দিকেই শুনতে পেলাম নব নিযুক্ত সেল্‌সম্যানদের মধ্যে যদি কেউ আন্‌-আমেরিকান থাকে তবে তাকে চাকরি হতে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। সেজন্য প্রত্যেকেরই বার্থ সারটি-ফিকেট তলব করা হল। জানতাম আমার জন্ম হারলামে হয়েছে, কোন মতেই আন্‌-আমেরিকান প্রমাণ করতে পারবে না। মায়ের কাছ থেকে বার্থ সারটিফিকেট যখন চাইলাম তখন মা বার্থ সারটিফিকেট চাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। মায়ের কাছে বার্থ সারটিফিকেট নেবার কারণ যখন বললাম তখন মা বললেন "সত্বরই তোমার চাকরি খতম হবে, ভালই; অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবে। বুঝতে পারবে একজন বর্ডার লাইনার কোন মতেই আমেরিকান্‌ হতে পারে না। খৃষ্টধর্ম পরিত্যাগ করে চীনা ধর্ম গ্রহণ করতে পার; মহামদেন হতে পার, কিন্তু বর্ডার লাইনার হয়ে আমেরিকান্‌ হতে পার না। ধর্মগুলি মানুষ ইচ্ছামত গড়েছে, বর্ডার লাইনার হয়েছে প্রাকৃতিক প্রতিক্রিয়া; আপনি ঘটে কেহই ঘটায় না। আবার যখন কিছু ঘটে

যায় তখন সেই অবস্থার পরিবর্ত্তনও হয় না। পরিবর্তন হয় রূপান্তর হয়ে। তুমি যখন মরে যাবে তখন তোমার শরীর নানারূপ জিনিষে পরিবর্ত্তিত হবে, সেই জিনিষগুলির অন্য নাম হবে যেমন মাটি, চুনা পাথর ইত্যাদি। তখন সেই জিনিষগুলিকে কেউ উইলী বলবে না। উইলী তোমার ভালই হবে, তোমার জ্ঞান হবে, ভবিষ্যতে তুমি নূতন পথ খুঁজে বের করতে পারবে। তোমার চাকরী, চলে যাওয়াই ভাল।"

মায়ের কথাগুলি মোটেই ভাল লাগল না। পরের দিন বার্থ-সারটিফিকেট নিয়ে অফিসে গেলাম। লেবার আফিসার এলেন। প্রত্যেক মজুরকে নানারকম প্রশ্ন করলেন। প্রত্যেকের দিকে সন্দেহ পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন ; এক জন চেকোশ্লোভাকিয়ার লোক সবে মাত্র আমেরিকার নাগরিক হয়েছিল। সে ত চোখের জল মুছেই অস্থির, তারপর বলতে আরম্ভ করল, "হুজুর তিন বৎসর পূর্বে এদেশে এসে সবে মাত্র আমেরিকার নাগরিক হয়েছি, আমাকে তাড়াবেন না। আমার যদি চাকুরী যায় তবে নাগরিকত্ব হারাব।" অফিসার তর্জন গর্জন করে বল্লেন, "সরকারী কর্মচারী তোমাকে রক্ষা করবেন বলে আদেশ দিয়েছেন, তুমি তা পাবে।" তারপর অন্যান্য মজুরদের পরীক্ষা করা হল। এর পরই আমাদের পালা। আমরা পাঁচ জন। সকলেই বর্ডার লাইনার। সর্বপ্রথমই অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি আমেরিকান্ ?

নিগ্রোরা আমেরিকান্ নয়, শুধু নিগ্রো। আমি জানতাম অনেক-বারই আমাকে আমেরিকান্ বলে গ্রহণ করার পর বর্ডার লাইনার (অর্থাৎ আর একটু হলেই আমেরিকান হতাম) জানতে পেরে শুধু অপমান করেই ছেড়ে দিয়েছিল, এবার বোধ হয় খুব করে

মারবে। সেজন্য বললাম আমি ত আমেরিকান্ রূপে চাকরি পাইনি। আমার জন্ম হারলামে, এই এক মাত্র অধিকারে চাকরিতে ঢুকেছিলাম। আমার জাত যে কি আমিও জানি না, হুজুরের ইচ্ছামত আমার জাত নির্ণয় করুন।

এর পর আর কিছুই বলতে পারি না। যখন জ্ঞান হল তখন দেখলাম আমি একটি নিগ্রো হাস্‌পাতালে শুয়ে আছি। শরীরে খুবই ব্যথা; এক গ্লাস জল চাইলাম। নিগ্রো নার্স এক গ্রাস জল আমার মুখে ধীরে ধীরে ঢেলে দেবার সময় বললেন, "দাঁড়কাক হয়ে ময়ূরপুচ্ছ পরলে যা হয় তোমার তাই হয়েছে। আমরা তোমাকে ঘৃণা করব না, সেবা করতেও কসুর করব না। তুমি সত্বরই আরাম হবে। জল খেয়ে চোখ বুজতে যাচ্ছি অমনি সময় এক জন আমেরিকান্ ডাক্তার সিরিঞ্জ হাতে করে আমারই দিকে আসছিল। লোকটাকে দেখেই যমের অগ্রদূত মনে হল। তবুও ইন্‌জেকসন্ নিলাম। উপায় নেই। হারলামে জন্মেছি, সঠিক আমেরিকান্ হয়ে জন্মাতে পারিনি সেজন্য আমেরিকান্‌রা নিগ্রো হতেও আমাদের বেশি ঘৃণা করে। এর পরে যখন জ্ঞান হল তখন আমি আমার মায়ের কাছে ছিলাম। মা আমাকে নিজের ঘরে নিয়ে এসেছিলেন, কারণ তিনি জানতেন আমার মত অনেক বর্ডার লাইনারকে আমেরিকান্ ডাক্তাররা হত্যা আরম্ভ করেছিল।

আমার চিকিৎসা করতেন এক জন ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্। তিনিও অর্দ্ধ নিগ্রো। তাঁর মা ছিলেন নিগ্রানী। কিন্তু তাঁর পিতা ইণ্ডিয়া হতে তাকে ডাক্তারী পাশ করিয়ে এনে আমেরিকাতে নিগ্রোদের সাহায্যে পাঠিয়েছিলেন। সেই ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্ ডাক্তারের দয়ায় ছয় মাস পর অনেকটা আরাম হয়েছিলাম। তারপর আরও ছয় মাস বিশ্রাম করি।

এর পরে নূতন জীবন নিয়ে যখন সংসারে অবতীর্ণ হই তখন থেকে শ্বেতকায়দের সংশ্রবে যাইনি।

মায়ের শরীরও খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। ডাক্তার বলছিলেন, গনকোকাস্ যার রক্তের সংগে মিশে গিয়েছে তাঁর কোন ঔষধে কাজ করবে না। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ব্যবস্থা করতে হবে। হোমিও-প্যাথিক ডাক্তারের ফি খুবই বেশি, যদিও ঔষধের দাম অনুপাতে সস্তা। সেজন্য সব কিছু পরিত্যাগ করে মায়ের সাহায্য করবার জন্য যা সামনে পেয়েছিলাম তাই গ্রহণ করতে হয়েছিল।

ক্রাইম্। আমার মন পাপ-পথে ধাবিত হল। শুধু অর্থ উপার্জন আমার লক্ষ্য ছিল না, শ্বেতকায়দের প্রতি প্রতিশোধ নেওয়াও আমার কর্তব্যের মধ্যে এসেছিল। কিন্তু যখনই সময় পেতাম তখনই হোমিওপ্যাথিক পুস্তক পড়ে মায়ের জন্য ঔষধ কিনে আনতাম এবং মাকে ঔষধ খেতে দিয়ে বেশ শান্তি পেতাম।

আমাকে যারা নিযুক্ত করেছিল পাপ কার্যে—তারা সকলেই ছিল আমেরিকান্। এক দিন সকালের দিকে একটা আমেরিকান্ আমার হাতে দুই শত ডলার দিয়ে বললে, "উইলী তোমাকে একটি সাহসের কাজ করতে হবে। ডলারগুলি তোমার মায়ের হাতে দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে এস।"

নিগ্রোদের পক্ষে দুই শত ডলার একত্রে দেখা মহা পুণ্যের ফলে হয়। মায়ের হাতে দুই শত ডলারের নোট দিয়ে বল্লাম, "মা আজ এত গুলি নোট দিয়েছে একটি সাহসের কাজ করার জন্য। ডলারগুলি রেখে দাও, অন্তত ছয়টি মাস আরামে কাটাতে পারবে।"

টাকাগুলি রেখে দিয়ে মা বললেন, "উইলী, শ্বেতকায় আমাদের শত্রু, তাদের দুষ্ট শিক্ষার প্রভাবে তাদের নিজের লোককেও

অত্যাচার করতে ছাড়ে না। টাকার জন্য শিশু হত্যা, বৃদ্ধ হত্যা, সবই করে, তুমি কিন্তু ওসবে যেয়ো না। বুঝলে উইলী? ঈশ্বরে আমার বিশ্বাস নেই, যদি বিশ্বাস থাকত তবে বলতাম তাঁরই নামে তুমি প্রতিজ্ঞা কর এসব কাজ করবে না।"

মা যখন বলছিলেন ঈশ্বরের কথা তখন মাকে বল্লাম, "ঈশ্বর-ফিশ্বর এসব শ্বেতকায়দের একচেটিয়া সম্পত্তি। শোন মা, তুমি আমার মা, কোনো শ্বেতকায় তোমাকে ভুলেও মা বলবে না। তোমার নামে শপথ করছি, নরহত্যা দূরের কথা, মানুষের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করব না, এতে কি তুমি সুখী হবে?"

হাঁ উইলী এই যথেষ্ট, এখন তুমি যেতে পার।

সে দিন বিকালবেলা আমাকে একটি পেভ্‌মেণ্ট রুমে ঢুকিয়ে দেবার পূর্বে একটি পিস্তল এবং এক খানা ছুরি হাতে দিয়ে পাপীদের দলের একজন আমেরিকান্ বলেছিল, "খতম করে শরীরটা একটি বাক্সে পুরে হাড্‌সন্ নদীতে ফেলে আসবে। এসব কাজ তোমাদের জন্য রিজার্ভ।" শুয়রের বাচ্চা আমেরিকান্‌টাকে তখনই হত্যা করতে ইচ্ছা হচ্ছিল, কিন্তু নরহত্যা করব না আমার প্রতিজ্ঞা ছিল। শ্বেতকায়টা চলে যাবার পরই মনে হল, "এটা ত মানুষ নয়, একে হত্যা করলে আমার প্রতিজ্ঞাতে কোনরূপ কলঙ্ক পড়ত না। দেখাই যাক কাকে হত্যা করতে নিযুক্ত করেছে"।

রুমটাতে প্রবেশ করেই সুইস টিপে দিলাম। রুমের এক পাশে একটি সাত আট বৎসরের মেয়ে হাত পা বাঁধা অবস্থায় মেজের ওপর পড়েছিল। মেয়েটির সোনালী চুল, মুখ খানা রক্তশূন্য হওয়ায় মারবেল পাথরের মত সাদা দেখাচ্ছিল। মুখে রুমাল গোঁজা। চোখ দুটি জল জল করছে, এক ফোঁটা জলও পড়ছে না তার চোখ হতে।

পরনে মামুলী হাফপ্যাণ্ট, গা খালি, বুকটা ধড়ফড় করছে। তাড়াতাড়ি করে মুখ হতে রুমালটা বের করেই বল্লাম, চুপ; জল খাবে খুকী, লক্ষ্মী আমার? খুকী কিছুই বললে না। পাশের কল হতে জল এনে খুকীর নাকে মুখে দেওয়াতে সে একটু সুস্থ হল। একটু জলও খেল, তারপর অস্ফুট স্বরে বললে, "ও মা—ও মাগো, ও মা—ও মাগো।" তার মা মা বুলি আমার প্রাণে এমন একটি ধাক্কা দিয়েছিল যে, মেয়েটির করুণ চাহনি সহ্য করতে পারছিলাম না।

হাত পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে সে স্থানে একটু মাসাজ করার পর খুকী দাঁড়াল। দাঁড়িয়েই বললে, তোমার চাকুটা ফেলে দাও বড্ড ভয় করছে। মারতে হয় চোখ বেঁধে গুলি কর, আমি কাঁদব না। তারপরই খুকী ও-মা, ও-মাগো বলে ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করল।

চিন্তা করে দেখলাম এই অবস্থাতে খুকীকে আদর করা অন্যায়। খুকীকে বল্লাম, "খুকী যদি বাঁচতে চাও তবে আমার মা আছেন, তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাব।

খুকীর জ্ঞান হল, সে বললে যা ইচ্ছা তাই কর, আর কাঁদব না।

খুকীকে বল্লাম, ঐ বাক্সটাতে শুয়ে পড়ো, আমি বাক্সটার মুখ এমনি ভাবে বন্ধ করব যাতে তোমার দম বন্ধ না হয়। খুকী বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল আমি তাকে হত্যা করব না, সেজন্য সে তাড়াতাড়ি করে বাক্সে শুয়ে পড়ল। আমিও সামান্য খড় বিছিয়ে দিয়ে বাক্সটা মামুলীভাবে বন্ধ করে পিঠে ওঠালাম এবং ঘর হতে বের হয়ে এক খানা নিগ্রো ট্যাক্সি ডেকে সোজা বাড়িতে গেলাম।

আমাদের বাড়িটা তিন তলা। বাক্স নিয়ে তিন তলায় উঠতে বেশ কষ্ট হল বটে কিন্তু যখন বাক্স খুলে খুকীকে বের করে মায়ের

কাছে দিয়েছিলাম এবং খুকী আমার মায়ের হাটুর ওপর তার মুখ রেখে কাঁদছিল তখন আমার কত আনন্দ। সেই যা আনন্দ জীবনে কখনও ভুলব না। খুকী আমার মায়ের কাছে মুখ রেখে যখন কাঁদছিল তখন আমি আনন্দে নেচেছিলাম। আজ আমার জীবন সার্থক, একটি জীবন রক্ষা করতে পেরেছি। খুকী শ্বেতকায়, হয়ত সে বড় হয়েই আমাকে, আমার জাতকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করবে। হয়ত সে আমার জাতের নির্বংশ হবার কামনা করবে। তার ইচ্ছামত আমার জাতের সর্বনাশ কামনা করুক কিন্তু আমার জাত ধ্বংস হবে না, হবে তারই জাত নিশ্চিহ্ন। খুকীকে বললাম, এখনও তুমি নিশ্চিন্ত নও খুকী, তোমার মা বাবার ঠিকানা আমার মায়ের কাছে বল, তিনিই তোমাকে তোমার মা বাবার কাছে পৌঁছে দেবেন। এখন আমি অন্য রুমে যাই, তুমি ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দাও। আমার মা এখনই তোমাকে কিছু খাবার দেবেন।

অন্য রুমে আমি থাকতাম। সে রুমটাতেই আমার পরিচিত বন্ধু বান্ধবরা আসতেন। যে পশুরা আমাকে এই মেয়েটিকে হত্যা করতে নিয়োজিত করেছিল সেই পশুরাও আমার রুমে আসত। রুমে বসে থাকা ভাল মনে করলাম না। বাথ্‌রুমে প্রবেশ করে বাথ্‌ টাব্‌ জলে ভর্তি করে অনেকক্ষণ শুয়ে রইলাম। মনের উত্তেজনা, শরীরের ক্লান্তি চলে গেল। তারপর আমার কাকার বাড়ি ব্রঞ্জের দিকে রওয়ানা হলাম। জানতাম্‌ যা বর্তমানে খুকীর কোন অনিষ্ট হবে না। নিশ্চিন্ত মনে কাকার ঘরে গল্প গুজব করছিলাম। কাকা সংবাদ পত্র দেখিয়ে বললেন, "উইলী দেখো একটি ধনী লোকের মেয়েকে ডাকাতের দল চুরি করে নিয়ে গেছে। তাঁর মেয়েকে যে উদ্ধার করে দিতে পারবে তাকে

তিনি পঞ্চাশ হাজার ডলার পুরস্কার দেবেন। মজার বিষয় হল বিজ্ঞাপন বের হয়েছে "দৈনিক আয়নাতে"। জানইত সংবাদ পত্রটি কাদের ?

সব জানি কাকা, এসব হল তোমাদের চিন্তনীয় বিষয়। আমরা হলাম নিগ্রো। নিগ্রোদের পক্ষে এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করাও অন্যায়। তোমরা ধনী, তোমরা আমেরিকান্। আমরা দরিদ্র এবং নিগ্রো। এই ত তোমার জানা হতেই আমার চাকরী গেল, তারপর ডাক্তার বিষ ইন্জেকসন করেছিল। বেঁচে গেলাম ভারতীয় ডাক্তারের অনুগ্রহে। আর না, তোমাদের কথা তোমরাই ভাব।

কাকা অবাক হয়ে বললেন, এরূপ কথা ত তোমার মুখ থেকে বের হয় নি উইলী. তোমার বাবা প্রতিহিংসা পরায়ণ লোক ছিলেন না। দরিদ্র নিগ্রোদের সাহায্য করতে গিয়েই মারা পড়েছেন। আমি তাঁর শত্রুতা করেছি কিন্তু তিনি কখনও আমার বিরুদ্ধাচরণ করেন নি। তুমি তাঁরই ছেলে। মনটাকে উদার কর। মরতেও আনন্দ পাবে। তোমার বাবাকে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলাম। তিনটা গুলি তাঁর শরীরে লেগেছিল। শরীর সবল ছিল বলেই দুঘণ্টা বেঁচে ছিলেন। মরবার পূর্বেও আমাকে বলেছিলেন, "যদিও মৃত্যু যন্ত্রণা আমাকে কষ্ট দিচ্ছে তবুও যখনি মনে হয় আমি একটি পরিবারকে রক্ষা করেছি, মা, ছেলে এবং ছেলের বাবাকে বাঁচিয়েছি তখন এমন একটি আনন্দ পাই যা শরীরের যন্ত্রণা ভুলিয়ে দেয়। এখন তুমি যাও, আমার মৃত্যু সময় এসে পড়েছে, শান্তিতে মরতে দাও।" এই ছিল তোমার বাবার শেষ কথা, আর তুমি আমেরিকান্ এবং নিগ্রো নিয়ে চিন্তা করছ, মনে কর তুমি নিগ্রো, তা বলে কি তোমার কোনও কর্তব্য নাই।

একদিকে খুকীর মা মা বলে কান্না, অন্যদিকে সাম্প্রদায়িকতার বিষ আমার মনকে দোটানা করে তুলেছিল। যখনই শ্বেতকায় আমেরিকান্-

দের অত্যাচারের কথা মনে হ'ত তখনই নিগ্রো জাতের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে চিন্তিত হয়ে পড়তাম। আবার যখন উভয় সম্প্রদায়ের দৈন্যতার কথা ভাবতাম তখন মনের কোণে এক টুকরা সাদা মেঘ দৌড়া-দৌড়ি করত।

কাকার বাড়ি থেকে ফিরছিলাম। হঠাৎ মনে হল একখানা "দৈনিক আয়না" কিনে নেই, দরকার হলে মেয়ের বাবাকে সংবাদ দিতে পারব। বাস হতে নেমে পড়লাম টাইস স্কোয়ারের কাছে। একটু দূরেই একটি সংবাদপত্রের ষ্টল। ষ্টল থেকে সংবাদপত্র কিনেই আবার বাসে উঠলাম। আড্ডায় যেতে ইচ্ছা হল না, সোজা ঘরে এসে মায়ের সংগে দেখা করলাম। দেখলাম খুকী খেয়ে শুয়েছে মায়ের পাশে। মা বললেন, "দুটো লোক তোকে খুঁজতে আসছিল। তাদের আমার ঘরে ঢুকতে দিইনি, বলে দিয়েছি তুই কোথায় চলে গেছিস্।

ভাল করেছ, এখন ঘরে থাকা চলবে না। অন্যবার কেউ যদি আমার খোঁজ করতে আসে তবে বলে দিও অন্যত্র চলে গেছি। কখন ফিরব সে কথা তুমি জাননা।

নিজের ঘর থাকতে হোটেলে কেউ থাকতে চায় না। তবুও হোটেলে যেতে হল। সাদা পাড়ার হোটেলে গেলাম। হোটেলে শুতে হলে নাম লিখাতে হয়। নিজের নাম গোপন করে অন্য একটি সুন্দর নাম লিখলাম। ইংলিশ নাম সকলেই পছন্দ করে। ইংলিশ নামই লিখ্লাম। তারপর গেলাম রুমে। রুমটা বেশ ভাল। পঁচিশ সেন্ট দৈনিক ভাড়া। রুমে প্রবেশ করে ভেতর থেকে রুমটা বন্ধ করে দিয়ে পত্র লিখতে বসলাম। যার মেয়ে হারিয়েছে তার ঠিকানা সংবাদ পত্রেই ছিল। সর্বপ্রথম এনভেলাপ্ নিয়ে শিরোনামা লিখলাম। তারপর পত্রে কি লিখব তাই অনেকক্ষণ ভেবে ঠিক করলাম যা ঘটেছে

তাই লিখব। চিন্তা অনুযায়ী কাজ করে বিয়ারিং চিঠি পোষ্ট বক্সে ফেলে দিয়ে আসলাম। আমার ঠিকানা দিলাম না।

আমেরিকার লোক নামের জন্য উন্মত্ত। টাকা চায় না বলা চলে না। যেমন নাম চায় তেমনি টাকাও চায়। আমার নামের মোহ ছিল না। টাকারও বিশেষ প্রত্যাশী ছিলাম না। আমি হলাম বর্ডার লাইনার। নিগ্রোও নই আবার শ্বেতকায়ও নই। দুর্ভাগা যদি পৃথিবীতে কেউ থাকে তবে আমরা। আমাদের টাকার দরকার হয় কিন্তু যাদের ভবিষ্যৎ বলতে কিছু নেই। আমাদের উচ্ছৃঙ্খল জীবনই কাটে। সেলস্‌ম্যানের কাজ হতে বরখাস্ত হবার সময় মার খাবার পর থেকে, উচ্ছৃঙ্খলতা চলে গিয়েছিল। ধীরে সুস্থিরে কাজ করার অভ্যাস হয়েছিল, কিন্তু আমেরিকান্‌টার কাছে পত্র লেখা অন্যায় হয়েছে মনে হল। পত্র পোষ্ট করেছি, ফিরে পাবার উপায় নাই, যদি পথের পাশের পোষ্টবক্স ভেঙ্গে ফেলি তবেই ভুল শোধরাতে পারে। তা করার অধিকার আমার নাই। রাষ্ট্র বিপ্লবের সময়ই শুধু পোষ্ট আপিসের উপর অত্যাচার করা চলে, অন্যথায় কোন মতেই পোষ্ট বক্স নষ্ট করা চলে না। পোষ্ট বক্স হতে চিঠি না আনলে হয়ত বিপদ আসতে পারে, মৃত্যুও হতে পারে। হউক মৃত্যু, আসুক বিপদ, তা বলে কি সমাজের বিরুদ্ধাচরণ করা চলে!

রাত তিনটার সময় ঘরে ফিরে এলাম। খুকী তখন ঘুমোচ্ছিল। আমাকে দেখেই মা জিজ্ঞাসা করলেন, এমন ত কিছু ঘটেনি, তোমার ফিরে আসার কারণ কি? মায়ের কাছে সকল কথা খুলে বল্‌লাম। তিনি আশ্বাস দিয়ে বললেন, এতে কি হতে পারে? যা করেছ ভালই হয়েছে, এখন মেয়েটাকে তার মায়ের কাছে পৌছাতে পারলেই হল।

সে কথাই ভাবছি মা, আমরা হলাম নিগ্রো। আমেরিকানরা কি

আমাদের কথা বিশ্বাস করবে? নিগ্রোরাই ত হত্যার কাজ করে, আমেরিকানটার কথায় মনে হল। আমেরিকানটা বলে ছিল, "এসব হত্যার কাজ তোমাদের জন্যই সংরক্ষিত।" যেন তারা হত্যা করতে জানে না। ডাক্তার হয়ে আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল, এর পরেও কি বুঝতে বাকি থাকে শ্বেতকায়দের মত পিশাচ দুনিয়াতে আছে? ভয় হচ্ছে আমাকেই বা শ্বেতকায়রা মেয়ে-চোর রূপে কোর্টে হাজির করে?

মা এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন, বিছানা হতে উঠলেন এবং বললেন, "কাপুরুষ হয়োনা উইলী, বীরের মত মরতে প্রস্তুত হও। মৃত্যুই হল জীবনের লক্ষ্য, ঘাবড়ে যেওনা। আমেরিকার শ্বেতকায় তোমার সাহসের প্রশংসা না করতে পারে কিন্তু তুমি ত তোমার কাজের জন্য তৃপ্ত হয়েছ। যে কাজে মরণের সময়ও শান্তি পাওয়া যায় সেই কাজে আত্ম নিয়োগ কর। আমি বলছি তোমার ভয়ের কারণ নেই। তুমি যে হোটেলে ছিলে সেই হোটেলে চলে যাও। কাল সকালে মেয়েকে তার মায়ের কাছে পৌছে দেব। সংবাদপত্রে মেয়ে সম্বন্ধে নিশ্চয় কিছু সংবাদ বের হয়েছে।

আমি পকেট থেকে দৈনিক আয়না মায়ের হাতে দিয়ে বললাম এখানেই ঠিকানা লিখা আছে। যা ইচ্ছা তাই কর মা, আমাকে ঘাটিও না ; আমার মাথা বিগড়ে গেছে।

কেন তোমার মাথা বিগড়ে গেল উইলী?

মেয়েটিকে দেখিয়ে বললোম, "নরাধমরা এই মেয়েটিকে হত্যার ভার আমার উপর ন্যস্ত করেছিল। এর "ওমা—ও মাগো" করুণ চিৎকার সব সময় আমার মনে আঘাত করছে। কত নিগ্রো শিশু "ওমা, ওমাগো" বলে প্রাণ হারাচ্ছে হিসাব রাখ মা? আমি তার

হিসাব করতে চাই, আমি চাই শ্বেতকায়দের সংগে এর মীমাংসা করতে যাতে নিগ্রো শিশু ছাগ শিশুর মত হত্যা না হয়।

হাঁ, সে হিসাব নিকাশ ত ভাল কথাই, কিন্তু উন্মত্ত হলে চলবে না, মাথা ঠিক রেখে কাজ করতে হবে। এই ত তোমার কাজের আরম্ভ হল, এখনই যদি রণে ভঙ্গ দাও তবে তোমার জাতের উন্নতি কি করে হবে? এখন কাজের কথায় আসা যাক উইলী, আপাতত তুমি নর-ঘাতকের সংগে দেখা কর না, মেয়েটার ব্যবস্থা করি তারপর নর পশুদের সংগে দেখা করতে পারবে, বুঝলে উইলী।

হাঁ মা তাই হবে।

উইলী চলে যাবার পর উইলীর মা পুনরায় শুলেন, কিন্তু তার ঘুম হল না। বয়স অনুযায়ী উইলীর মাকে একটু বেশি বয়সের মনে হত কিন্তু কার্যকারণে তিনি অকালে বৃদ্ধা হয়েছিলেন। এই স্ত্রীলোকটিরও ইতিহাস ছিল। তাঁর নাম ছিল লেনা। যখন লেনার বয়স আঠার, তখন তাঁকে কতকগুলি লোক চুরি করে তাকে নিউইয়র্কে নিয়ে আসে। চুরি করা মেয়েদের ভাড়া দিয়ে অর্থ উপার্জন করাই ছিল এদের পেশা। সহরের বড় বড় ধনীরা এই মেয়েদের দু-একমাস করে ভাড়া নিয়ে উপভোগ করত। লেনাকেও ভাড়া দেওয়া হয়েছিল। লেনা অর্দ্ধ নিগ্রো এবং অন্যান্য যারা আটক ছিল সকলেই ছিলেন শ্বেতকায়। শ্বেতকায়দের মধ্যে নানা জাতের যুবতী ছিলেন। ফ্রেঞ্চ, রুশিয়ান্, পোলিস, গ্রীক্ এবং আমেরিকান্দের সংখ্যাই বেশি। অর্দ্ধ নিগ্রো যুবতী কেউ ছিল না। লেনাই ছিলেন প্রথম আমদানি। যারা স্বদেশ এবং বিদেশ হতে সুন্দরী যুবতী চুরি করে সংগ্রহ করত তারা কখনও শ্বেতকায় ছাড়া অন্য কোন জাতের যুবতীকে অপহরণ করত না। কোনও এক ধনীর খেয়াল বশত লেনাকে আনা হয়।

স্ত্রীলোকদেরও কতকগুলি বিশেষত্ব আছে। যারা সভ্য সমাজে জন্ম নিয়েছেন এবং বর্দ্ধিত হয়েছেন তাঁরা পোষ মানেন তাড়াতাড়ি কিন্তু যারা কম সভ্য সমাজে জন্ম নিয়েছেন এবং অশিক্ষিতদের মধ্যে বর্দ্ধিত হয়েছেন তারা সহজে পোষ মানেন না। তাদের কাছে কর্তার ইচ্ছায় কর্ম হতে পারে না। অনেক সময় দেখা যায় অশিক্ষিত যুবতী আত্মসম্মান বজায় রাখার জন্য আত্মাহুতি দেন অথবা প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। আরব দেশের জিপ্‌সী স্ত্রীলোককে আরবরা হরণ করতে ভয় পায়। চার সন্তানের মা হয়েও সন্তান সমেত স্বামীকে হত্যা করেছেন এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। আফ্রিকায় অনেক নিগ্রো রমণী দেখা যায় যাঁরা কখনও পুরুষের বশ্যতা স্বীকার করেন না। সমাজ তাদের পায়ের তলায় আধমরা হয়ে পড়ে থাকে। লেনার প্রকৃতিও অনেকটা সে রকমের। পুরুষকে সহায় করে সমাজে স্থান করার প্রবৃত্তি লেনার ছিল না। লেনা দেনার খাতায় কখনও নাম লেখান্ নি।

লেনার জন্মভূমি ছিল পুর্তরিকো। যদিও পুর্তরিকো আমেরিকানদের কলোনী তবুও সেখানকার লোক ভিন্ন প্রকৃতির। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই খেটে খায়, সেজন্য তাদের জীবনযাত্রার প্রণালী স্বাধীন। সেখানকার স্ত্রীজাতি স্বামীর খোসার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করে না। যে মেয়ের মা বাবা উভয়ই স্বাধীন সেই মেয়ে কি করে দস্যুদের বশ্যতা স্বীকার করতে পারে? লেনাকে অনেক প্রলোভন দেখান হয়েছিল, স্ত্রীলোকদের মনাকর্ষণ করার যত রকমের উপায় সবই অবলম্বন করা হয়েছিল, কিন্তু কিছুতেই লেনা বশ্যতা স্বীকার না করায় দস্যুরা যা করে লেনার প্রতিও তাই করেছিল।

লেনা প্রতিহিংসা পরায়ণা নারী। প্রথমত তিনি ওদের বশ্যতা

স্বীকার করতে বাধ্য হন কিন্তু যখন থেকে তাঁর মনে প্রতিশোধের চিন্তা জেগে উঠে তখন থেকেই তিনি কি করে প্রতিশোধ নেবেন সে কথাই চিন্তা করতে থাকেন। দু বৎসর ওদের হাতে বন্দী থাকার পর উইলীর বাবার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। উইলীর বাবা লেনাকে মুদ্রার বিনিময়ে কিনতে চান। ডাকাতের দল লেনাকে বিক্রি করতে রাজি হয় নি। অবশেষে উইলীর বাবা নারী ব্যবসায়ীদের পুলিশের হাতে সমর্পণ করা ছাড়া উপায়ান্তর দেখতে পান নি। উইলীর বাবা জানতেন আমেরিকার গুণ্ডাদের সংগে বিবাদ করার মানে কি। সেজন্য লেনাকে একদিন জিজ্ঞাসা করেন, "লেনা তোমাকে যদি আমি মুক্ত করি এবং ডাকাতের দল আমাকে হত্যা করে তখন তুমি কি করবে?"

আমাকে মুক্ত করার পর যদি দুমাস বেঁচে থাক তবে আমিও এমন দল গঠন করতে পারব যাতে কোন ডাকাত তোমার শরীরে হাত দিতে পারবে না।

সে ক্ষমতা যদি তোমার থাকত তবে পুর্তরিকো হতে এরা তোমাকে চুরি করে আনতে পারত না।

লেনা কি বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু কি চিন্তা করে মুখ বন্ধ করে আবার বলতে আরম্ভ করলেন, "বোধ হয় পুর্তরিকো দ্বীপে আমিই প্রথম চুরি হয়েছি, ভবিষ্যতে যাতে পূর্তরিকোতে কোনও স্ত্রীলোক চুরি না যায় তারই ব্যবস্থা করব। আমাকে ওরা অতর্কিতে আক্রমণ করেছিল। আমার মনে হয় কামুকরা কখনও সাহসী হয় না, সেজন্যই তুমি আমাকে মুক্ত করতে নানা রকমের অবান্তর প্রশ্ন উঠিয়েছ।"

লেনা আমি ফ্রয়েডের সংগে একমত নই, কামই হল জীবনের উৎস, কামই হল সাহস, বুদ্ধি এবং বিজ্ঞান। এসব বিষয় তুমি আমাকে

বুঝাবার চেষ্টা করো না। আমি তোমাকে দুই এক দিনের মধ্যে মুক্ত করব। কিন্তু লেনা তুমি আমার শরীরে যে বিষ ঢুকিয়েছ তা হতে কি মুক্ত করতে পারবে?

এটা তোমার ভুল। তুমি আমাকে ছয় মাসের জন্য কিনেছিলে। যখন তুমি কামাতুর ছিলে তখনই এই দুষ্ট ব্যাধি শরীরে ঢুকেছিল। আমার মনে হয় উভয়ে যদি ছয় মাস পুর্তরিকোতে থাকি তবে অন্তত তুমি আরাম হবে, আমি আরাম হই কিনা সন্দেহ আছে।

লেনা এবং উইলীতে স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ স্থাপন হয়েছিল। স্ত্রীকে স্বামী পিঞ্জরাবদ্ধ রাখতে পারে না। মিষ্টার উইলী পুলিশের সাহায্য নিয়ে শুধু লেনাকে মুক্ত করলেন না, যতগুলি যুবতী আবদ্ধ ছিল সবাইকে মুক্ত করলেন। ডাকাত দলের অনেকে ধরা পড়ল; প্রত্যেকেই ছয় হতে দশ বৎসরের জন্য জেলে গেল।

দুষ্টদের শাস্তি হবার পর উইলীর বাবা পুর্তরিকো দ্বীপে চলে গেলেন। সেখানে ছয় মাস থাকার পর রোগমুক্ত হয়ে আমেরিকাতে চলে আসেন। লেনাও অনেকটা আরোগ্য হয়েছিলেন কিন্তু লেনা যে দুষ্ট রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন সেই রোগ হতে সহজে কেউ নিষ্কৃতি পেত না। উইলীর বিপদ হতে পারে সেই ভয়ে লেনাও তার সঙ্গে চলে আসতে বাধ্য হন। নিউইয়র্কে আসার পর লেনার রোগ অনেকটা আরোগ্য হয় এবং এর পরই আমাদের যুবক উইলীর জন্ম হয়।

উইলী পরিবার সুখে ছিলেন না। আমেরিকার ডাকাত ভয়ানক প্রতিহিংসা পরায়ণ সে কথা পূর্বে বলা হয়েছে। লেনা সে সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। লেনাও নূতন ডাকাত দল গঠন করে শ্বেতকায় ডাকাতদের সংগে অনবরত লড়াই করতে থাকেন। জয় পরাজয় উভয়

পক্ষেই অবশ্য ছিল। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট ডাকাত পর্যন্ত লেনার ভয়ে ভীত হয়েছিল। আমেরিকান্ রিপাবলিকের যেমন প্রেসিডেণ্ট আছেন, ঠিক সেরূপ ডাকাতদেরও প্রেসিডেণ্ট ছিল এবং বর্তমানেও আছে, ভারতীয় সংবাদপত্রে এসম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধও বের হয়েছে।

যদিও লেনা ডাকাতের দল গঠন করেছিলেন কিন্তু পরিচালনার ভার ছিল উইলীর উপর। ভাল মানুষ অসৎ সংগে পড়লে কিরূপ দুর্দ্দান্ত হয় তার প্রমাণ উইলী। তিনি নরহত্যা করতে একটুও চিন্তা করতেন না। উইলীর দুর্দ্দান্ত প্রতাপে প্রেসিডেণ্ট ডাকাত পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল। অবশেষে উভয় দলে সন্ধি হয়। সন্ধিতে নানা রকমের সর্ত ছিল, তার মধ্যে প্রথম সর্ত ছিল উইলী ডাকাতের দল ভেঙ্গে দেবেন এবং তাঁর দল ভেঙ্গে দেবার পর কোনও ডাকাত তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করবে না। যদি কোথাও কাউকে ডাকাত আক্রমণ করে তবে আক্রান্ত লোককে কোনরূপ সাহায্য করতে পারবেন না। লেনা ডাকাতদের সর্ত স্বীকার করেন, উইলী নীরব ছিলেন।

উইলী পরিবার এবার নূতন পথে অগ্রসর হলেন। নিজেদের এক মাত্র পুত্র সন্তান পিটার উইলীর শিক্ষা, পৃথিবীর রাষ্ট্রনৈতিক তথ্য, ইউরোপের ওলট পালট এসব নিয়েই লেনা এবং উইলী চর্চা করে সময় কাটাতেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই উইলী এবং লেনা বুঝতে পেরেছিলেন আমেরিকার ধনতন্ত্রবাদই আমেরিকান্দের শত্রু। এই শত্রুকে হটাতে না পারলে আমেরিকান্রা কোনও মতে সুখী হতে পারবে না। পুত্র স্নেহে অন্ধ হয়ে উইলী আরও বুঝতে পেরেছিলেন, পিটারের মত ছেলে আমেরিকাতে কোন মতেই আর্থিক স্বাধীনতা পাবে না। আর্থিক স্বাধীনতা না পেলে পিটার কখনও সুখী হবে না। শুধু

পিটার নয়, আমেরিকার যত অশ্বেতকায়, যারা দ্বাদশ ঘণ্টা কাজ করেও দু ডলার পায় না, তাদেরও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সুদূর পরাহত।

উইলী যখন এই প্রকারের চিন্তায় রত ছিলেন তখন একদিন রাস্তার ওপরে ডাকাত পড়েছে শুনতে পান। অনেকেই ডাকাতদের আক্রমণ করার জন্য বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। উইলীও অন্যান্যদের সংগে এসে-ছিলেন। হঠাৎ তিন তলা হতে একটি বুলেট উইলীর তালু ভেদ করে চলে যায়। তিনি সেখানেই মারা যান।

লেনা উইলীর মৃত্যুর জন্য ডাকাত প্রেসিডেণ্টের কাছে কৈফিয়ৎ চান। ডাকাত প্রেসিডেণ্ট লোক মারফতে জানিয়ে দেয় "এটা দুর্ঘটনা মাত্র, ভেতরে যখন গুলি চলছিল তখন একটি মাত্র গুলি বাইরে আসে এবং সেই গুলিটা আচম্বিতে তারই স্বামীর মাথায় লাগে। এতে কারো কিছু বলার নেই।" এর পরে লেনার সাহায্যের জন্য ডাকাত প্রেসিডেণ্ট দশ সহস্র ডলার লোক মারফতেই পাঠিয়েছিল। লেনা সেই ডলার প্রত্যাখ্যান করে প্রেসিডেণ্ট ডাকাতদের জানিয়ে দেন, শত্রুতা সাধন ছিল এই ডাকাতির উদ্দেশ্য, যাহা হউক তাঁর স্বামীর মৃত্যুর প্রতিশোধ অথবা ডলার গ্রহণ করা হবে না।

কচি একটি মেয়ে চুরির পেছনে ডাকাতদের উদ্দেশ্য টাকা সংগ্রহ করা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ডাকাতদের একবার টাকা দিলে ডাকাতরা বার বার টাকা চায়, এটাই হল ডাকাতদের নিয়ম; সেজন্য কি পথ অবলম্বন করে মেয়ে এবং মেয়ের মা বাবাকে রক্ষা করা যায় সে কথাই লেনা ভাবছিলেন।

লেনার যৌবনের প্রথম থেকে অপহৃত মেয়েটিকে কাছে পাওয়া পর্যন্ত জীবনের ঘটনাগুলি একটার পর একটা করে ভেসে আসছিল। লেনা অনেকক্ষণ অতীত জীবনের ছবি দেখছিলেন। আমেরিকার

ডাকাত, আমেরিকার ধনী, আমেরিকার নরহত্যাকারী অনেকের সংগে লেনার পরিচয় ছিল, কিন্তু আজ লেনার শরীর যেমন ভেঙ্গে গেছে, হাতে অর্থও নিঃশেষ হয়েছে। তাড়াতাড়ি করে করার মত কিছুই ছিল না লেনার। লেনার চোখে জল আসছিল আর মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রয়েছিলেন, লেনার চোখে জল দেখে মেয়েটি কেঁপে উঠছিল। মেয়েটি ভাবছিল হয়ত লেনার ছেলে তাকে নিয়ে যাবে, হত্যা করবে তাকে, তার জীবনের শেষ হবে। সে লেনাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, "মামী আমার জন্যে একটুও ভেব না, শুধু তোমার ছেলেকে বলে দিও সে যেন আমাকে গুলি করে হত্যা করে। আমার বাবার কাছে ডাকাতেরা অনেক টাকা চেয়েছিল। তিনি দিতে পারেন নি বলে অনেক কেঁদেছিলেন, তাঁকেও বলেছিলাম গুলি করে আমাকে হত্যা করে ডাকাতদের কাছ থেকে রেহাই পেতে, তিনি তাতে রাজী হন নি। আচ্ছা মামী, বলতে পার টাকার জন্য মানুষ আমার মত কচি মেয়েকে কেন হত্যা করে ?"

চুপ কর খুকী, আমার ছেলে তোমাকে হত্যা করতে পারবে না, তুমি সত্বরই মুক্তি পাবে, ভাবছি তোমাকে, তোমার মা বাবাকে, কি করে মুক্ত করা যায়। এই যে পুতুলটা আছে তাই নিয়ে তুমি খেলা কর, আমাকে ভাবতে দাও।

আচ্ছা মামী তুমি ভাব, আমি চুপ করলাম ; কিন্তু চুপ-করার পূর্বে একটি কথা বলছি, পুতুল নিয়ে খেলা করতে ভাল লাগে না। ঐ যে আকাশ সেদিকেই চেয়ে থাকতে ভালবাসি। আকাশ যেন আমাকে ডাকছে। কি সুন্দর নীল আকাশ দেখ ত ?

খুকী তুমি আকাশের দিকে তাকিয়ে থাক, যতক্ষণ ইচ্ছা। আমাকে বিরক্ত করো না।

লেনা ভাবছিলেন, যদি কোনও নিগ্রোর সংগে এই মেয়েকে তার বাবার কাছে পাঠাবার সময় শ্বেতকায়রা দেখতে পায় তবে নিউইয়র্কের মত সভ্য সহরেই দিবালোকে সকলের সামনে তাকে হত্যা করবে। "ম্যব ফিউরী" হতে রক্ষা পাবে না। যদি গভীর রাত্রে মেয়েটিকে তার বাড়ীর কাছে ছেড়ে দেওয়া হয় তবে কি মেয়েটি তার মা বাবার কাছে পৌছতে পারবে? সবই গোলমাল। লেনা যখন মেয়েটির কথা ভাবছিলেন তখন তাঁর এক পুরাতন ভৃত্যের নাম মনে হল। সে লেনার ডাকাত সর্দারদের মধ্যে এক জন ছিল। নাম তার ম্যাক্‌রিগার, ভয়ানক লোক। নরহত্যা করতে ইতস্তত: করত না। কিন্তু বর্তমানে সে নিগ্রো সমাজের সেবা কার্যে ব্যস্ত। নিগ্রো সমাজ সেজন্য তাকে মাসিক ভাতা দিত। ম্যাক্ নিগ্রো সমাজের ফাণ্ড হতে যা পেত তাতেই তার সংসার চলে যেত। বর্তমানে ম্যাক্‌রিগার নিগ্রো নাবিকদের মাইনে বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করছিল এবং এ বিষয় নিয়ে সভা সমিতি ত করতই উপরন্তু বড় লোকদের বাড়িতেও আসা যাওয়া করত। এমন ব্যস্ত লোকটির ঠিকানা এবং ফোন্ নম্বর লেনার জানা ছিল। ম্যাকের কথা মনে হওয়া মাত্র লেনা ফোন উঠালেন, ডায়েল ঘুরিয়ে জবাবের প্রতীক্ষায় থাকলেন। ম্যাক তখন ঘরে ছিল না। তার স্ত্রী ফোন ধরলেন এবং বললেন ম্যাকরিগার ঘরে নেই। লেনা তাঁর ঠিকানা দিয়ে বললেন, যখনই ম্যাক ঘরে আসবে তখনই আমার কথা যেন তাকে জানানো হয়।

লোকারণ্য নিউইয়র্ক সহর। ম্যাকরিগার নানা স্থানে নানা লোকের সংগে কথা বলে যখন ঘরে ফিরলেন তখন সকাল সাতটা। প্রভাতী সূর্য সুন্দর কিরণ নিউইয়র্কের সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছিল, রাত্রের বিজলী বাতির সজ্জিত সৌন্দর্য নিষ্প্রভ হতে চলছিল। তখনও

অনেকগুলি সিনেমা হাউসের উজ্জ্বল বিজলিবাতি সূর্যকিরণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিজের কিরণ বিস্তার করছিল। ম্যাক্‌রিগার ঘরে ফিরেই দেখলেন তার স্ত্রী সকালের খাদ্য তৈরী করে টেবিলে সাজিয়ে রেখেছেন। ম্যাকরিগার স্নান করে বস্ত্র পবিবর্তন করলেন এবং টেবিলে বসা মাত্র তার স্ত্রী লেনার কথা জানালেন। ম্যাকরিগার ফোনটা একটু টেনে লেনার সংগে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। খাওয়া যে বন্ধ হচ্ছিল তাও বলা চলে না। বিষয়টা যেন অতীব মামুলী, ম্যাকরিগারের পক্ষে কাজটা করে দেওয়া অতি সহজ।

লেনা ম্যাকরিগারকে স্মরণ দিয়ে বললেন এটা তোমার আমার বিষয় নয় একেবারে ডিমোক্রেটিক, তাই ভয় হচ্ছে।

ডিমোক্রেসী শব্দটি শুনা মাত্র ম্যাকরিগারের ডান হাতের চামচটা পড়ে গেল। ম্যাকরিগার বললেন এতক্ষণ ডিমোক্রেসীর কথা ভুলে গিয়েছিলাম। দরিদ্রকে আরও দরিদ্র করা, ভাল মানুষকে ডাকাত বলে শাসন করা, এসবই হল ডিমোক্রেসী। যে ভদ্রলোকের মেয়ে চুরি গেছে তার নাম জান লেনা?

হ্যাঁ জানি, এই শোন তার নাম, বলেই লেনা মেয়ের বাবার নাম বললেন।

আর বলতে হবে না লেনা, তিনি আমার বিশেষ পরিচিত এবং বন্ধু, লোক সিম্যান এ্যাসোসিয়েশনের সভ্য। নিগ্রোদের দাবী আগাগোড়া সমর্থন করে আসছেন; হয়ত নিগ্রোদের সমর্থন করার জন্যই তাঁর এই বিপদ হয়েছে। মেয়েটাকে তোমার ঘরেই রেখে দাও, ফোন করে এখনই বলে দিচ্ছি, অবশ্য মেয়ের কথা কিছুই বলব না, দেখা করার কথাই বলব। দেখা হলে সর্বপ্রথমেই জিজ্ঞাসা করব তাঁর মেয়েকে

তিনি রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবেন কিনা, যদি না পারেন তবে আমরাই তার দেখাশুনা করব, কি বল কুইন্?

লেনা যখন ডাকাতদলের সর্দার ছিলেন তখন তাঁকে তাঁর দলের লোক কুইন্ বলত। আজ নূতন করে পুরাতন নাম শুনে লেনার মনে পূর্বের কষ্ট প্রেরণা ফিরে আসল। তিনি শুয়ে ছিলেন, উঠে বসলেন এবং ম্যাকৃরিগারকে বললেন "আবার কখন বলবে?"

তা বলতে পারি না "কুইন্", এখন আর পারছি না, একটু বিশ্রাম করব, সারারাত চোখ বুজতে পারিনি। সন্ধ্যার দিকে হয়ত বলতে পারব, আপনার কথা ভুলতে পারব না।

ম্যাকরিগারের ঘুম ভাঙ্গল চারটার সময়। তার স্ত্রী খাদ্য প্রস্তুত করেছিলেন। কিছু খেয়েই ম্যাকরিগার বললেন, "বর্তমানে আমেরিকার ডাকাতের দল, আমেরিকার সরকার কর্তৃক ন্যাসনেলাইজ্‌ড্ (Nationalized) হয়েছে।

এর মানে কি-ম্যাক?

এর মানে হল, যে কোন লোক নিগ্রো অথবা মজুরদের পক্ষ হয়ে কথা বলবে তাদের শাস্তি দেবার জন্য ডাকাতদেরও সাহায্য নেবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এখন বুঝতে পেরেছ ন্যাসনেলাইজড্ করা মানে কি? দুঃখের সঙ্গে বলছি নেনী, তুমি হিউমারও বুঝতে পার না।

নেনী কি বলছিলেন ম্যাকরিগার না শুনেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। জন্ হিগেন ম্যাকরিগারের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। দরজায় লোকের সাড়া পাওয়া মাত্র দরজা খুলে দিয়ে ম্যাকরিগারকে দেখতে পেয়েই বললেন,—"বন্ধু আমার মেয়ে চুরির কথা সংবাদপত্রে প্রকাশ হয়েছে; কিন্তু মজুর পত্রিকায় প্রকাশ হয়নি, বলত সংবাদ কি?"

ম্যাকরিগার সর্বপ্রথম জনকে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, আপনার মত মহান লোক এই পৃথিবীতে ক'জন আছে? নিজের কন্যার কথা একেবারে ভুলে গিয়ে নিগ্রোদের জন্য যে মহান কাজ করছেন সেই মহান্ কাজের প্রশংসা আমি ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারবে না। আপনার মেয়ে নিরাপদে আছে, এখন বলুন, মেয়েটিকে ঘরে এনে রাখতে পারবেন কি?

ধন্যবাদ ম্যাকরিগার, আমার মেয়ে এখনও বেঁচে আছে জেনে সুখী হলাম, তোমাকে ধন্যবাদ। আমার মেয়ে সম্বন্ধে তুমিই ভেবে দেখো কি করতে হবে?

আপনি কি বলতে চান আপনার কন্যাকে ঘরে রাখতে পারবেন না, যদি তাই হয় তবে সিংহের বাসায় রাখতে আপত্তি আছে কি?

আপাতত মেয়েটি সিংহের গুহায়ই থাক, সুযোগ পেলেই মেক্সিকোতে পালিয়ে যাব এবং প্রকাশ্যে ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করে কোনও ক্যাথলিক পাদরীর কাছে রেখে আসব। এ সম্বন্ধে তুমি কি মনে কর?

মেয়ের জন্য ধর্ম পরিত্যাগ করতে হল শেষটায়?

ধর্ম ত হাতের ময়লা ম্যাকরিগার, তোমারা ধর্মটাকে বড় ভাব, আমরা ধর্মটাকে হাতের ময়লা ভাবি। যিশু ইহুদী ছিলেন সে কথা কি ভুলে গেলে?

যাকগে এসব বাজে কথা, এখন তাড়াতাড়ি ঠিক করে ফেলুন মেকসিকোর কোথায় যাবেন, মেয়েটিকে এমনি করে বেশীদিন রাখা চলে না, আপনি একদিন মেয়েটিকে দেখে আসবেন।

আপাতত ম্যাকরিগার, আগে দেখি মেকসিকোর কোথায় মেয়েটাকে স্থানান্তরিত করা যায়, সেখানেও আমেরিকার মাইনে-খেকো

লোক আছে। আমাকে যেতে হবে এমন একটি গ্রামে যে গ্রামে প্রটেষ্টানদের সাপের মত ঘৃণা করে এবং ধর্মপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই আত্মীয়ের মত গ্রহণ করে।

তিন সপ্তাহের মধ্যেই জন্ একটি গ্রামের সন্ধান পেলেন, সেখানে প্রটেষ্টানদের সাপের মত ঘৃণা করে, আমেরিকান্দের শত্রু মনে করে। গ্রামের যে কোন লোক আমেরিকানদের হয়ে কথা বলে তাকেই গ্রামের লোক আমেরিকানদের মাইনে-খেকো ধার্য করে গ্রাম হতে তাড়িয়ে দেয়। সেই গ্রামে জন্ সস্ত্রীক ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করলেন এবং ছোট্ট একখানা ঘর কিনে তাতেই বসবাস করতে আরম্ভ করলেন। ম্যাকরিগার সংবাদ পেয়ে মেকসিকান্ গ্রামে জনের মেয়েকে নিয়ে উপস্থিত হল। মেয়েটি মা-বাবাকে পেয়ে এত আনন্দিত হল যে, সে কাঁদতে আরম্ভ করল। জনের পরিবারে মিলন হল। মেয়েকে নিয়ে জন্ সুখে বসবাস করতে লাগলেন কিন্তু আমেরিকার নিগ্রোদের ভুললেন না।

ডাকাত প্রেসিডেন্টের হেড্‌কোয়ার্টার ছিল ওয়াশিংটন ডি সি। তার কাছে জনের পলায়ন সংবাদ পৌছল। সে আরও শুনতে পেল, তারই পুরাতন শত্রু লেনা জনের মেয়েকে মুক্ত করেছে। সংবাদ শুনে ডাকাতদের প্রেসিডেন্ট ভয় পেল। জনের মেয়েকে হত্যা করার আদেশ পেয়েছিল সরকারী গোমস্তা হতে। প্রচুর অর্থ অগ্রিম নিয়েছিল, এখন সরকারী গোমস্তাকে কি কৈফিয়ৎ দেবে? তবুও সরকারী গোমস্তাকে সংবাদটি দেওয়া কর্তব্য মনে করল। সরকারী গোমস্তা সংবাদ পেয়ে দুঃখিত হল না, শুধু জানিয়ে দিল, উইলী মেয়েটাকে বাঁচিয়েছিল, সে যাতে উপযুক্ত শাস্তি পায় সে ব্যবস্থা যেন হয়।

উইলী বোকা ছিল না। সে জানত ডাকাতের দল যদি তাকে

সামনে পায় তবে নিশ্চয়ই হত্যা করবে। সে ভাবল, ডাকাতের কাছেই থাকতে হবে অথচ আত্মগোপনও করতে হবে। সেজন্য কি রকম কাজ করলে সুবিধা হবে তাই ভাবতে ছিল। উইলী জানত এসব বিষয়ে তার মা বড়ই চতুর। একদিন সে বিষয়টা তার মায়ের কাছে উত্থাপন করল। উইলীর মা লেনা, ছেলের ভালমন্দ একেবারে ভুলে গিয়েছিল। উইলী বিষয়টা উত্থাপন করা মাত্র লেনা উইলীকে বললেন, আমার উপর তোমার নির্ভর করা মোটেই শোভা পায় না। এখন তুমি বড় হয়েছ, তোমার ভালমন্দ তোমাকেই দেখতে হবে। আচ্ছা, যদি কোন উপায় না করতে পার, তখন তুমি আমার কাছে আসবে, তখন ভেবে দেখব কি করতে পারি। উইলী চলে যাবার পর লেনা তারই কথা ভাবছিলেন এবং সে যে কত বড় অপদার্থ তাই ভেবে চিন্তিত হচ্ছিলেন।

লেনার একজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন, তিনি জাতে গ্রীক এবং প্রগতি-পন্থী। প্রগতিপন্থীদের চিন্তাধারা লেনা ভাল করে বুঝতেন না, কিন্তু তিনি জানতেন এরা কাউকে ঠকায় না। কখনও না। সেজন্য তাঁর ধনরত্ন গ্রীকের কাছে জমা থাকত। প্রায় দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মূল্যের অলঙ্কার লেনা তাঁরই কাছে জমা রেখেছিলেন। তাঁরই কাছ থেকে সুদ বাবদে যা পেতেন তাতেই সংসার চলে যেত। লেনার দুখানা ঘরের ভাড়াই ছিল একশত পঁচিশ ডলার তাও ফারনিষ্ট। প্রত্যেক দিন দশটার সময় বাড়ির মালিক লেনার বাড়িতে তিনজন লোক পাঠাতেন। তারা নিয়ে আসত সদ্য ধোয়া বিছানার চাদর, টাওয়েল, গদি এবং পরিষ্কার বাসন। ঘর পরিষ্কার করা বিছানা ঝেড়ে দেওয়া, গ্যাসের ষ্টোভ পরিষ্কার করা, স্নানাগার ঝাঁট দেওয়া সবই এদের কাজ। যারা ফারনিষ্ট রুমে থাকেন বাড়ির মালিক এসব কাজ করে দেয়। ভাড়াও বেশি নয় সপ্তাহে বত্রিশ ডলার। আসল কথা হল সপ্তাহে

বত্রিশ ডলার ভাড়া দিয়ে থাকার মত লোক লক্ষের মধ্যে দশজন পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। লেনা এত ভাড়া দিয়ে থাকার পক্ষপাতী ছিলেন তার কারণ ছিল। তাঁর রুমগুলিতে সূর্য্যালোক সকালে সন্ধ্যায় পাওয়া যেত। সূর্য্যালোকে তার শরীর বেশ ভাল থাকত। নিউইয়র্ক সহরের উপর খুব কম রুমই আছে যে রুমে সকাল সন্ধ্যায় সূর্য্যের আলো পাওয়া যায়।

লেনা তার ব্যাংকার ভদ্রলোককে ফোনে ডাকলেন এবং কিছু ডলার পাঠিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করার পর বললেন, হ্যালো হনী, বিকালের দিকে যদি একবার আস তবে বড়ই ভাল হয়।

গ্রীক ভদ্রলোক ঘড়ি ব্যবহার করতেন না। তিনি সময়ের গোলাম ছিলেন না সময় তাঁর গোলাম ছিল, সেজন্যই তাকে বিকালে আসার কথা বলেছিলো। গ্রীক ভদ্রলোক বিকালের দিকে লেনার বাড়িতে আসবেন জানিয়ে দিলেন।

সেদিন নিউইয়র্ক সহরে তাপমান যন্ত্রে একশত তিন ডিগ্রী উত্তাপ। যাদের ব্লাড প্রেসার তারাই পথে ঘাটে পড়ে মরছিল। সংবাদপত্রে বড় বড় অক্ষরে এই হতভাগ্যদের মৃত্যু সংবাদ প্রচার করছিল, কিন্তু সংবাদ-পত্র এই হতভাগ্যদের মৃত্যু যাতে না হয় তার কথা মোটেই বলছিল না। এসব যেন আনন্দ সংবাদ কিন্তু যারা পথে ঘাটে মরছিল, তারাই বুঝতে পারছিল মৃত্যু কাকে বলে। জিহ্বা আড়ষ্ট, উঠবার ক্ষমতা রহিত, জ্ঞান বর্ত্তমান, জল পিপাসায় কাতর, স্মরণশক্তি ক্রমে বিলোপ, হার্টে কঠোর বিটিং, হাত-পা ঠাণ্ডা এবং অসারতা, এর কতক্ষণ পরেই মৃত্যু। লেনা সংবাদপত্র পড়বার সময় মৃত্যু যন্ত্রণার কথাই ভাবছিলেন।

সন্ধ্যার পূর্বে গ্রীক ভদ্রলোক লেনার ঘরে প্রবেশ করেই কতকগুলি ডলারের নোট তাঁর শয্যার পাশে রেখে দিয়ে বললেন, আজকের গরমে

নব্বই জন লোক মারা গেছে। সবই পথচারী এবং পায়ে হাঁটা লোক। হাওয়া খেতে তারা ঘরের বাইরে আসেনি, এসেছিল রুটির অন্বেষণে। এই লোকগুলি যদি রুটির অন্বেষণে বের না হত, তোমার মত উত্তম শয্যায় শুয়ে থাকতে পারত তবে তারা মরত কি? বল লেনা, জবাব দাও?

তুমি যখনই আস তখনই এমন কিছু বল যা শুনলে ঈশ্বর বিশ্বাসীদের মন ভেঙ্গে যায়। আজ কিন্তু তোমার কথার প্রতিবাদ করব না, সমবেদনা জানাব। আমার মত নরনারীই মরেছে বেশি। রোগগ্রস্থ হয়েছে অভাবের তাড়নায়, ক্ষয়রোগ হয়েছে অস্বাস্থ্যকর ঘরে থেকে, আরও কত অভাব সেকথা চিন্তার বাইরে। তোমাকে ডাকবার কারণ আছে। তুমি বোধ হয় শুনেছ, জনের মেয়েকে হত্যা করার জন্য উইলীকে বলা হয়েছিল?

এসব ত ভাল করেই জানি। উইলী সবই বলেছে, এখন ভেবে দেখ টাকার জন্য মানুষ কি না করতে পারে? টাকাই অনর্থের মূল অথচ টাকা না হলে কারো চলে না, সেজন্য টাকার উপর কন্ট্রোলের দরকার। তুমি ত এক কথায় বলে দাও ভাগ্য আর ঈশ্বরের কথা, কিন্তু লেনা তুমি কি এখনও বুঝতে পারনি, টাকার ঈশ্বর ওয়াল ষ্ট্রীট, যদি না বুঝে থাক তবে মর, তোমার টাকাগুলি আমি আত্মসাৎ করতে চাই।

তুমি বড়ই বেয়াড়া লোক মিষ্টার নিকলাই, আমি বলছি উইলীর কথা তার তুমি বলছ ওয়াল ষ্ট্রিটের কথা; এযে ধান ভানতে শিবের গীত, এসব ছাড়, তোমার কথার বাহাদুরী না অর্জন করলেও চলবে।

লোকে বলে অশিক্ষিত স্ত্রীলোক আর এক চক্ষু গাধা একই কথা। ওয়াল ষ্ট্রীটের সংগে তোমার ভাগ্য জড়িত এ কথাটা

এখনও বুঝতে পারনি? ওয়াল ষ্ট্রিটের ধনীরা যদি আমাদের ডলার চুষে না নিত তবে আমেরিকার লোক রূপার পাতের ওপর হাটতে পারত। তোমার ছেলের ওপর কচি মেয়ে কাটবার ভার পড়ত না। জন্ মেক্সিকো পালিয়ে যেতেন না। বড় দুঃখ হয় এখনও তুমি বুঝতে পারনি: লেনা, দুঃখ আমাদের কোথায়? প্রথম মহাযুদ্ধে ওয়াল ষ্ট্রীট বৃটেন কিনে ফেলেছে সে কথা কি জান? শুধু তাই নয়, দুনিয়া কেনার বন্দোবস্ত হয়েছে, অথচ আজকে নিউইয়র্ক সহরে একটি আপেলের দাম দশ সেণ্ট, তিন পোয়া দুধের দাম বার সেণ্ট, একখানা রুটির দাম চার সেণ্ট। আমাদের দেশের গম আগুণে পোড়ানো হয়, আপেল ক্ষেতে পচে, আঙ্গুর দিয়ে মদ হয় অথচ এক পাউণ্ড আঙ্গুর কুড়ি সেণ্টে পাওয়া গেলে ত সস্তাই পেয়েছি বলে মনে হয়। এ সবের মানে কি? যাকগে, এখন বলত তোমার ছেলের জন্যে কি করতে হবে?

তোমার রেস্তোরাঁয় কাজ দিয়ে তাকে রক্ষা কর। ডিস্ ওয়াশারের কাজ যদি করে তবেই লোক চক্ষুর অন্তরালে থাকবে।

উইলী ত আমার ওখানেই আছে। ডিস্ ওয়াশারের কাজও করছে। এখন ভেবে দেখ যদি সমস্ত পৃথিবীর লোক আমার মতে চলে তবে কারো কোন অভাব থাকবে না, তোমার ভার আমি যেমন করে নিয়েছি, আমার ছেলের ভারও যদি সমাজ নিয়ে নেয়, তবে কত সুখে মরতে পারি বলত? ঐ যে তোমার ধনরত্ন, ব্যাঙ্কে রাখতে সাহস করছ না কেন? কি জানি ব্যাঙ্ক পটল তুলে তাই নয় কি? ব্যাঙ্ক যারা পরিচালনা করে তারাই হল দুষ্ট লোক। যার ভিত্তি হল দুষ্টামী তাকে কি করে বিশ্বাস করা চলে। এখন বল আর কি করতে হবে?

করার মত কিছুই নেই নিরুলাই, এখন তুমি যেতে পার!

যাবার পূর্বে একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই?

কি জিজ্ঞাসা করতে চাও বলে ফেল নিকলাই ?

তোমার ছেলেকে যদি আমার দলে টেনে নেই তবে তোমার কোন আপত্তি আছে কি ?

তুমি কখন দল গঠন করলে, তুমি না প্রগতিশীল, ডাকাতী তোমরা করনা বলছিলে ?

ডাকাতেরই কি শুধু দল থাকে, আর কারো কোন দল থাকে না এটাইত তোমার ধারণা ?

তা ছাড়া আর কি ?

রিপাবলিকান্ এবং ডিমোক্রেট এরা কি দল নয় ?

এসব হল পলিটিকগল দল, এরা ডাকাতি করে না।

এবার নিকলাই ধৈর্য হারালেন। চেয়ার থেকে উঠে মদের বোতল খুলে এক গ্লাস মদ খেয়ে চুপ করে বসে থাকলেন। অনেকক্ষণ আকাশের দিকে তাকালেন তারপর জানালার দিকে দাঁড়িয়েই বললেন, যে দুটি পলিটিক্যাল পার্টির কথা বলা কওয়া হচ্ছিল এই দুটি দলই তোমাকে পুর্তরিকো হতে টেনে এনেছিল, ডাকাতের দল নয়। তোমার সর্বনাশ করার পেছনে এদের সম্মতি ছিল।

কি বলছ নিকলাই, তুমি যে গোড়াতে ঘা দিতে আরম্ভ করেছ।

হাঁ লেনা, আজ আর সহ্য হচ্ছে না, সেজন্য গোড়াতে আঘাত করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। আমাকে ক্ষমা কর। তুমি যেমন ক্রোধান্ধ, আমিও তেমনি। তুমি বুঝতে চাও না আর আমি বুঝতে চাই। তুমি মনে কর সবই ভাগ্যের ফল, তোমার বাজে কথা। সবই রাজনৈতিক দলের ব্যভিচার। ওয়াশিংটন থেকে আরম্ভ করে লিন্‌বাগ পর্যন্ত রাষ্ট্রনীতি সাধারণের মতামতের উপর নির্ভর করত, কিন্তু এর পর

হতে সবই নির্ভর করেছে ওয়াল ষ্ট্রীটের ধনীদের উপর। তুমি সে কথা বুঝতে চাও না, আমাকে অনুমতি দাও আমি বলি।

আজ না নিকলাই, অন্য সময় এস, আসবার অধিকার থাকল তোমার।

এসব কথা উঠালেই আজ না কাল করে তাড়িয়ে দাও, থাকগে পরেই আসব। কিন্তু কথা হল ছেলেটাকে যদি মাটির নীচে সব সময় রাখা যায় তবে কি তার শরীর ভাল থাকবে?

আপাততঃ সে বিষয় নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই নিকলাই, আমাকে শান্তিতে থাকতে দাও।

আচ্ছা তাই হউক বলে নিকলাই বেরিয়ে এলেন।

আমেরিকার হোটেল এবং রেস্তোরাঁ প্রায়ই গ্রীকদের দ্বারা পরিচালিত। হোটেল এবং রেস্তোরাঁতেই সাধারণ লোক হতে আরম্ভ করে রাজনৈতিক দল পর্যন্ত নিজ নিজ কাজ গুছাতে সক্ষম হয়। নিকলাই যে রেস্তোরাঁর মালিক, সেই রেস্তোরাঁ কুড়ি নম্বর ষ্ট্রিটে অবস্থিত। খাঁটি আমেরিকানরা সেই রেস্তোরাঁর রীতিমত গ্রাহক। যাদের পুর্ব-পুরুষ প্রচুর পরিমাণে ধন সম্পত্তি রেখে গেছেন, এবং সেই ধন সম্পত্তির আয় হতে যাদের সকল রকমের খরচ প্রাচুর্যের ভিতর দিয়ে চলে তারাই হলেন খাঁটি আমেরিকান। অতএব নিকলাই-এর রেস্তোরাঁ ভয়ানক এ্যারিষ্টোক্রাটিক। সব জিনিষের দাম অন্য রেস্তোরাঁ হতে চার পাঁচ গুণ বেশি। দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত নিকলাই-এর রেস্তোরাঁতে প্রবেশ করতেও সাহস করে না।

রেস্তোরার অন্যান্য বিশেষত্বও ছিল, যেমন ফারনিচার। বড় বড় চেয়ার তাতে কোশন আঁটা। টেবিলগুলির সবটাই ওক কাঠের এবং গোল। কাফির কাপ হতে আরম্ভ করে সামান্য চামচেটা পর্যন্ত জার্মান

সিলভারের। এমন দামী রেস্তোরাঁর মালিক হয়েও নিকলাই প্রগতিশীল। লোকে ধরণাও করতে পারত না এই লোকটি কি করে ছোটলোকদের সংস্পর্শে আসতে পারে?

লেনার বাড়ী হতে ফিরেই নিকলাই তার প্রাইভেট রুমে গেলেন এবং কলিং বেলে হাত দেবামাত্র একটি যুবতী ছুটে এলো এবং জিজ্ঞাসা করল "কি চাই, বস্?"

লালমুখে স্পেনিয়ার্ড পেড্রোকে ডেকে দাও ত মেম। ইয়া, এই যাচ্ছি।

লালমুখো পেড্রো আমাদের পূর্ববর্ণিত উইলী ছাড়া আর কেউ নয়। উইলীর কালো চুল বেশ লম্বা হয়েছিল। কালো গোঁফ দাড়ি লাল মুখে মানিয়েছিল। কে বলে সে উইলী, বাস্তবিকই সে পেড্রো এবং স্পেনিয়ার্ড। অনেকে স্পেনিয়ার্ডদের স্পেনিয়ল্‌ও বলে।

রুমে প্রবেশ করেই উইলী দরজা ভাল করে ভেজিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কি হয়েছে নিকলাই?"

আজ তোমার মায়ের সংগে দেখা হয়েছিল; তিনি কোন মতেই আমাদের কথা বুঝতে রাজী নন্। অনেক আঘাত করার পর বুঝতে পারলাম তার মন অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে। আমার জিজ্ঞাস্য বিষয় হল তুমি এখানে আর কত মাস থাকতে সক্ষম হবে।

আরও ছু মাস।

বেশ ভাল কথা, ইতিমধ্যে তোমার দাড়ি ফ্রেঞ্চকাট দেবার উপযুক্ত হবে। দক্ষিণে যেতে হলে মঁশিয়ে সাজাই ভাল। একখানা পাসপোর্ট করে দিলেই হবে।

হ্যাঁ, নিকলাই তোমরা এত তাড়াতাড়ি পাসপোর্ট কর কোথা হতে?

আমাদের প্রেস আছে, মেসিন আছে, কি নেই বলত? একখানা পাসপোর্ট তৈরী করতে মাত্র এক ঘণ্টা সময়ের দরকার। ইউ এস্ সরকার পাসপোর্ট চেক্ করার জন্য যত রকমের ফন্দি করেছে আমরাও তত রকমের উপায় উদ্‌ভাবন করে রোজ রোজ জাল পাসপোর্ট হয় না শুধু কলনিয়েল দেশগুলিতে। আচ্ছা, এখন যাও নিজের কাজে মন দাও। লেখা-পড়ার দিকে দৃষ্টি আছে ত?

লেখা পড়া যা করার করে নিয়েছি আর লেখাপড়ার দরকার নাই, কাজের ভেতর দিয়ে যে জ্ঞানের উন্মোচন হয় সেটাই হল সবচেয়ে ভাল। এই ত সেদিনের কথা বলছি। ভারতীয় কারী তৈরী করার আদেশ হল, কেউ পারলে না, অবশেষে বুদ্ধি খাটিয়ে যা করেছিলাম তা থেকে ধন্যবাদ দিয়েছিল।

কোথা হতে সে বুদ্ধি এল উইলী?

একদিন ভারতীয় কারী খেয়েছিলাম, তারই অবিকল নকল করেছিলাম।

এখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে প্রথমত তুমি ভারতীয় কারী খেয়েছিলে, কি কি জিনিষ তাতে ছিল সামান্য আভাষও পেয়েছিলে, তারই ফল হল ভারতীয় কারী রান্না করতে তোমার সাহস। ধরে নাও যদি তুমি তা না খেতে এবং নামও না শুনতে তবে কি তুমি ভারতীয় কারী তৈরী করতে পারতে? নিশ্চয়ই পারতে না। ঠিক তেমনি, পুস্তক পাঠ না করলে তোমার লাভ হবে না, কিছু ধারণাও করতে পারবে না, মনে রেখো এটা অর্থনীতি, বাজে গল্প নয়, একেবারে বাস্তব, একটু এদিক সেদিক হলেই বিপদ।

ঘরে বসে থাকা অথবা অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা বার মাস চলে না। ডিস্ ওয়াশারের কাজ করে সবাই যখন বেড়াতে যেত, উইলীও

বেড়াতে যেতে ইচ্ছা হত কিন্তু কোথাও যেত না, নির্দ্ধারিত রুমে লুকিয়ে থাকত। প্রাণের মায়া তার ছিল কিন্তু লুকিয়ে থাকা তার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠছিল। উইলী যে কাজ করত তাতে সময় কাটত না। আরও কাজ করতে চাইত কিন্তু আট ঘণ্টার বেশি কাজ করার অধিকার ছিল না। সে যদি দুই সিপ্ট কাজ করে তবে অন্য একটি লোক বেকার হবে। উইলী বুঝতে পারল কাজ না করতে পারা অথবা কাজ না করে অলস হয়ে বসে থাকা কত কষ্টকর। উইলীর শরীরের শক্তি, মনের বল কিছুরই অভাব ছিল না, শুধু অভাব ছিল কাজের। বাইরে যেতে পারলে কাজের অভাব হ'ত না।

রকমারী চিন্তায় তার মন অস্থির। নিজের চিন্তা প্রথম; দ্বিতীয় চিন্তা এই দুনিয়ার নির্য্যাতিত নিগ্রোদের মুক্তি। উইলী রুমে আটক হয়ে থাকা পছন্দ করল না। নাবিক বেশে সমুদ্র তীরে বেরিয়ে পড়ল। মুক্ত সমুদ্র বায়ুতে অনেকক্ষণ বেড়াবার পর তার শরীর চাঙ্গা হয়ে উঠল। মন যেমন ছিল তেমনি রয়ে গেল। তার সামনে অনেকগুলি জাহাজ নোঙ্গর করা ছিল। প্রত্যেকটি জাহাজে আমেরিকার জল পুলিশ পাহারা দিচ্ছিল। এর মানে চোর ডাকাতের হাত থেকে জাহাজের মূল্যবান যন্ত্রপাতি রক্ষা নয়, এর মানে যদি কোন নাবিক বিনা পারমিটে জাহাজ হতে পালায় তবে তাকে গ্রেপ্তার করা। পৃথিবীর কোনও বন্দরে বিদেশী নাবিক পালিয়ে যাবার জন্ম চেষ্টা করে না, শুধু আমেরিকার বন্দরেই নামতে চায়। উইলী ভাবলে, হয়ত এদেশে এমন কোন মোহ আছে যার জন্মে লোক এদেশে আসতে চায়। সেই মোহের স্বরূপ কি উইলী ভেবে পাচ্ছিল না।

জ্ঞান আহরণ করতে হলেই জিজ্ঞাস্থ নয়ত পুস্তকের শরণাপন্ন হতে হয়, না হলে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয় না। উইলী অষ্টম এ্যাভিনিউর

দিকে রওয়ানা হল। অষ্টম এ্যাভিনিউতে বিদেশীদের জন্য একটি বিশেষ রেস্তোরাঁ ছিল। সেখানে সে গেল। ভয় হচ্ছিল যদি কোনও পুলিশ তাকে বিদেশী মনে করে গ্রেপ্তার করে তবেই ফেসাদ। যদিও ডাকাত দলের সুনজরে এসে যাবে বটে, কিন্তু ডিপোর্টেশনের ভয় থাকার কোন কারণ নেই। বিদেশী অধ্যুষিত রেস্তোরাঁয় অনেক লোক বসেছিল। লোকে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলছিল। যে কয়েকজন বৃটন বসেছিল তাদের কাছেই উইলী বসল এবং একজনকে উপযাচক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, এ বেশটা কেমন লাগছে বন্ধু ?

বেশ ভাল।

বৃটনরা যতই বোকা হোক, মনের কথা সহজে প্রকাশ করে না। "বেশ ভাল" এর বেশি বলার মত কিছুই ছিল না। উইলীও দেখল এদের কাছ থেকে কোনরূপ কথা বের করা সহজ হবে না। পাশের টেবিলে কয়েকজন ইণ্ডিয়ান্ বসে ছিল। তারা তাদের সুখ দুঃখের কথা বলছিল। ভিন্ন ভিন্ন জাহাজের নাবিক তারা। নিউইয়র্কে দেখা হয়েছে। বঙ্গের নাবিক ইংলিশে মাদ্রাজী নাবিকের কাছে আমেরিকার প্রশংসা করছিল এবং বলছিল, "যদি কোন সুযোগ পেতাম তবে এদেশেই থেকে যেতাম।"

সুযোগ বলতে কি মনে কর ?

এই কাজকর্মের সুবিধা, এদেশে থাকতে হলে অর্থের দরকার। ডলার না থাকলে শুধু এদেশের চাকচিক্যে ত পেট ভরবে না। পকেটে ডলার ছিল বলেই এখানে বসতে পেরেছি, তোমার সংগে কথা বলবার সুযোগ হয়েছে। কাজের সন্ধান না করে এদেশে কোন মতেই থাকা যায় না।

মাদ্রাজী লোকটি কি ভাবছিল। তার কালো মুখে পাংসুটে রং-এর

কালিমা ছড়িয়ে পড়ছিল। কফির পেয়ালা সরিয়ে দিয়ে বম্বের লোকটির আরও কাছে এসে বললে—ভয় কিসের চল দুজনাতে থেকে যাই।

বম্বের লোকটির মন তখন কি রকম করছিল। তার বুকটা নড়ে উঠেছিল। অনেকক্ষণ ভাবল তারপর বললে, "আচ্ছা তাই হবে, কিন্তু মনটা এখনও স্থির করতে পারছি না। একটু চিন্তা করে দেখি। তুমি এখন জাহাজে যেয়ো না।

উইলী ওদের কথা শুনছিল। উইলীকে এরা পর্তুগীজ মনে করে ......কথা বলতে ভয় পাচ্ছিল না। এদের কথা শুনে উইলী মান্দ্রাজী লোকটিকে জিজ্ঞাসা করল, "তোমরা এদেশে থাকতে চাও কেন, তোমাদের দেশে কি এরূপ সুন্দর সহর নেই?"

মান্দ্রাজী নাবিক থতমত খেয়ে বললে, "সবই আছে কিন্তু টাকা নেই।"

তোমাদের মধ্যে সাদায় কালোয় পার্থক্য নেই?

বম্বের লোকটিকে দেখিয়ে বললে, "একে দেখে তোমার কি মনে হয়?"

ব্রাউন।

আমাদের দেশে রংএর পার্থক্য নেই। সাদা, কালো, বাদামী হলদে সবাই সমান। টাকার পার্থক্য এবং ধর্ম্মের পার্থক্য রয়েছে মাত্র।

উইলী এদের আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করেই রেস্তোরাঁ হতে বেরিয়ে পড়ল। সে চিন্তিত মনে নিজের রেস্তোরাঁর দিকে রওয়ানা হল। পৃথিবীর সর্বত্রই সমস্যা। সব সমস্যার মিমাংসা কোথায় কি করে হয়েছে সে কথাই ভাবতে ছিল।

রেস্তোরাঁয় ফিরে এসে নিজের রুমে প্রবেশ করল। সেখানে

নিকলাই বই পড়ছিলেন। উইলীকে দেখেই নিকলাই জিজ্ঞাসা করলেন, সংবাদ কি ?

সংবাদ ভাল তবে সমস্যা সর্বত্র সমান। আমাদের দেশে সাদা এবং কালোর সমস্যা, ইণ্ডিয়াতে অর্থ এবং ধর্মের সমস্যা। সব সমস্যার সমাধান কিসে হয় সে কথা তুমিও জান আমিও জানি, কিন্তু কিছুই করে উঠা যাচ্ছে না নিকলাই, সেই কথাই ভাবছি।

তোমার ভাববার আর দরকার নেই, আজই এখান থেকে রওয়ানা হতে পার। ফ্লরিডা, জর্জিয়া, মিসিসিপী এবং আলবামা এই চারটি ষ্টেটের কাজ চালাবার ভার তোমার উপর ছেড়ে দিতে পারি। সেখানেও আমাদের প্রেসিডেণ্ট ডাকাতের ব্রাঞ্চ রয়েছে। তাদের সংগে টক্কা দিয়ে যদি কাজ করতে পার তবেই বাঁচবে, নতুবা ডাকাতের দলই তোমাকে মেরে ফেলবে। পিপল্ ওয়ার্ল্ড নামক সংবাদপত্রে পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে পথ চলার সময় হুশিয়ার না হলে রক্ষক এবং ভক্ষক উভয়ে এক সংগে আক্রমণ করে। রক্ষক হল সরকার, ভক্ষক হল ডাকাত, এর মধ্যে কোন হেঁয়ালি নেই। এখন বুঝে নাও কি করতে চাও ? যে সব গোরুকে কাটবার জন্য আটকিয়ে রাখা হয় তারা অনেক সময় বুঝতে পারে তাদের মৃত্যু অতি সন্নিকটে, কিন্তু যে বেড়া দিয়ে তাদের আটকিয়ে রাখা হয় সেই বেড়া ভাঙ্গবার চেষ্টা করে না। যদি গোরুর বুদ্ধি থাকত তবে একটি গোরুই বেড়া ভাঙ্গতে পারত। তোমার অবস্থাও কশাই খানার গোরুর মত হয়েছে। ডাকাত কোথায় ? থাকুক ডাকাত, তোমার কাছেও হত্যার অস্ত্র থাকবে ; আত্মরক্ষা করতে পারবে, বেড়িয়ে পড় উইলী, কশাই খানার গোরুর মত রুমে বসে ছটফট করো না।

একটি কথা না বলে উইলী পোষাক পরিবর্তন করল। নিজের কাছে যতগুলি ডলার ছিল সবগুলি যত্নের সঙ্গে রেখে দিয়ে

উইলী নিকলাইকে জিজ্ঞেস করল, কোন পরিচয়পত্র দেবে না নিকলাই ?

পরিচয় পত্র আমি দিতাম কিন্তু দেব না, তুমি যে পোষাকে বের হয়েছ সেটা হল রাজপুত্রের পোষাক। পরিচয় পত্র পেতে হলে আমার দেওয়া পোষাক পরে তোমাকে বের হতে হবে। তোমার পোষাক এবং কাজে সামঞ্জস্য থাকা চাই।

নিয়ে এস তোমার পোষাক, আমার দেরী সহ্য হচ্ছে না।

এসব বাজে কথা বকো না, দেরী বলে কোন কথা আমার অভিধানে আপাতত নেই। সিনেমার হানিমুনে বের হচ্ছ না। বের হচ্ছ এতবড় একটি রাষ্ট্র উৎখাত করার জন্য। এতে সকাল বিকাল নেই। উদ্দেশ্য নিয়ে সারা জীবন কাজ করেও হয়ত দেখতে পাবে কিছুই করতে পারনি, তা বলে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না, কঠোর ভাবে নিয়ম মত কাজ করতে হবে।

উইলী আমেরিকান্। প্রেস রিপোর্টারের দেশে তার জন্ম। লোক ঠকিয়ে লোক বড়লোক হয়। সে দেশে যে কোন কাজ তাড়াতাড়ি করা স্বাভাবিক। নিকলাই অন্য রুম হতে দুটো স্যুট নিয়ে এলেন এবং উইলীকে বললেন, 'দেখত ঠিক হয় কি না ?"

সার্ট এবং দুটো স্যুটই থার্ড হ্যাণ্ড কি ফোর্থ হ্যাণ্ড হবে। টান পড়লেই ছিঁড়ে যাবে। দু একটা রিপু করা টাকও ছিল। টাকগুলি ভিন্ন কাপড়ের ছিল এবং বেশ পরিষ্কার ভাবেই দেখা যাচ্ছিল।

উইলী একটি সার্ট এবং স্যুট পড়ল, তারপর বললে, এ স্যুট ত তিন দিনও চলবে না।

ভাল করে স্যুটটা পর, তারপর মেজের ওপর বস, এবং স্যুটটাকে ছিঁড়বার চেষ্টা করত!

উইলী মেজের ওপর বসল কিন্তু স্থট ছিঁড়ল না।

নিকলাই একটু হেসে বললেন, এই দুটা স্থট অন্তত দু বৎসর চলবে। এসব আমার অর্ডারী স্থট। এর মধ্যে অর্দ্ধেকের বেশি হল রেশম। রেশমের স্থট সহজে ছেঁড়া যায় না। নিকলাই আর এক টুকরা কাপড় দিলেন এবং বল্লেন, "দ্বিতীয় স্থট এবং সার্ট ভাঁজ করে এই কাপড় দিয়ে পুটলি কর। কেউ বুঝবে না তুমি ধনী। সবই ভাববে তুমি এক জন বেকার মজুর। তোমাকে চাষা এবং মজুরের সংগে থাকতে হবে। তাদের বন্ধু করতে হবে ত? বিপদে আপদে তাদের সাহায্য পাবে। ডাকাতদের কি কেউ পছন্দ করে? সবাই ডাকাতকে ভয় এবং ঘৃণা করে। আমেরিকাতে যত সরকারী কর্ম্মচারী আছে তাদের বন্ধু বলতে কেউ নেই। ভয়ের মধ্য দিয়ে যতটুকুই সাধারণ লোক সরকারী কর্ম্মচারীদের সংগে বন্ধুত্ব করে। এতেই বুঝতে পেরেছ সরকারী কর্ম্মচারীরাও ডাকাতের কাছাকাছি কিছু। আমরা তা নই, আমরা সাধারণ মানুষ অথচ সাধারণ মানুষ হতে সম্পূর্ণ পৃথক। সাধারণ মানুষ ইভলিউশন্ অনুযায়ী চলতে চায়, আমরা তাদের মধ্যে রিভলিউশন্ এনে দিয়ে গতিশীল করব। সেই গতির পেছনে আমার থাকব না, সামনে থেকে শুধু পথ দেখিয়ে যাব। মনে রেখো, তুমি হলে চারটি ষ্টেটের কর্তা। বুদ্ধি খাটিয়ে তাদের গতিশীল করবার ভার তোমার ওপর। রেল গাড়িতে যাবে কি গ্রে হাউণ্ড বাস কোম্পানীর শরণাপন্ন হবে?

ভেবে দেখি নিকলাই, এখন বিদায়।

হু গুড্‌ লাক্।

জুফ্রে

জুফ্রে ফরাসী দেশের একজন পুরান পাপী। অনেক চুরি ডাকাতির মূলে সে ছিল। তার একটি বিশেষ দোষ ছিল। সে ছিল এক নম্বর কামুক। স্ত্রীলোককে কাম-নিবৃত্তির মেশিন বলেই মনে করত। শিশুর প্রতি স্নেহ, বৃদ্ধের প্রতি সম্মান, স্ত্রীলোকের প্রতি সহানুভূতি ছিল না। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সৈন্য দলে ভর্ত্তি হতে বাধ্য হয়েছিল। অনেকেই মনে করেছিল জুফ্রে জার্ম্মাণদের হত্যাকাজে এগিয়ে যাবে, কিন্তু, ১৯১৮ সালের শেষ দিকে জুফ্রে সৈন্যদল হতে অবসর গ্রহণ করার পর সমুদ্র পথে অনেক দেশ ভ্রমণ করে। অবশেষে সে আমেরিকাতে আসার পর ফিলাডেলফিয়ার এক ছোট্ট শহরে থাকার সময় একদিন এক নিগ্রোকে লিঞ্চ করতে দেখার পর মনে প্রচণ্ড আঘাত লাগে। যারা নিগ্রো লোকটিকে লিঞ্চ করছিল সে তাদের আক্রমণ করে এবং অনেক আমেরিকানকে আহত করে। জুফ্রে ভাবছিল এই দুষ্কৃতকারীদের আহত করার জন্য সরকার হতে পুরস্কার পাবে, কিন্তু পুরস্কার স্বরূপ সে পেয়েছিল তিন মাস কারাবাস। তখন থেকেই তার মনের পরিবর্ত্তন হয় এবং নিগ্রোদের মুক্তির জন্য জীবনের বাকি সময় উৎসর্গ করে।

জুফ্রে একটি রুটীর দোকান করেছিল। সেই দোকান সে ইচ্ছা করেই করেছিল। দেখলে, যদি রুটির দোকান করে তবে নিগ্রোদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাবে এবং নিগ্রোদের দাসবৃত্তি সুলভ মনোভাব পরিবর্তন করতে পারবে। জুফ্রে যখন রুটির দোকানে কাজে ব্যস্ত থাকত তখন সে বেশী কথা বলত না। একদিন একটি যুবক তার কাছে একখানা রুটি চায় এবং রুটির পরিবর্তে কাজ করতে প্রস্তুত সে কথাও

জানায়। হাতের কাজ শেষ করে যুবকের দিকে যখন জুফ্রে তাকাল তখন দেখতে পেল যুবক নিগ্রো নয় শ্বেতকায়। শ্বেতকায়দের সে কোনরূপ সাহায্য করত না। তাচ্ছিল্য করে বললে, যাও বাবা তোমার স্বজাতি ভাইদের কাছে; কাজ তোমাদের জন্যই খোলা, তোমরাই এদেশের রাজা, হালে আমি এদেশের বাসিন্দা হয়েছি। রুটি বেচি নিগ্রোদের কাছে, তাদেরই ভাল মন্দ আমি দেখি। যাও, যাও, এখানে দাঁড়িয়ে দুর্ভাগ্য টেনে এনো না।

যুবক আর কেউ নয়—আমাদের পূর্ব পরিচিত উইলী। উইলী বললে, আমি নিগ্রো, বর্ডার লাইনার। আপনাদেরই বংশধর।

টুপিটা উঠাও, আগে চুল দেখি।

উইলী টুপী খুলে ঘন কৃষ্ণবর্ণ মোটা চুল দেখাবা মাত্র জুফ্রে বুঝল বাস্তবিকই লোকটা আমেরিকান নয়, বর্ডার লাইনার। শ্বেতকায়রা কারো ঘরে ঢুকে মাথায় টুপি রাখে না। জুফ্রে ভুলে গিয়েছিল সে কথা। সে নিগ্রো গ্রাহকদের কাছে রুটি বিক্রি করে এবং শ্বেতকায়দের সঙ্গে মেলামেশা খুব কমই করে। এতে শ্বেতকায়দের আচার ব্যবহার অনেকটা ভুলে গিয়েছিল।

জুফ্রে জিজ্ঞসা করল, তুমি কি কাজ করতে পার?

সেল্‌স্‌ম্যানের কাজ করাই পছন্দ করি, বস্‌।

দেখছে, আমি নিগ্রো অথবা আমেরিকান নই, বস্‌ শব্দটি মোটেই পছন্দ করি না, তুমি আমাকে মিষ্টার অথবা "মঁশিয়ে" বলতে পার।

বস্‌ শব্দটি হল নিগ্রো শব্দ। যখন নিগ্রোরা মারের চোটে কিছুই বলতে পারে না তখন তারা "বস্‌" শব্দ উচ্চারণ করে। আমেরিকানরা সেইশব্দে সন্তুষ্ট হয়, কিন্তু জানিনা তুমি লক্ষ্য করেছ কিনা, আমেরিকানরাও সেই শব্দ ব্যবহার করে। অপরকে গোলাম খাটাতে

হলে নিজেও গোলাম হতে হয়, সে সংবাদ আমেরিকানদের জানা নাই। যাকগে আপাততঃ আমার হাতে কোন কাজ নেই, দেখা সাক্ষাৎ করো, হয়ত একটা কিছু জুটিয়ে দিতে পারব।

জুক্রে নিগ্রো সমাজে পরিচিত ছিল। উইলী অনেকের কাছে তার নাম শুনেছিল। উইলী নিজেই কাউণ্টার হতে একটি রুটি নিয়ে জুক্রের হাতে একটি ডলার দিল। জুক্রে মুচকি হেসে চেঞ্জ উইলীকে ফেরত দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, থাক কোথায় ম'শিয়ে?

আজ হয়ত তোমার পাশের বাড়ীর খরের গাদার নীচেই শুয়ে থাকব। আচ্ছা, তোমার ঘরে কাফি পাব মিষ্টার?

হাঁ পাবে, পাঁচসেণ্ট দাও এনে দিচ্ছি।

উইলী পাঁচ সেণ্ট জুক্রের হাতে দেওয়া মাত্র জুক্রে উইলীর হাত ধরে করমর্দ্দন করল এবং সেণ্ট পাঁচটি ফেরত দিয়ে এক পেয়ালা কাফি দিল।

এত দয়া কেন মিষ্টার? লিঞ্চ করতে চাও নাকি?

দরকার হলে করব, এখন তুমি যাও কাল একবার এস ছটার সময়, সাতটায় দোকান খুলতে হয়, তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাব, বুঝলে? হাঁ তোমার নাম জিজ্ঞাসা করা হয় নি, আমার নাম জুক্রে।

একটু চিন্তা করে উইলী বললে, নাম দিয়ে আর কি হবে মিষ্টার, তোমাদের অনুগত ভৃত্য আমরা, অনেকেই আমাকে ফক্স বলে ডাকে। আমার নামটা তোমার মোটেই পছন্দ হবে না। সার নেম জানতে তোমার নিশ্চয়ই ইচ্ছা হবে, আমার সার নেম উইলী সে নামে কিন্তু আমি পরিচিত নই। ফ্লোরিডাতে আমার জন্ম হয়েছিল। অনেক নিগ্রো আমাকে আমেরিকান ভাবত, আমিও আমেরিকান বলে ভান করতাম, সেজন্য আমার নাম ফক্স হয়েছে।

জুফ্রে উইলী নামটাই মনে রাখল, ফক্স কথাটা তার কছে মোটেই পছন্দ হল না। সে বললে, কাল দেখা করো মঁশিয়ে উইলী, দোকান বন্ধ করার সময় হয়ে এল।

আচ্ছা মিষ্টার, এখন যাই মিষ্টার জুফ্রে।

উইলী গত এক বৎসর জর্জিয়া, ফ্লোরিডা, আলবামা এবং মিসিসিপি ষ্টেটে ক্রমাগত বেড়িয়েছে। সর্বত্রই সে ক্ষেত মজুরের কাজ করত এবং এন্‌তনীর সংগে তার বিশেষ পরিচয় ছিল কিন্তু নিজের পরিচয় দেবার দরকার মনে করত না। জর্জিয়া ষ্টেটে অনেক বর্ডার লাইনারের বাস সেজন্য আটলাণ্টা সিটিতেই বসবাস করত। আটলাণ্টা সহরের যত বাসিন্দা তারা প্রায় সবটাই নিগ্রো মনে হয়। তার প্রধান কারণ হল, শ্বেতকায় অধ্যুষিত সহরে নিগ্রোরা যেতেও ভয় পেত, কি জানি "মব ফিউরী" হয়ে যায়, তখন কে রক্ষা করবে? শুধু বয় বাবুর্চি এবং নিগ্রানীরাই ইউরোপীয়ান সহরে যাওয়া আসা করে। উইলীও একটি বয়ের কাজ যোগাড় করেছিল কিন্তু চিন্তা করে দেখতে পেল, শেষটায় চাকরি করা অভ্যাস হয়ে যাবে এবং যে কাজে মনোনিবেশ করেছে সেই কাজ থেকে দূরে সরে যেতে হবে। সে চাকরি ছেড়ে দিলে এবং প্রত্যেক গোলাবাড়ীতে গিয়ে নিগ্রোদের জাগ্রত করার কাজে লেগে যায়।

এন্‌তনী নামক যুবকের সংগে স্নুরুতেই পরিচয় হয়। এন্‌তনীর বুদ্ধি ছিল, বুঝবার ক্ষমতা ছিল, কিন্তু কাজ করার উপযুক্ততা না থাকায় এন্‌তনী লেখা-পড়াতেই সময় কাটাতেছিল। এন্‌তনীর ইচ্ছা ছিল ম্যাকের সংগে উইলীর দেখা হয় এবং ম্যাক যে এন্‌তনীর অন্তরঙ্গ বন্ধু সে কথা উইলী জানতে পারে। পাহাড়ের "ডাগ আউটে" ম্যাকের সংগে উইলীর দেখা হবা মাত্র উইলী ম্যাকের হাতে টিপ দিয়ে

যে ইঙ্গিত করেছিল সে ইঙ্গিতের দুটি মানে হয় এবং প্রত্যেক ইঙ্গিতের গতিই সাধারণ জীবন হতে বিচ্ছিন্ন হওয়া। একটি বিপ্লবী দিকে, অন্যটি জাহান্নামের দিকে। জাহান্নামের দিকের কথাই ম্যাক বুঝতে পেরেছিল সেজন্য এন্‌তনীকে ভাল মানুষ বলে ম্যাক গণ্য করেনি। জুফ্রে ম্যাককে একই ইঙ্গিত করেছিল। ম্যাক উভয়কে ইতর এবং অভদ্র বলেই স্থির করে নেয় এবং প্রতিজ্ঞা করে এদের সঙ্গে কথা বলবে না।

ম্যাক এবং এন্‌তনী বাড়ীতে ফিরে আসার পর মনিব এন্‌তনীকে ডেকে পাঠালেন। এন্‌তনী পোষা কুকুরের মত মনিবের ঘরের দরজায় দাঁড়াল।

মনিব ঘর থেকে বাইরে এসেই এন্‌তনীকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিলেন। এন্‌তনী গা ঝেড়ে ওঠা মাত্র মনিব জিজ্ঞাসা করলেন, "তুই নাকি মজুর আন্দোলনে যোগ দিয়েছিস?"

আমরা ত মজুর নই হুজুর, আমরা যে হুজুরের অধীনস্থ লোক।

তবে রে হারামজাদা মজুর কাকে বলে সে সংবাদও রাখিস?

না হুজুর, আপনি বললেন, মজুর; সেজন্য আমিও বলছি মজুর-এর বেশীত কিছু জানি না।

আমি তোদের যে মাইনে দেই তাতে কি তোদের পোষায় না?

আমরা আপনার লোক, মাইনে চাইব কেন, যা দেবেন তাই নেব এবং নিতে বাধ্য।

হাঁ তাই বল্, এখন যা, দেখিস্, সি আই ও দলে ভিড়িস্ না।

সি আই ও আবার কি হুজুর।

কর্তা যখন কথা বলছিলো, কেরাণী তখন সব কথা শুনছিল। কেরাণী বাইরে এসে কর্তাকে বললে, "জরুরী সংবাদ স্যার, একটু ভেতরে আসুন।" কর্তা ঘরে যাওয়া মাত্র কেরাণী বল্লে "এরা এসব জানে না, যত না জানে ততই ভাল, দরকার হলে ফেডারেসন্ অব্ লেবার পার্টিকে

ডেকে আনব। এখন একে যেতে দেন। ম্যাক্‌কে একবার পরীক্ষা করা চাই। তবে আজ নয় কয়েক দিন পরে।

এন্‌তনীকে ছেড়ে দেওয়া হল। এন্‌তনী সোজা ঘরে গিয়ে দেখলে তার বোনটা মাতাল হয়ে শুয়ে আছে। কখন কখন হাঁ হুতাশ করছে। তার গাউনটা রক্তে ভর্তি হয়ে রয়েছে। বলার মত কিছুই ছিল না। এই ধরণের ঘটনা সর্বদা ঘটে। কে কার সংবাদ রাখে? তাড়াতাড়ি করে এন্‌তনী জুফ্রের বাড়ির দিকে চল্‌ল। পথে উইলীর সংগে দেখা। উইলীকে দেখা মাত্র এন্‌তনীর রাগ হল। এন্‌তনী রাগ করে বললে, "তুমি একটি শয়তান উইলী, অনেক দিন হয় বলছি একটি সেক্সোলজী সাপ্তাহিক বের কর; তোমার তাতে বাধে, কিন্তু তুমি জান না এতে কত উপকার হত। ধর্ষিতা স্ত্রীলোকের ছেলেদেরই মরালিটি জ্ঞান বেশী। আমার ঘরে গিয়ে দেখে এস, বোনটার কি অবস্থা। এসব কথাই সেক্সোলজী সাপ্তাহিকে ছাপালে পৃথিবীর লোক স্তম্ভিত হত। তুমি কোন দিকে যাবে এখন?

ভেবে পাচ্ছিনা কোন দিকে যাব, তোমার সংগেই যাব।

উভয়ে জুফ্রের বাড়ি গেল। জুফ্রে এক খানা লগ্‌ কেবিনে থাকত। কেবিন বেশ বড়। বার স্কোয়ার ফুট ত হবেই। দুখানা রুম। এক রুমে থাকে অন্য রুমে রান্না করে। সামনের দরজাটা বেশ শক্ত। টোকা দিলে ভেতর থেকে সারা পাওয়া যায় না। বেশ আঘাত করতে হয়। জুফ্রে বসার ঘরেই ছিল। মোমবাতির আলোতে কি লিখছিল। খিড়কী দরজা দিয়ে এন্‌তনী এক খানা কাগজ ছুড়ে মারল। কাগজ খানা দেখেই জুফ্রে দরজা খুলে দিল। উইলীকে জুফ্রে দ্বিতীয় বারে দেখল। উভয়কে বসতে দিয়ে উইলীকে জিজ্ঞাসা করল, "একে কোথা থেকে নিয়ে এনেছ মঁসিয়ে?"

আমি ত একে নিয়ে আসিনি, এন্‌তনীই আমাকে নিয়ে এসেছে, সেই তার কথা বল্‌বে। আমি এখন পথিক মাত্র।

উইলী বল্লে, "জুক্রে আর সময় কাটানো চলে না, অতি সত্বর আমাদের সাপ্তাহিক বের করতে হবে। তুমি সম্পাদক হবে, আমরা তোমার সহকারী হব। আমরা না হই অন্যান্য আরও শ্বেতকায় আছে যাদের সাহায্যে কাজ চালানো যেতে পারে।"

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে জুক্রে বললে, "দেখ না আমি রুটির ব্যবসায়ী, যদি ডলার থাকত তবে আজই সংবাদ পত্র খুলে দিতাম। আর কিছু না পারতাম তোমার বোনদের প্রতি যে অত্যাচার হচ্ছে তাই ছাপিয়ে যদি পৃথিবীর লাইবেরীগুলিতে পাঠিয়ে দিতে পারতাম তবেই অনেক কিছু হত। সংবাদ পত্রের কত দরকার তোমরা বুঝবে না, আমি বুঝি। এই লোকটির পোষাক রেশমের, এর কাছ থেকে কিছু পাওয়া যেতে পারে।"

আমার পোষাক রেশমের কে বলেছে তোমাকে, দেখছে না কত রিপু করা তবুও বলছ রেশমের।

হাঁ মঁসিয়ে যা বলছি সবই ঠিক, তবে ডলার নাও থাকতে পারে তোমার কাছে।

আমি কিন্তু এসব কুৎসিত কথা প্রচার করতে ভালবাসি না, এতে আমাদের ইজ্জত থাকবে না।

ইজ্জত যা আছে সকলেই জানে, "এ ব্লাডি নিগার্ ইজ নাথিং বাট্ এ নিগার্" এর বেশি সম্মান তোমাদের কি আছে?

যাদের একটু সাধারণ জ্ঞান আছে তারাই জানে নিগ্রোদের বাহাদুরী কত। টাকা নেই সে কথা বলতে ইচ্ছা হয় না, যেন মরক্কোর সুলতান। নেই শব্দটিই ডিক্‌সনারীতে নেই। নিগ্রোদের আবার মান ইজ্জত কি?

তোমাদের প্রাণ যে আছে তাই যথেষ্ট। এসব ছাড়, এসব হল নেহাতই বজ্জাতী। বর্ডার লাইনারদের সে জন্যই আমি দেখতে পারি না। এখন যাও এন্‌তনী, দেখব কিছু করতে পারি কি না। এসব বর্ডার লাইনার হল এক গোছের ত্রতস্‌কাইত, এরা থাকে সবটার মধ্যেই কিন্তু যখনই কোন কাজের কথা হয় তখনই যেন তেন প্রকারে বাধ সাধে। জানিনা ম'সিয়ে ফক্স সে দলের কি না?

এন্‌তনী এবং উইলী ঘর থেকে বেরিয়ে আসল। এনতনীর মনে ভয়ানক আঘাত লেগেছিল। সে মনের দুঃখ চেপে রাখতে পারল না। চোখের জল ফেলে বললে, তুমি যদি সত্যই ত্রতস্‌কাইত হও তাতেও আমার ক্ষতি নাই। তোমার মাকে আমি দেখিনি, আছেন কি নাই জানি না, কিন্তু যদি তোমার মায়ের অবস্থা কিছুটা স্মরণ থাকে তবে ভেবে দেখ আমরা কত হীন স্তরের লোক। তোমার মায়ের কথা, আমার মায়ের কথা, সকল নিগ্রোর মায়ের কথা একবার ভেবে দেখ উইলী। জীবন এবং মরণ এতুটোই জীবন নয়। এতুটার মধ্যে যা ঘটে তাকেই বলে জীবন। তোমার জীবনের খাতা খুলে দেখতে চেষ্টা করো, যদি তুমি ত্রতসকাইত হও তবে দেখতে পাবে তোমার জীবনের মধ্যে একদিন কোনও এক মুহূর্তের জন্যও তুমি কারো উপকার করো নি। এখন বিদায় উইলী, আমরা অতি দরিদ্র, তুমি দরিদ্র কি ধনী জানিনা তবে এটা ঠিক তুমি যদি ত্রতস্‌কাইত হও তবে বেশি দিন আমাদের সংগে থাকতে পারবে না। আমরা তাড়াব না নিজেই আমাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করবে।

মার্কিন মুল্লুকে মস্ত বড় একটা প্ল্যান্‌ চলছিল। আমেরিকান্‌ কমিউনিষ্টদের আন্‌-আমেরিকান্‌ বানিয়ে ইউরোপে পাঠাবার বন্দোবস্ত হচ্ছিল। ট্রটস্কির দল মার্কিন সরকারকে এদিক দিয়ে সাহায্য করবে

মনস্থ করেছিল, সেজন্য তাদের এ্যকটিভিটি বেড়ে গিয়েছিল। নিগ্রোরা, অর্দ্ধ-নিগ্রো ট্রটস্কী পন্থীদের ঘৃণার চক্ষে দেখতে আরম্ভ করেছিল, কিন্তু বর্ডার লাইনার নিগ্রোরা এসব ভাল-মন্দ হতে নির্লিপ্ত থাকত। এরা হল পেটিবুরজোয়া শ্রেণীর লোক। দরকার হলে মজুরদের সংগে মিশে মজুর ক্ষেপায় এবং কার্য্যসিদ্ধি হলেই ধনীদের দলে যোগ দেয়। বর্ডার লাইনারও সেরূপ। এরা থাকে নিগ্রোদের সংগে, নিগ্রোদের অনেক সময় ক্ষেপিয়ে লিঞ্চ করায় এবং সুযোগ পেলেই শ্বেতকায়দের সংগে মিশে যায়। উইলী সে দলের লোক ছিল না। আঘাত পেয়েছিল এবং শিক্ষিত সমাজের সংস্পর্শে আসার পর কিছুটা আত্মসম্মান জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল।

উইলী এবং এন্‌তনী ম্যাকের ঘরের দরজায় টোকা দিল। ম্যাকের মা দরজা খুলে দিলেন। ম্যাক তখন ঘুমাচ্ছিল। কি সুন্দর তার মুখটা। যে কোন যুবতী এমন মুখের চুমু খেতে চাইবে নিশ্চয়ই। চারটা কেরোসিন বাক্স একত্রিত করে তার উপর খড়ের গাদা বিছানো ছিল। বালিস ছিল না। গায়ে মাত্র একখানা কম্বল তাও স্থানে স্থানে ফুটো। কয়েকটা মাছি মোমবাতিটার চারিদিকে ভন্‌ ভন্‌ করছিল। রুমটার এক পাশে একটা উনুন। উনুনটাতে কয়েকটা রাঙ্গা আলু সিদ্ধ করা হচ্ছিল। উনুনের পাশের চেয়ারটাতে ম্যাকের কোট শুকোতে দেওয়া হয়েছিল। অন্যদিকে ম্যাকের মা শুয়েছিলেন। উইলী ঘরের অবস্থা দেখেই বুঝতে পেরেছিল এরা কত কষ্টে আছে। সাহস করে ম্যাকের মাকে এন্‌তনী জিজ্ঞাসা করল, "মা, কেমন আছেন?"

ম্যাকের মা চোখ বুজেই বললেন, "বয়স হয়েছে, শরীর চলে না, তবুও চলতে হয়, রোগ ত লেগেই আছে, মরতে পারলেই বাঁচি।"

এসব কথা কি সত্যিই বলছেন মা ?

মিথ্যা আর বলি কিসে ? যৌবন কাটিয়েছি, প্রৌরাবস্থা অতীত এখন বৃদ্ধাবস্থা। আমেরিকানরা এই অবস্থায় পেনসন পায়, আমরা পাইনা, পেতে পারি না, আমরা নিগ্রো। গাউট হয়েছে ; এসব হল পুরাতন কুৎসিত রোগের পরিণাম, এবার মরণটাই কামনা করি। যদি ডলার থাকত, সহরে থাকতে পারতাম তবে না হয় মরণকে ভয় করতাম, কিন্তু কিসের লোভে মৃত্যুকে ভয় করব ? ম্যাক বড় হয়েছে। যৌবনে তার শরীর ঢেকে ফেলেছে। মার্কিন যুবতীরা ম্যাককে চিবিয়ে খেতে চায় ; কিন্তু জান ত এর পরিণাম কি ? ম্যাকের মৃত্যুর পূর্বেই মরতে চাই, বুঝলে ?

ম্যাকের মরবার ত কোন কারণ নাই ?

তুবি এসব বুঝবে না, বর্ডার লাইনার ত, তোমরা কালোর সংগে থাক এবং সাদার গুণ কীর্তন কর। আমাদের ষ্টেটে বৎসরে শতেক যুবক লিঞ্চ হয়। সে কথা নিশ্চয়ই তোমার জানা আছে। নূতন বিপদ আবার এসেছে। কোথা থেকে ট্রটস্কি নামে একটা লোক এসেছে সেও নাকি নিগ্রোদের লিঞ্চের পক্ষপাতি হয়ে উঠেছে। একে রাম তার উপর সুগ্রীব ; ব্যাপার বড়ই খারাপ। আমি চাই না আমার ম্যাককে আমার সামনে কেউ হত্যা করে। মন ডেকে বলছে ম্যাকের দুর্দ্দিন অতি কাছে, সেজন্যই তাড়াতাড়ি মৃত্যুর ব্যবস্থা করছি।

কি করে মরবেন ?

শুধু উপবাস করে। এইত গত দশদিন হয় কাজে যাওয়া বন্ধ করেছি। ম্যাক কাজে যায়। সে যা পায় তাতে তারই পেট ভরে না। ঐ যে বাটিতে মিষ্টি আলু দেখছ এই খেয়ে আমরা আগামী কাল কাটিয়ে দেব। ম্যাক এত কম খায়, এত

পরিশ্রম করে, তবুও তার শরীর থেকে যৌবনের কম্বল খসে পড়ে না। ম্যাক যদি কুৎসিত হত, তবে তার দিকে কেউ তাকাত না, তার লিঞ্চ হবার ভয়ও ছিল না। এত করেও ম্যাকের যৌবন যাচ্ছে না, এবার আমার মরণ ছাড়া আর গতি নাই।

এবার উইলী বললে, "ম্যাকের মরণ ভয় যদি না থাকে তবে আপনি বেঁচে থাকতে পারবেন?

নিশ্চয়ই বেঁচে থাকব। যা বল তাই করব, তোমরা কি ম্যাককে বাঁচাতে পারবে?

উইলী ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলল, সে ম্যাককে বাঁচাবে এবং এক ঘণ্টার মধ্যে ম্যাক সহরের দিকে রওয়ানা হবে। সেখানে ম্যাকের মত অনেক যুবক আছে। কেউ তাদের দিকে তাকায় না। অবশ্য সেজন্য আপনাকেও কাজ করতে হবে। কাল সকালে সহরের দিকে রওয়ানা হতে পারবেন কি?

মিসেস্ ম্যাক "পারব, পারব" বলে অস্ফুট স্বরে চীৎকার করে উঠলেন এবং বিছানা থেকে উঠে ম্যাকের ঘুম ভাঙ্গাতে প্রবৃত্ত হলেন। ম্যাক ঘুম হতে উঠেই দুজন পরিচিত লোকের মুখ দেখতে পেয়ে আনন্দিত হল।

সর্ব্বপ্রথমই উইলী ম্যাককে জিজ্ঞাসা করল, "এদিকের সব শ্বেতকায় মেয়েই কি তোমাকে চায়?"

অনেকটা তাই, দু এক দিনের মধ্যে এখান থেকে সরতে হবে নয়ত মরণ অনিবার্য্য। এখানকার কেরাণীর বোনটা সব সময়ই আমার দিকে চেয়ে থাকে এমন কি তুলার বাগানে গিয়ে আমার হাত ধরে টানে। আমি কিন্তু সব সময়ই অবহেলা করে মেয়েটার হাত সরিয়ে দিই। আমার মনে হয়, যাদের অভাবের তাড়না নেই,

কোনরূপ কাজ করে না তাদেরই কামরিপু প্রবল। কেরাণীর বোন রাজা জর্জের চেয়েও সুখী। তার চারটা নিগ্রো চাকর আছে। যখন যা ইচ্ছা তাদের দ্বারা করায়। এর পরেও আমার প্রতি কড়া দৃষ্টি রাখে। যাকগে এসব কথা, আমার জন্য কিছু করতে হবে নতুবা সত্বরই শ্বেতকায় যুবকরা আমাকে মেরে ফেলবে। গত পরশুও জন্‌সন্ নামে একটা যুবক আমাকে শাসিয়ে গেছে। সে বলছিল, যদি স্থান ত্যাগ না করি তবে সত্বরই লিঞ্চ করবে। সেদিন আত্রেয়ীকে লিঞ্চ করা হয়ে গেছে। শুনতে পাওয়া যায় নূতন মজুর পার্টি করছিল এবং সেই মজুর পার্টির সংগে নাকি রুশিয়ার সম্পর্ক ছিল। সি, আই, ও নামক মজুর পার্টি নাকি আমাদের দেশের ধনীদের পোষ মেনেছে। অনেকে বলছে, আমিও আত্রেয়ীর সহকারী। বেচারা আত্রেয়ীকে কি নির্দয় ভাবে হত্যা করেছিল! সে দৃশ্য কখনও ভুলতে পারব না।

প্রথমতঃই তিনটা মাতাল আত্রেয়ীকে আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে যায়। আত্রেয়ী তখন কার্পাস গাছের গোড়ার মাটি ভেঙ্গে দিচ্ছিল। মাটি শক্ত ছিল না সেজন্য খালি হাতেই কাজ করছিল। কার্পাস গাছকে আত্রেয়ী ভালবাসত। প্রাণ দিয়ে খাটত। মন দিয়ে যখন আত্রেয়ী কাজ করছিল তখন তিনটা মাতাল এক সংগে আত্রেয়ীর ঘাড়ের উপর পড়ে। এক ঝাঁকানিতে আত্রেয়ী তিনটা শ্বেতকায়কে মাটিতে ফেলে দেয়। হঠাৎ পেছন হতে অন্য আর একজন লোক আত্রেয়ীর ডান পায়ে গুলী করে। আত্রেয়ী চীৎকার করে যখন বসে পড়েছিল তখন তিনটা শ্বেতকায় পশু আত্রেয়ীকে আক্রমণ করেই তার চোখে চাকু বসিয়ে দেয়। আত্রেয়ী অন্ধ হয়ে যায়। সে প্রাণ নিয়ে পালাতে থাকে। কিন্তু সে জানত না অথবা হয়ত ভুলে গিয়েছিল অন্ধত্বের কথা। বেশী দূর যেতে পারেনি আত্রেয়ী।

ইতিমধ্যে অনেকগুলি মার্কিন একত্রিত হয়ে যায়। তারা যখন পাইকারী হিসাবে আত্রেয়ীকে মারছিল তখন একটা মাতাল আত্রেয়ীর পিঠ থেকে এক টুকরা মাংস কেটে নেয়। তার দৃষ্টান্ত অবলম্বন করে অনেকেই চাকু যোগাড় করে এবং আত্রেয়ীর মাংস খসাতে আরম্ভ করে। এতেও কিন্তু আত্রেয়ী মরেনি। অবশেষে তার শরীরে পেট্রল ঢেলে আগুন দেওয়া হয়। এসব দেখেও কিন্তু আমি ঘাবড়াই নি। মৃত্যু যদি এরূপভাবে আসে আসুক তার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, এর কি কোন প্রতিকার নাই?

এন্‌তনী বললে, "সেদিন জুক্রের সংগে কথা হচ্ছিল। সে বলছিল, ইণ্ডিয়াতে কুরু এবং পাণ্ডব নামে দুই ভাই ছিল। প্রত্যেকেই ছিল কৃষ্ণকায় বিরোধী এবং কৃষ্ণকায়দের হত্যাকারী। ইণ্ডিয়াতে কৃষ্ণকায়দের অনার্য বলা হত। শ্রীকৃষ্ণ নামে একটি কালো লোক ছিল। সে বুঝতে পেরেছিল, যদি ভারতে কুরু এবং পাণ্ডবদের রাজত্ব চলতে থাকে তবে অনার্যদের বংশ লোপ হবে। সেজন্য সে এদের মধ্যে শত্রুতার স্থষ্টি করে এবং যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিতে সক্ষম হয়। যুদ্ধে আর্যদের একটি লোকও বাঁচেনি। সব মরেছিল এবং যুদ্ধের শেষের দিকেই আর্য এবং অনার্য-দের সংমিশ্রণে যে জাত স্থষ্টি হয়েছিল তাহারই ফল বর্তমান ভারতবাসী। আমরা সেরূপ পৌরাণিক যুগের বাসিন্দা নই, আমাদের নূতন পথ খুঁজতে হবে। এখন বাজে কথা বলে সময় কাটিয়ে লাভ হবে না, এখনই তোমাকে নিয়ে আটলাণ্টা সহরের দিকে রওনা হব। আমরা পার্বত্য পথে চলব। কেউ দেখতে পাবে না অথবা জানতেও পারবে না কোথায় গেছ। সকালে তোমায় খোঁজে যদি কেউ আসে তবে তোমার মা যেন বলেন, তুমি সহরে গেছ। তিনিও সত্বর সহরে যাবেন।

ম্যাক কোট গায়ে দিল। পায়ের জুতো ছিল কিন্তু একেবারে

অব্যবহার্য সেজন্য খালি পায়ে যাওয়াই মনস্থ করল। ঘর হতে বের হবার সময় ম্যাক্ তার মায়ের মুখে চুম্বন করল এবং বলল, "মা এবার তুমি সুখী হতে পারবে।" ম্যাকের মা কিছুই বললেন না, শুধু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ম্যাককে বিদায় দিলেন।

সর্বপ্রথম এন্তনী জুফ্রের কেবিনে গেল এবং তার দরজায় টোকা দিল। ম্যাক জুফ্রেকে জানত এবং অন্তরের সহিত ঘৃণা করত। আজ কিন্তু সে ঘৃণা প্রকাশ করল না, আনন্দিতও হল না। জুফ্রে বই পড়ছিল। দরজা খুলে দেবার পর তিনটি লোক তার ঘরে প্রবেশ করল। সেই সংগে ম্যাককে দেখে জুফ্রে ভাবল ম্যাক নপুংসক জাতীয় লোক। এখানে কেন এলে? যে কারণেই এসে থাকুক কিছু বলবার বলবার দরকার নাই। জুফ্রে ম্যাককে লক্ষ্য করে কিছুই বললে না। এনতনী কি বলতে চায় সেজন্য উৎসুক হল। প্রথমতই এন্তনী বললে, আজই আমরা আটলান্টার দিকে রওয়ানা হচ্ছি, ম্যাকের বিপদে পড়বার সম্ভাবনা রয়েছে। এর প্রাণ বাঁচানো চাই, ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।

জুফ্রে কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু বলতে পারলে না। অবশেষে বললে, "এর প্রাণ বাঁচিয়ে কোন লভে হবে বলে মনে হয় না। হয়ত অনিষ্টই হবে বেশী। ম্যাক ভয়ানক মরালিষ্ট, যাদের বাবার ঠিক থাকে না তারা মরালিটির দিকেই জোর দেয় বেশী। অবশেষে হয়ত পাদ্রী হয়ে নিজের জাতের দুঃখ দুর্দশার ভার ঈশ্বরের উপর চাপিয়ে দেবে এবং মজা করে গীর্জার পেছনের মস্ত বাড়ীটাতে স্ত্রীপুত্র নিয়ে বাস করবে। এই ধরণের লোককে সাহায্য কবার চেয়ে দূরে থেকে এদের লিপ্ত হওয়া দেখাই ভাল মনে করি।"

এসব বাজে কথা ছেড়ে দাও জুফ্রে। তুমি বলছিলে টাকা পেলে

একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করবে। টাকার যোগাড় হতে পারে, তুমি কি দোকান বন্ধ করে আটলাণ্টাতে যেতে রাজি হবে? যদি রাজী হও তবে পত্র পাওয়া মাত্র যেতে পারবে নাকি?

এখানকার নির্জন কারাবাস কে পছন্দ করে। ডলারের যোগাড় কর তারপর পত্র লিখো। আমি নিশ্চয়ই যাব।

এই কথা থাকল, এখন আমরা চল্লাম। আটলাণ্টাতে পৌঁছতে দুদিন লাগবে। পথে যদি গ্রে হাউণ্ড বাসে বসবার অধিকার পাই তবে আরও তাড়াতাড়ি যেতে পারব। মনে থাকে যেন, পত্র পেলেই তুমি আটলাণ্টাতে যাবে।

এন্‌তনী উদার প্রকৃতির লোক। যদিও সে যুবক তবুও সে বুঝতে পেরেছিল সমাজে তার এবং তার শ্রেণীর লোকের কি দুর্দশা, কিন্তু দুঃখে অস্থির হচ্ছিল না। অস্থির হলে কোন কাজ হয় না। সে জানত নিগ্রো জাতের মানসিক, চারিত্রিক, নৈতিক কোনোটারই উন্নতি হয়নি। লিন্‌কনের যুগে তারা যেমন ছিল তেমনিই রয়ে গেছে। এদের জাগাতে হবে। জাগাতে হলে চাই ভাষা, জানাবার প্রবল ইচ্ছা, আরও কত

একটি বিষয়ে এন্‌তনী নিশ্চিন্ত ছিল। নিগ্রোদের মধ্যে আমেরিকানরা কোনরূপ প্রপাগাণ্ডা চালাতে পারবে না। প্রপাগাণ্ডা চালাবার মত ক্ষেত্র এখনও তৈরী হয় নি। নিগ্রোরা আমেরিকানদের মিথ্যা প্রপাগাণ্ডায় ভুলবে না।

আটলাণ্টা

তিনজনে পথে বের হল। রাত তখন দশটা। বাইরে একটিও লোক ছিল না। পেছনের পর্বত হতে শুষ্ক শীতল বায়ু প্রবল বেগে বইছিল। ম্যাকের শীতবস্ত্র ছিল না। ঠক্‌ঠক্‌ করে কেঁপে পথ চলছিল। এন্‌তনী এবং ম্যাক প্রায় অভুক্ত ছিল। ক্ষুধায় খুব কষ্ট হচ্ছিল। ম্যাক ক্ষুধা হজম করতে অভ্যস্ত ছিল কিন্তু শীত সহ্য করতে পারছিল না। মাইল দুই চলার পর ম্যাক বলল, "কোথাও রাত কাটিয়ে সকালে পথ চলা যাবে, পাশের গোলাবাড়ীটা আমার পরিচিত, সেখানে তিনজনেই থাকতে পারব।"

উইলী বললে, পয়সা দিলে রুটি পাওয়া যাবে?

এখানে সব পাওয়া যায়। সেই বড় ষ্টোরটাতে অনেক নিগ্রো মজুর রাত্র কাটায়। সেজন্য কফি, রুটি, সিগারেট এমন কি শীতবস্ত্রও পাওয়া যায়। যাকগে আমরা এসব ত চাই না, চাই একটু গরম। চল সেদিকে যাই।

উইলী রাজি হল।

অদূরেই মস্ত বড় একটা লম্বা ঘর। ঘরটার একদিকে ষ্টোর, অপর দিকে বসবার স্থান। ষ্টোর এবং বসবার স্থানের মধ্যস্থলে একটা চুল্লী। আগুন গন্‌ গন্‌ করছিল। কফির সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ছিল। অনেকেই রুটি মাখন এবং কফি গলাধকরণ করছিল। কেউ বা পুরাতন সাপ্তাহিক সংবাদপত্র উচ্চস্বরে পড়ছিল, কেউ বিওোলা বাজিয়ে চাঁদের মহিমা কীর্তন করছিল। কেউ বা মনের দুঃখে চুপ করে বসেছিল। যারা নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছিল তারা মাঝে মাঝে লাফিয়ে উঠছিল, কি

জানি ডিউটিতে যেতে দেরী হয়ে যায়। ঘরটার এক পাশে মস্ত বড় একটা ঘড়ি। ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠা মজুর আবার চোখ বুজে নাক ডাকাতে আরম্ভ করে। ম্যাক ঘরে প্রবেশ করেই আগুনের কাছে বসল। উইলী ম্যাককে লক্ষ্য করছিল। একটু পরই তিন পেয়ালা ডবল কফি, একটা করে রুটি এবং মাখনের আদেশ দিল। ডবল কফি মানে, আধ সের কফি, একটি মগে করে দেওয়া হয়। ম্যাক কোন দিকে তাকাচ্ছিল না। আগুনের সৌন্দর্য দেখছিল আর ভাবছিল, এই আগুন আমাদের প্রাণ বাঁচায় এবং এই আগুনই লিঞ্চ হবার সময় শরীরটাকে শূকরের মাংসের মত ঝলসিয়ে দেয়। আগুনের দাহিকা শক্তি কি লোপ করা যায় না?

উইলী ম্যাককে ডাকল না। ডাকলেই নাম উচ্চারণ করতে হয়। নাম জানিয়ে লাভ নেই, ক্ষতি হবার সম্ভাবনা বেশী। ম্যাককে হাতে ধরে উঠিয়ে বললে, "এসো এদিকে। কিছু না বলেই খেতে আরম্ভ করল। রুটি সবটা খেলনা, কিছুটা রুমালে বেঁধে রাখল। কফি সবটা খেয়ে ফেলল। সে নাকি এতখানি কফি এক সংগে কখনও খায় নি।

খাওয়া হয়ে গেলে ষ্টোর কিপারের কাছে উইলী জিজ্ঞাসা করল, "কি হে, একটা পুরাতন কোট পাব?"

পুরাতন কেন, নতুনই পাবে, তিন ডলার দাম দিলে নতুন সুট পাবে, কিনতে পারবে?

দেখাও ত সুটটা?

ষ্টোর কিপার অনেকগুলি সুট বের করলে। এসব সুট আমেরিকানরা অব্যবহার্যরূপে বহুপূর্বে পরিত্যাগ করেছিল। সেই অব্যবহার্য সুট রিপু করে বেশ পরিপাটি করে নিগ্রোদের কাছে বিক্রি

করার জন্য রক্ষিত ছিল। এর দু একটা স্যুট ভাল ছিল। সেই স্যুটগুলিকেই নূতন বলে বিক্রি করা হত। উইলী একটি নূতন স্যুট বের করল এবং সঠিক দাম জিজ্ঞাসা করল।

ষ্টোর কিপার জিজ্ঞাসা করলে, দাম নগদ এবং এখন যদি দাও তবে দেড় ডলার। বাকী হলে তিন ডলার। মনিবের কাছে বিল যাবে, মনিব তোমাকে ডাকবে। তারপর যদি তুমি বল স্যুট নেওনি, তবে মহা মুস্কিলে পড়তে হবে। এসব হাঙ্গামা হতে রেহাই পাবার জন্য দেড় ডলার নগদ বিক্রি করতে রাজি আছি।

স্যুটটার মাপ ভাল করে বুঝে উইলী দেখলে ম্যাককে এই স্যুটে মানাবে বেশ। ফিট ত হবেই তাতে কোন সন্দেহ নাই। দেড় ডলার দিয়ে স্যুট কিনে কাগজে মুড়ে বন্ধুদের কাছে এসে বসল। কাগজে কি মোড়া আছে ম্যাক অথবা এন্তনী জিজ্ঞাসাও করল না। যাদের মন বৃহত্তর কাজের দিকে ধাবিত হয়েছে, তারা কখনও স্ত্রীসুলভ চাঞ্চল্য প্রকাশ করে না। খাদ্যের বিল পরিশোধ করে উইলী ম্যাক এবং এন্তনীকে জিজ্ঞাসা করলে, এখন রওয়ানা হবে?

না ভাই আর একটু অপেক্ষা কর। এত কফি খাওয়া অভ্যাস নাই, পেটে যেন খিল ধরেছে।

পেটে খিল ধরেনি, পেটটা বোঝাই হয়েছে, একটু চললেই খালি হবে। ম্যাকের জন্য একটা স্যুট কেনা হল, পথে যদি জুতো পাই তবে এক জোড়া জুতোও কিনে দেব। এখন ম্যাক ভাল করে আমার কথা শোন। নিগ্রোদের মধ্যে চরিত্রগত গলদ কারো নেই, একথা সব সময় মনে রেখো। তারপর যে সকল শ্বেতকায় আমাদের সাহায্য করছেন তারা প্রত্যেকেই চরিত্রবান। প্রত্যেকেই বিপ্লবী। মুখে মুখে বিপ্লব হয় না, এটাও মনে রেখো। জেলে গেলেও বিপ্লবীর মন টলে না।

সি, আই, ও দলের যারা জেলে যায় তারা বিপ্লবী অথবা কমিউনিষ্ট নয়, তারা হল সখের জেলবাসিন্দা। তাদের চরিত্রে দোষ আছে এবং থাকবেও, ভবিষ্যত বলে যাদের কিছু নেই তারা উচ্ছৃঙ্খল না হয়ে যায় না। তাদের সংগে আমাদের তুলনা করো না। জুক্রেকে তুমি চরিত্রহীন বলে সন্দেহ কর, এটা তোমার ভুল। চরিত্রহীন কখনও অপরের স্বার্থ বজায় রাখার জন্য নির্জন কারাবরণ করে না। ইচ্ছা করলেই সে শহরে যেতে পারে এবং তোমার মত পাঁচটা ছেলেকে গোলাম খাটাতে পারে। মাথা ঠিক রেখে চলবে। আমাদের উদ্দেশ্য কার্য সিদ্ধি করা। কাউকে শত্রু করা কোন মতেই শোভা পায় না।

সি, আই, ও মজুর পার্টি বর্তমানে সরকারের তরফ হয়ে কাজ করছে। প্রত্যেকেই মাইনে পাচ্ছে। লোক দেখানো জেলে যাওয়া তাদের অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। জেলে যেয়ে চরিত্রবানদের চরিত্র নষ্ট করা, দুর্বৃত্তদের উসকিয়ে প্রকৃত দেশপ্রেমিকদের হত্যা করা, এসব হল তাদের কাজ। আবার নূতন উপসর্গ দেখা দিয়েছে, তারা হল সোসিয়েলিষ্ট। সোসিয়েলিষ্টরা আরো খারাপ। এদের পাল্লায় এখনও পড় নি, যদি পড়তে তবে বুঝতে পারতে এ দুনিয়াতে মানুষের উপর মানুষ কত নির্যাতন করতে পারে।

ঘর হতে বাইরে গিয়েই উইলী ম্যাকের হাতে পুটুলিটা দিল। ম্যাক একটু দূরে বস্ত্র পরিবর্তন করল এবং পুরাতন কোট প্যাণ্ট সুন্দর করে ভাজ করে বগলদাবা করল।

অন্ধকার রাত। তিনজনে চলছিল। ম্যাকই প্রথম কথা বলল। ম্যাক বলছিল, আমাদের উদ্দেশ্য কি তাই প্রথম ঠিক করতে হবে। উদ্দেশ্য ঠিক হয়ে গেলে কর্ম-পদ্ধতি নিরূপণ করা সহজ। ইণ্ডিয়ার মত সাদায় সাদায় যুদ্ধ বাঁধানো সম্ভব হবে না। যদিও বা শ্বেতকায়দের

পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ হয় তবুও আমাদের পরস্পরে যখন বিবাদ হবে তখন তারা সকলে মিলে আমাদের আক্রমণ করবে। আমরা সেই আক্রমণ রুখতে পারব না। বর্তমানে বুক প্রিন্টিং এবং বুক সেলিংই কি আমাদের কাজ হয়ে দাঁড়াবে?

অনেকটা তাই, উইলী বললে।

—কোন্ ধরণের বই?

—ইণ্টারন্যাশন্যাল প্রগতিশীল।

—সে কি রকম?

—যখন পত্রিকা বের হবে তখন দেখবে।

—তারপর?

—অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা।

—এটা ইংলিশ গানের মতই হল। টিপেরারী অনেক দূরে।

একদিনে বড় হওনি ম্যাক, সেকথা মনে রেখো। এই যে গাছগুলি কালো ভুতের মত দাঁড়িয়ে আছে তারাও একদিনে বড় হয়নি। তুমি নিশ্চয়ই জানো মজুর ইউনিয়নে যোগ দিলে আমাদের লিঞ্চ করা হয়, আমেরিকান যুবতীরা আমাদের কাছে আসলেই জেলে যেতে হয়। আমরা কিরূপ দুর্দশার মধ্যে আছি তুমি কি ধারণা করতে পারনা? এই তোমার মা, আমার মা, এনৃতনীর বোন এদের অবস্থা একবার ভাব দেখি। তুমি তো নিজের সতীত্ব নিয়েই ব্যস্ত, তোমার আমার, আমাদের নিগ্রো জাতের মা বোনদের সতীত্বের কথা ভাব, দেখবে মন অধৈর্য হয়ে উঠবে, কিন্তু সেজন্য কি আমরা পাগল হয়ে যাব? আমরা পাগল হব না, আমরা ধীরে ধীরে কাজ করে যাব, যাতে প্রত্যেকটি কাজ আমাদের জাতের পক্ষে মঙ্গলদায়ক হয়। নিজের কথা ভুলে যেতে হবে ম্যাক। আমাদের কাম থাকবে,

কামুক হব না, লোভ থাকবে, লোভী হব না, আমাদের উন্নতি করব, এইকথাটী সামনে রেখে যদি পথ চল তবে কোথাও ভুল হবে না, ঠিক এগিয়ে যাবে, ঠিক একদিন "কালার বার" আমাদের দেশ হতে চলে যাবে, এবং আমরা আমেরিকান বলে পরিচয় দিতে পারব।

ম্যাক ছিল দুর্বল প্রকৃতির যুবক। যার মা দাসী, পিতা কামুক, পরিবেষ্টন দুর্বলতাপূর্ণ, তারাই এরকম হয়ে থাকে। সে চলতে পারছিল না, অথচ প্যাণ্ট পরার সময় কেউ তাকে উলঙ্গ দেখেনি ত সেকথাই ভাবছিল। চিন্তা অনেকক্ষণ চেপে রাখতে পারে নি। উইলীকে জিজ্ঞাসা করলে, প্যাণ্ট পরবার সময় তাকে কিরূপ দেখাচ্ছিল?

কিছুই বুঝলাম না, ম্যাক, তুমি কি বলতে চাও?

"আমি যখন প্যাণ্ট পরছিলাম তখন তোমার দৃষ্টি কি আমার উপর ছিল না?" ম্যাক বললে।

উইলী অন্য ধাতের লোক, সে কিছু চিন্তা না করেই ম্যাকের চুল ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, হারামজাদা, শূয়ারণীর বাচ্ছা, তোর দিকে তাকাবার কি দরকার রে, পথ চল, রাত্রের মধ্যে কোথাও আশ্রয় নিতে হবে। আজ তোকে দেখাব, বুঝলি।

এন্‌তনী উইলীকে কিছুই বললে না, শুধু পথ চলতে ছিল। পাহাড়ে পথ, প্রবল শীত, পথ চলাই কষ্টকর, এর পর অন্য চিন্তা করা মোটেই চলে না। এদিকে নিগ্রো মজুর হাউসও খুবই কম। সকাল বেলা একটি নিগ্রো মজুরদের বিশ্রামাগার পেয়ে তাতেই তিনজনে আশ্রয় নিলে। ঘরটার ঠিক মধ্যস্থলে পার্টিসন করা ছিল। পেছনের দিকে অনেকগুলি বিছানা পাতা। একটা করে জাজিম এবং দুখানা করে কম্বল। একটি বিছানাতেও বালিশ ছিল না। তার পেছনে ছিল রেষ্টরুম। রেষ্টরুম হ'তে দুর্গন্ধ আসছিল অনবরত। সামনের দিকটাতে কাফি, রুটি মাখন

এবং দুধ বিক্রি হচ্ছিল। সকলেই কিছুটা করে খেয়ে পেছনের দিকে চলে গেল। সেখানে কেউ ছিল না। উইলী চটে রয়েছিল। ম্যাকের কিছুটা জ্ঞান হয়েছিল। উইলী ম্যাককে পুনরায় সাবধান করে বললে, "দেখ্ ম্যাক, তুই পুরুষ কি স্ত্রীলোক সেটাই আজ আমাকে জানতে হবে। যদি যুবতী হস এক্ষণই তোকে ঘরে দিয়ে আসব। পুরুষ যদি হস্ তবে আমরাই তোকে লিঞ্চ করব।" ম্যাক কিছু না বলেই কম্বল ঢাকা দিয়ে শুয়ে থাকল। বিকালের দিকে সকলেরই ঘুম ভাঙ্গল এবং উইলীর অর্থে কিছু খেয়ে সন্ধ্যার অপেক্ষায় রইল।

ঠিক পাঁচটার পর মজুরের দল মজুরগৃহে প্রবেশ করে কেউ উচ্চ কণ্ঠে হাসতে ছিল, কেউ বা চুপি চুপি কথা বলছিল আর কেউ বা নির্বাক হয়ে মাটিতে বসে হাঁপাচ্ছিল। অনেকেই মাতাল। দ্বিপ্রহরে প্রচুর মদ খেয়ে এদের অনেকের শরীরের শক্তি নষ্ট হয়েছিল। উইলী এ অঞ্চলে প্রায়ই আসত। ব্যাপার কিছু হয়েছে বুঝতে পেরে সে একজনকে জিজ্ঞাসা করলে, "কি হয়েছে?"

হবে কি, আমাদের মেরী পুত্র জোসেফ আজ ক্রুসিফাইড হয়েছেন।

এর মানে?

একটু বেশী খেয়েছিল। কাজে যেতে বিলম্ব করার জন্য কর্তা তাকে কয়েকবার বুটের আঘাত করেন, অবশ্য কর্তার বুট খারাপ হয়নি, জোসেফের সার্ট তত ময়লা ছিল না। সে কথা উচ্চ কণ্ঠে বলতে পারি। তার স্ত্রী প্রায়ই তার সার্ট পরিষ্কার করত তা আমি জানি। বসের বুট কোনো মতেই কদর্য হয়নি।

বসের বুট ত কদর্য হয়নি কিন্তু জোসেফের কি হল?

তার আবার হবে কি? মরে গেছে, কবর দিয়ে এসেছি। বস্ বলছিলেন, আমাদের শরীরের চর্বিতে ভাল সার হয় সেজন্য তারই

জমিতে কবর দিয়েছি। বেশ শশা হবে, আগামী বারে খাওয়া যাবে।

জোসেফের স্ত্রী সংবাদ পেয়েছে ?

কি জানি বাবু, এই ত কাজ থেকে এলাম। এক মগ কাফি খাই তারপর এসব বাজে কথা চিন্তা করব।

তোমাকে যদি কাল মেরে ফেলে তবে তোমার স্ত্রী কি করবে ?

আমার স্ত্রী ত বসের বাড়ীতে থাকে, তার দুটা ছেলে হয়েছে শুনেছি। বস্ তাকে বড্ড ভালবাসেন।

তুমি থাক কোথায় ?

এখানে থাকি, আমার কাঠের ঘরটা ভেঙ্গে গেছে। মেরামত করতে পারিনি, মেরামত হলেই ঘরে থাকব। স্ত্রী আসবে না শুনেছি, তাকে নাকি ডিস্‌ইন্‌ফেক্ট করা হয়েছে, কোনও নিগ্রো তার কাছে যেতে পারবে না।

শুনলে ম্যাক, এর পরেও তোর হুস হয় না, শয়তানের বাচ্চা।

সন্ধ্যার পূর্বে তিনজনে পথ ধরল। এখান থেকে বড় পথ ধরে যেতে হবে। পথের দুদিকে বনজঙ্গল ছিল না। অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যায়। তিনটা লোক তিনটা ভূতের মত চলছিল পথ ধরে। উইলীর কি খেয়াল হল, সে এন্‌তনী এবং ম্যাককে বললে, এখন আমি শ্বেতকায়ে পরিণত হব। পাছে যদি কোনো বিপদ হয় তোমাদের রক্ষা করতে হবে, অতএব তোমরা আমাকে বস্ বলবে।

একটু এগিয়ে যাবার পরেই দেখতে পেলে তিনটা আমেরিকান্ একটি অন্ধ নিগ্রো যুবতীর উপর পাশবিক অত্যাচার করছে। উইলী তাদের দিকে তাকাল না, তাড়াতাড়ি করে হাঁটতে আরম্ভ করল। তিনটা শ্বেত-কায় পশুকে শুনিয়ে ম্যাক ও এন্‌তনীকে বললে, "সাবধান হারামজাদা

নিগার, এদিকে তাকাস নে, তোদের বংশবৃদ্ধি করা হচ্ছে।" তাকাবার মত মনোবৃত্তি কারো ছিল না। এনৃতনী এবং ম্যাক মাথা নত করে চলছিল। চলার প্রথম ভাগেই একটা দুর্ঘটনা দেখে সকলের মনই দুঃখিত হল। এর কি প্রতিকার সে কথাই সকলে চিন্তা করছিল কিন্তু প্রতিকারের উপায় খুঁজে পাচ্ছিল না। এ সবের প্রতিকার তাড়াতাড়ি চাই নতুবা নিগ্রো জাত লোপ পাবে, এই ছিল তাদের আশঙ্কা। একই চিন্তা তিনজনের মাথায় একই ভাবে ক্রিয়া করছিল। সমালোচনা করার মত মন কারো ছিল না, শুধু পথ চলারই ক্ষমতা ছিল। তারা পথ চলছিল চিন্তাশূন্য হয়ে।

এইদিকের হাইওয়ে বড়ই সুন্দর। হাইওয়ের দুইদিকে ফুটপাতও ছিল। এরা ফুটপাথ ধরে চলছিল। দিনের বেলায় নিগ্রোদের হাই-ওয়েতে চলার অধিকার নাই। যদি কেউ সাহস করে পথ চলে এবং কোনও শ্বেতকায় দেখতে পায় তবে অমনি তাকে ধরে নিয়ে কোনও কাজে লাগিয়ে দেয়। সেই কাজের জন্য মজুরী কয়েক টুকরা রুটি। কাজ করতে যদি কেউ আপত্তি করে তবে হয় লিঞ্চ নয় এমনি ভাবে অত্যাচার করা হয়, যাতে অনেকেরই হসপিটাল যাবার পথে মৃত্যু হয়। সেইজন্যই নিগ্রোরা রাতে পথ চলতে পছন্দ করে।

উইলী ম্যাককে বললে, "ওরে হারামীর বাচ্চা, কাম রিপুরও দরকার আছে জেনে রাখিস। কামের সংগে ক্রোধের নিকট সম্বন্ধ। যাদের কাম নাই তাদের ক্রোধও থাকে না। ক্রোধের সংগে ব্যক্তিত্বের অস্তিত্বের নিকট সম্বন্ধ রয়েছে। শ্বেতকায়রা মানুষ, সেজন্য তাদের যেমন কাম, তেমনি ক্রোধ এবং সেই সংগে ব্যক্তিত্ব রয়েছে। তোর কামও নেই, ব্যক্তিত্বও নেই, বুঝলি ?"

ম্যাক চুপ করল, বুঝল তার মানসিক দুর্বলতা। মনে রাখল এই দুর্বলতার প্রায়শ্চিত্ত সাহসের সংগে আত্মবলিদান।

আটলাণ্টা সহরে যারা একবার গিয়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই অনুভব করেছেন, এই সহরে নিগ্রোদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। নিগ্রোদের সংখ্যা বৃদ্ধি দেখে অনেক আমেরিকানের হৃদকম্প আরম্ভ হয়েছিল। কি করে নিগ্রোদের সংখ্যা কমানো যায় সেজন্য অনেকের মাথায় ব্যথা আরম্ভ হয়েছিল। এই সহরে দুই রকমের শ্বেতকায় দেখা যায়। নবাগত এবং পুরাতন বাসিন্দা। প্রতি বৎসরই ইউরোপ হতে শ্বেতকায়দের ইমিগ্রেণ্ট হিসাবে আনা হয়। হাংগেরীয়ান, শ্লাভ, জার্ম্মাণ ইংলিশ, স্কচ, ফরাসি ইত্যাদি। ইউরোপ হতে যারা নূতন আসে তারা প্রায়ই ইংলিশ জানে না এবং ইংলিশ শিখবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। ইংলিশ না শিখলে পূর্ণ নাগরিকত্ব পাওয়া যায় না। যারা পুরাতন বাসিন্দা তারাই নিগ্রো ভয়ে ভীত।

অনেকেই জানেন না আমেরিকাতে শ্বেতকায়দের মধ্যে যারা অদম্য তাদেরও লিঞ্চ করা হয়। শ্বেতকায়দের যখন লিঞ্চ করা হয়, তখন কোনও সংবাদপত্রে তাদের নাম উঠে না এবং সাধারণ লোক সেই সংবাদ পায় না। বিষয়টা সম্পূর্ণ সেক্স সংশ্লিষ্ট অথবা পলিটিক্যাল। আটলান্টা সহরে দুই একজন শ্বেতকায়দকে লিঞ্চ করা হয়নি বলা চলে না। শ্বেতকায়দের যে কারণে লিঞ্চ করা হয়, নিগ্রোদের সে কারণে আদৌ লিঞ্চ করা হয় না। অমেরিকানরা শ্বেতকায় রমণীর উপর যখন পাশবিক অত্যাচার করে তখনই তাকে লিঞ্চ করা হয়। এবং সামান্য অত্যাচার করার পর তাহাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এতে কারো আপত্তি করার কিছু থাকে না। কিন্তু নিগ্রোদের বেলায় তার উল্টো। কারণে অকারণে নিগ্রোদের সংখ্যা কমান চাই। আটলান্টা সহরে নিগ্রো হত্যা

অনেকটা নিবারণ হয়েছিল, কারণ এদের সংখ্যা এতই বেশি যে একটাকে মারলেই দশটা মিলে চিৎকার আরম্ভ করে দেয়। ব্যাটারা চুপচাপ করে মরতেও জানে না। এই দুঃখেই আটলান্টার শ্বেতকায়রা বিমর্ষ হয়ে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছিল।

আটলান্টা সহরে নবাগত নিগ্রোরা পুলিশের দৃষ্টি এড়াবার জন্ম সব সময়ই চেষ্টা করে। পুলিশ মনে করে, যদি গ্রাম ছেড়ে নিগ্রোরা সহরবাসী হয় তবে গ্রামের কাজ কে করবে? সেজন্মই নূতন লোকদের সহজে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। এদিকের নিগ্রোরাও চতুর হয়েছে। তারা বড় পথ দিয়ে সহরে প্রবেশ করে না। অপরিষ্কার গলিপথে নিগ্রোদের এলাকায় প্রবেশ করে এবং অভিনয় করে যেন পুরাতন বাসিন্দা।

উইলী আগে এবং ম্যাক ও এন্‌তনী পেছনে চলছিল। উইলীকে দেখলে কেউ ভাবতে পারত না সে একজন অশ্বেতকায়। উইলী বড় পথ দিয়েই সহরে প্রবেশ করছিল। বেলা তখন দশটা। আকাশ পরিষ্কার। নীল আকাশের একপাশে দাঁড়িয়ে সূর্য মিষ্টি উত্তাপ বিতরণ করছিল। সারারাত না ঘুমানোর জন্মে প্রত্যেকের মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। একটা পুলিশ উইলীর হাত ধরে জিজ্ঞাসা করলে, "এদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?"

উইলী একটু হাসলে, তারপর বললে, আমার বাড়ীতে, এরা আমার চাকর।

বেশ সুন্দর জোড়া মিলিয়েছ, মিষ্টার।

পোষ মানলেই হয়।

পুলিশটা চোখ টিপে একটু হেসে বললে, "কেন পোষ মানবে না, আলবৎ মানবে, যদি পোষ না মানে তবে আমাকে সংবাদ

দিও। সহর থেকে তাড়িয়ে দেবো। তোমার ঠিকানা কি মিষ্টার ?"

আমি হলাম উইলী পরিবারের লোক, অনেকগুলি বাড়ী আছে। আমার নাম উইলী। যে কোন বাড়ীতে সংবাদ দিলেই আমাকে পাবে। সুন্দর নিগ্রো যুবক সংগ্রহ করা হল আমার হবি, বুঝলে জ্যানি।

পুলিশ উইলীকে সুপ্রভাত জানালে।

প্রত্যুত্তরে উইলী সুপ্রভাত বললে এবং সহরে প্রবেশ করে সন্নিকটের এক নিগ্রো হোটেলে আশ্রয় নিলে। নিগ্রো হোটেল প্রায়ই অপরিষ্কার এবং দাম বেশি। কুড়ি সেন্টের কম কোথাও থাকা যায় না। বিছনাতে উকুনে ভর্তি থাকে। উইলী চিৎকার করে পরিচারিকাকে ডাকলে। পরিচারিকা বত্রিশটা দাঁত বের করে অনেকক্ষণ হাসার পর জিজ্ঞাসা করলে, "কি চাই বস্ ?"

তোমার মুণ্ডু চাই। বেডসীট্‌গুলি বদলে দাও, উকুনের কামড় যেননা খেতে হয়। আমরা প্রত্যেকে স্নান করব, বাথটাব পরিষ্কার করতে হবে। তোমরা শুধু পেনী আদায় করতে জান, কাজের ক অক্ষরটি জান না।

বস্, আমরা নিগ্রো। এটাই যে আমাদের স্বর্গ।

তোমাদের স্বর্গ জাহান্নামে যাক। তিনটা রুম ভাল করে পরিষ্কার কর, তারপর দেখব স্বর্গ কত দূরে। তাড়াতাড়ি করে কাজ কর।

ইতিমধ্যে ম্যাক প্রতিবাদ করে বললে, তিনটা রুমের কোন দরকার নেই একটাতেই হবে। যে রুমটাতে তুমি থাকবে, আমরা তারই মেঝের উপর শুয়ে থাকব।

পয়সার দিক দিয়ে হোটেল মালিক তিন জনের জন্য কুড়ি সেন্টে রাজি হবে কি না জিজ্ঞাসা করে নাও।

ম্যাক পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল, এক রুমে থাকা আর তিন রুমে থাকা একই কথা। ষাট সেণ্ট দিতে হবেই। উপায়ান্তর না দেখে ম্যাক মধ্যের রুমটা বেছে নিল।

উইলী ধূর্ত লোক, সে ম্যাককে মধ্যের রুমে থাকতে দিল না। পাশের রুমে থাকতে বলল এবং মধ্যের রুমে নিজে থাকবে বলল। ম্যাকের এখানে বলার মত কিছুই ছিল না। পাশের রুমেই প্রবেশ করল।

উইলী স্নান করতে গেল এবং এন্‌তনী এবং ম্যাককেও স্নান করবার জন্য প্রস্তুত হতে বলল। ম্যাক এবং এন্‌তনী জীবনে কখনও টাবে স্নান করেনি। উইলীর স্নান হয়ে গেল এন্‌তনী এবং ম্যাককে স্নান করতে আদেশ করল এবং কি করে স্নান করতে হয় বলে দিল। এদের শরীর হতে এত ময়লা বের হয়েছিল যে উইলী সামনে থেকে টাব পরিষ্কার করিয়ে তারপর বাথ রুমের দরজা খুলেছিল। স্নানের পর এন্‌তনী এবং ম্যাকের চেহারা খুলে গেল। কাঁচা সোনার মত রং বেরিয়ে পড়ল। এদের শরীরের রং এবং সুন্দর গঠন দেখে এন্‌তনী ভাবলে, এমন সুন্দর চেহারা এরা কোথা হতে পেল? স্নানের পর ভোজন, তারপরই নিদ্রা। শরীর প্রত্যেকেরই দুর্বল হয়েছিল। ম্যাক এবং এন্‌তনী মরার মত ঘুমোচ্ছিল। উইলী ইচ্ছা করেই ঘুমালে না। সে এক পেয়ালা কড়া কাফি খেয়ে সহরে বেড়িয়ে পড়ল। উদ্দেশ্য একটি প্রেসের সন্ধান করা।

উঁচু নীচু সহর, উইলীর হাঁটতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। কয়েকজন লোকের সঙ্গে উইলীর পরিচয় ছিল। তাদের কাছে প্রেসের সন্ধান চাওয়াতে প্রত্যেকেই বলছিল, "প্রেস দিয়ে আর কি হবে, প্রেসের সংবাদ শুধু আমরাই জানব, বিদেশে ত আমাদের কথা পৌছবে না।

যে পর্যন্ত বিদেশে আমাদের দেশের সংবাদ না পৌছে সেই পর্যন্ত আমরা যাই করি না কেন কিছুতেই কিছু হবে না।" তারপর যদি বেশী বাড়াবাড়ি কর তবে হয় একটি ডিনামাইট নয়ত একটি বোমা। হাজার হাজার ডলার এক মিনিটে উড়ে যাবে, সেই সংগে কয়েকজন প্রেসম্যানেরও প্রাণ যাবে। মনে রেখো, রাষ্ট্রক্ষমতা যাদের হাতে থাকে তাদের পক্ষে উলটপালট করা অতি সহজে সম্ভব হয়। উইলী তর্ক করত না, প্রেস চাই, প্রেস না হয় ভাড়া করেই কাজ চালাবে, ঠিক করে হোটেলে ফিরে এল।

সেদিনই জুক্রের কাছে চিঠি পাঠিয়ে উইলী একটি শিশু নার্সারী দেখতে গেল। সেখানে পরিত্যক্ত শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। নিগ্রো শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ নিগ্রোরাই করত। বড় নার্সের কাজ করতেন একজন আমেরিকান্ মহিলা। তাঁরই আদেশে শিশুদের খাদ্য বণ্টন করা হত। চারটার পর থেকেই দর্শকদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হয়। উইলী শিশুদের বক্সের কাছে যেয়ে প্রত্যেক শিশুর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিল। কয়েকটী শিশুর অবস্থা মরমর দেখে একজন নিগ্রো নার্সকে জিজ্ঞাসা করলে, এদের কি হয়েছে?

জানিনা বস্, এরা সত্বরই মরবে।

—কি খেতে দেওয়া হয়?

—আগে এরা খাবার জন্য কাঁদত, এখন খেতে চায় না।

—যখন এরা খেতে চাইত তখন কি এদের খেতে দেওয়া হ'ত না?

—না, দিলেও শুধু জল।

যখন নিগ্রো নার্সের সংগে কথা হচ্ছিল, তখন শ্বেতকায় আমেরিকান্ মহিলা উইলীর কাছে আসলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, "কি কথা হচ্ছে বস্?"

উইলী বললে, "জিজ্ঞাসা করছিলাম এরা কবে মরবে ?"

—এরা কি মরতে চায় বস্, একেবারে রক্তবীজের বংশ। আমেরিকান্ শিশু হলে কবে মরে ভূত হয়ে যেত, কিন্তু এরা যে নিগ্রো। জল খেয়েও প্রায় দু সপ্তাহ বেঁচে আছে।

পটাশিয়াম সাইনেড দিলেই ভাল হয়, এদের সংখ্যা যত কমে ততই আমার মন খুসী হয়।

সবই হয় বস্, তবেইত বক্সের সংখ্যা বাড়ে না, নতুবা এখানে এদের রাখবার যায়গা হত না।

উইলী একটু ধৈর্য ধরে বললে, "আমার মতে পটেসিয়াম সাইনেড্ ভাল। আমরাত তাই ব্যবহার করি মেম্, আমাদেরও একটা শূয়ারের খোয়াড় আছে। আজকাল নিগ্রোদের মানুষ বলেও ঘৃণা হয়, এদের শূয়ার বলাই ভাল, কি বলেন মেম্।

আমেরিকান্ নার্স বললে আমিও তাই বলি। এদেশে যতগুলি নিগ্রো নার্স আছে তারা আমার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখে সেজন্যই বিষ-প্রযোগে বাধা পাই। নিগ্রো শিশুদের খরচ বাবদ যা খরচ করা হয় তা দিয়েও নিগ্রোরা শিশু নিয়ে যায়। একেত নিজে খেতে পায় না তারপরে শিশুদের নিয়ে যায়, কি জানি কি খাইয়ে মানুষ করে ? ওরা বাতাস খেয়েও বাঁচে বস্। মানুষ ত নয়, একেবারে বনমানুষ, কি শক্তি রাখে, ভাবলেও মাথা খারাপ হয়। এখানে গড়পরতা কত নিগ্রো শিশু হত্যা করা হয় উইলী জিজ্ঞাসা করলে ?

দৈনিক একটা ত হয়ই, সুযোগ পেলে দুটাও হত্যা করা হয়, আমেরিকান্ নার্স আনন্দের সহিত বললে।

তাই করুন নার্স, উইলী·আত্মগোপন করে বললে।

অরফেন্ হাউস থেকে বের হয়ে উইলী চোখের জল আর রাখতে

পারলে না। ঝরঝর করে তার চোখ হতে জল পড়তে থাকল। রুমাল দিয়ে চোখ মুছে একটা ট্যাক্‌সিতে বসল। ট্যাক্‌সি হু হু করে সেনট্রাল পার্কের দিকে চলল। উইলী মেয়েদের মত গলা খুলে রোদন করে কিছুটা আরাম পেল।

উইলী আত্মসম্বরণ করে জুফ্রের জন্য অপেক্ষা করতেছিল। সপ্তা খানেক পর একদিন জুফ্রে আটলাণ্টাতে পৌঁছল। জুফ্রে আটলাণ্টাতে এসেই নিজের নামে একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকার লাইসেন্স নিল। অন্যের প্রেসে কাজ করাই ঠিক হয়েছিল। সাপ্তাহিকের নাম দেওয়া হল "নিগ্রো," সম্পাদক মঁসিয়ে জুফ্রে, প্রকাশক মঁসিয়ে জুফ্রে, ম্যানেজার মঁসিয়ে জুফ্রে। প্রথম সংখ্যাতেই নিগ্রো জাতের দোষের কথা বলা হয়েছিল। এর পরের সংখ্যায় বলা হয়েছিল কেন নিগ্রোরা দোষ করে? দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হওয়া মাত্র ম্যাকের মা আটলাণ্টাতে চলে এলেন। তিনি দরজায় দরজায় যেয়ে "নিগ্রো" পৌঁছে দিতে থাকলেন। প্রথম সপ্তাহেই ম্যাকের মা কমিশন বাবদ ঊনত্রিশ ডলার পেলেন। তিনি এত ডলার এক সংগে কখনও দেখেন নি। আটলাণ্টা সহরে আসার পর তিনি ছিলেন একটি হোটেলে, দৈনিক দশ সেণ্ট করে রুম ভাড়া দিতেন। মামুলি ধরণের একটা বিছানাও ছিল। এতগুলি ডলার পাবার পরই তিনি বার ডলার মাসিকে একখানা রুম ভাড়া করলেন। কি সুন্দর তার বিছানা। স্প্রিংএর খাট তার ওপর গদি এবং তার উপর তোষক। ধবধবে চাদর ও ফেদারের বালিশ অতীব আরাম দায়ক। স্নানের টাব তার সঙ্গে গরম ও ঠাণ্ডা জলের পাইপ। নূতন রুমে এসে গরম জলে ভাল করে স্নান করার পর তার শরীরের আর্দ্ধেক রোগ উপশম হয়েছিল। রুমের মধ্যেই গ্যাসের উনুন ছিল। রান্না করার বাসনও পেয়েছিলেন।

খাদ্যের অভাব ছিল না মোটেই। যেদিন ম্যাক তার রুমে আসত সেদিন সে ঘুমাত একটা সোফাতে, খেত তার মায়ের সংগে। নিগ্রো সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হবার পর আর কিছু না হউক ম্যাক এবং তার মায়ের অভাব মোচন হয়েছিল।

অভাব মোচন হয়েছিল ম্যাক এবং তার মায়ের কিন্তু নিগ্রো সমাজের বেশি উন্নতি হচ্ছিল না। এক জন নিয়ে একটি সমাজ নয়। ম্যাক খাওয়া থাকার স্থান সবই পাচ্ছিল কিন্তু পাচ্ছিল না মনের শান্তি। যেদিন ম্যাক শুনতে পেয়েছিল অরফ্যান্ হাউসে শিশু হত্যা করা হয় সেদিন থেকে তার প্রাণে বেশ বড় রকমের আঘাত লেগেছিল। তার মানষিক দুর্বলতা একেবারে লোপ পেয়েছিল। ম্যাক মানুষ হয়েছিল। জুফ্রেকে একটুও ঘৃণা করত না। এক দিন কথা প্রসঙ্গে জুফ্রেকে ম্যাক জিজ্ঞাসা করলে, "এই সংবাদপত্র ছাপানো এবং বিক্রি করাই কি জীবনের লক্ষ্য ?"

প্রথমত খেয়ে বাঁচ ম্যাক ; তারপর অন্য কথা। এখনও আমাদের সাপ্তাহিকের এক লাখও বিক্রি হয় না। এই সংবাদ পত্রের মারফতেই আমরা অনেক কিছু করতে পারব। আমাদের এক কপিও আজ পর্যন্ত বিদেশে পৌঁছেনি। আমাদের সংবাদপত্র যদি বিদেশে পৌঁছাতে হয় তবে নিউইয়র্ক এবং স্যানফ্রানসিস্কোতে এজেণ্ট রাখতে হবে। যেমন তেমন এজেণ্ট হলে হবে না, বিশেষ অভিজ্ঞ এজেণ্ট দরকার।

আমার মনে হয় এই দুই সহরের কোন একটাতে আমাদের প্রধান অফিস খুলে এদিকে রিপোর্টার রাখলেই চলবে।

তা হয় না ম্যাক, এখানে আমাদের থাকতে হবে। যাদের কথা লেখা হচ্ছে তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম প্রচার চালাতে হবে। গোড়া কেটে আগায় জল ঢাললে কিছুই হবে না। উত্তরের লোক ব্যবসায়ী তারা এসবের

ধার ধারে না। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও আমাদের সংবাদপত্র সাধারণের কাছে পৌঁছে না। আমাদের সংবাদপত্র যদি সাধারণের কাছে পৌঁছাতে চাও তবে অনেক লোকের দরকার, লোক কোথায়? তুমি লোক ধরায় আত্ম নিয়োগ করতে পারবে। চিন্তা করে দেখি, ব্যাপারটা বড়ই গুরুতর। উইলী এক রকম পাগল হয়েছে। তার দ্বারা কোনও কাজ হবে মনে হয় না। এক ডলার চাইলে হাজার ডলার দিয়ে দেয়। টাকা দিলে যদি সব কাজ হ'ত তবে ত কোন কথাই ছিল না। এক কাজ কর ম্যাক, মেক্‌সিকোর সীমান্ত হতে আরম্ভ করে আমেরিকার দক্ষিণ ষ্টেটগুলিতে তুমি এবং আর কেউ ভ্রমণ আরম্ভ কর এবং সর্বত্র এজেন্ট ঠিক করে এস। মনে রেখো এজেন্টগুলি যেন আমাদের মতই হয়, টাকা আত্মসাৎ করার মত প্রবৃত্তি যেন তাদের না থাকে।

আচ্ছা দেখব মঁসিয়ে, বলেই ম্যাক ঘর হতে চলে গেল। এই ধরণের ব্যবসা মোটেই তার পছন্দ হচ্ছিল না। সে চাইছিল বিপ্লবী মতে কাজ করা। দাঁতের বদলে দাঁত, নখের বদলে নখ, চোখের বদলে চোখ। নিগ্রো পত্রিকাতে যখনই কোনো হাল ফ্যাসনের প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'ত তখনই সে প্রতিবাদ করত। তার প্রতিবাদে অনেক কাজ হয়েছিল। নিগ্রো ব্যবসায়ী পত্রিকা মোটেই হয় নি। হয়েছিল জাতিগত পত্রিকা, সেজন্য কাটতি হত বেশি করে।

নিগ্রো পত্রিকা ছাপা আরম্ভ হবার পর থেকে অনেক শ্বেতকায়ের সেদিকে দৃষ্টি গিয়েছিল। পত্রিকা ছাপা হ'ত অন্যের প্রেসে। প্রেস নষ্ট করলে আমেরিকানের ক্ষতি হয়, ব্যবসা না করলেও তদ্রূপই ক্ষতি সেজন্য এক দল জুক্রেকেই লিঞ্চ করবে মনস্থ করল। জুক্রে লিঞ্চ হবার জন্য প্রস্তুত ছিল। সে বুঝতে পেরেছিল দক্ষিণের শ্বেতকায়দের একটু হুস্ হবে যদি তাকে লিঞ্চ করা হয়। কিন্তু তার ভুল হয়েছিল।

দক্ষিণের শ্বেতকায়রা অনেক বৃটেনকেও লিঞ্চ করেছিল, সেজন্য তারা একটুও অনুতপ্ত হয়নি, বরং একটা বা ততোধিক শত্রুকে নিহত করতে পেরেছে বলে আত্মশ্লাঘা করেছে। ব্যাপারটা গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে দেখে জুক্রে কলম ঘুরিয়ে দিল। নূতন যে সংখ্যা বের হল তাতে থাকল শুধু নাচ গান হল্লার সংবাদ এবং সেই সংগে থাকল বয়েজস্কাউট, গান গাইয়েদের প্রেমের কাহিনী।

ম্যাক অনেক প্রতিবাদ করেছিল কিন্তু উইলী প্রতিবাদ করে বললে "এখনও জুক্রেকে হারানোর সময় হয়নি। জুক্রে আরও কয়েক বৎসর বাঁচুক তারপর লিঞ্চ হতে কুণ্ঠিত হবে না।"

ম্যাক বললে, "আমি লিঞ্চ হতে প্রস্তুত, আমার নাম দিয়ে পত্রিকা ছাপানো হউক"।

উইলী এরও প্রতিবাদ করলে। অবশেষে ম্যাক যখন কিছুতেই মত পরিবর্তন করতে রাজি হল না তখন উইলী বললে, "যদি লিঞ্চ হবারই সাধ থাকে তবে তোমার মায়ের সম্মতি নিয়ে এস, শুধু তাই নয়, তোমার মাকে আমাদের সামনে সম্মতি দিতে হবে, এর পূর্বে নয়।"

যারা বন্দুকের গুলিতে মরে তাদের মৃত্যু যন্ত্রণা বোধ হয় কম হয়। সাধারণত দেখা যায় যখনই গুলি শরীরে বিদ্ধ হয় তখনই লোকটি মাটিতে পরে যায় এবং দু' এক মিনিট ছটফট করে মারা যায়। পাঁচ মিনিট বোধ হয় লাগে না। সে মৃত্যু আরামদায়ক বই কি? মাথা কেটে ফেলা বোধ হয় আরও ভাল। মৃত্যুর পূর্ব পর্য্যন্ত যত ভয় তার পরই সব শেষ; কিন্তু, লিঞ্চ বাপরে! কত কষ্টকর, ভাবতেও ভয় হয়। লোকটাকে প্রথমত বেঁধে ফেলা হয়, তারপর তার সর্বাঙ্গে Tar oil (তার তেল) লাগিয়ে দেওয়া হয়। তার তেল লাগানো মাত্র

শরীর জ্বলতে থাকে, তার পর আগুন। সেই আগুণ যখন সর্বাঙ্গে ধরে যায় এবং চড় চড় করে জ্বলতে থাকে তখন কেমন লাগে? এর পূর্বে যদি মরণ হয় তবু ভাল কিন্তু তখনও জীবিত, তখনও চোখে দেখে, তখনও কানে শুনে, তখনও চিন্তাশক্তি থাকে; একে বলে লিঞ্চ। ম্যাক সেই লিঞ্চের অপেক্ষায় ছিল। ভয়ে ভীত হয়ে নয়, বীরের মত। লিঞ্চ হবার জন্য সে উৎসুক হয়ে অপেগা করছিল।

উইলীর আদেশে সেদিন ম্যাক তার মায়ের কাছে গিয়েছিল। ম্যাকের মা সবে মাত্র নিগ্রো পত্রিকা বিক্রি করে বিক্রির হিসাব করছিলেন। ম্যাককে দেখেই চিন্তিত মনে জিজ্ঞাসা করলেন "কি হয়েছে ম্যাক?"

কিছু হয় নি মা, শুধু দেখতে এসেছি তুমি কি করছ?

আজ খুব ভাল বিক্রি হয়েছে ম্যাক, তোমরা কাগজের সংখ্যা বাড়াও। একাই দশ হাজার বিক্রি করতে পারব।

চিন্তিত মনে ম্যাক বললে "সংবাদপত্রের সংখ্যা বাড়ানো খুবই সহজ, কিন্তু এই যে সংখ্যা বিক্রি করে এলে মা, তাতে ছিল সিনেমা সংবাদ, কুৎসিৎ এবং অন্যান্য বাজে কথা, এসব বিক্রি করে জাতের উন্নতি মোটেই হবে না। জুক্রে বলছিল পূর্বের মত যদি নিগ্রো পত্রিকা ভাল প্রবন্ধ দিয়ে ছাপানো হয় তবে তাকে নাকি লিঞ্চ করা হবে। সে সাদা লোক, আমাদের জন্য মরবে কেন, সেই জন্যই বাজে কথায় কাগজটা ভর্তি ছিল।

অনেকে ত প্রশংসা করছিল। খৃষ্টধর্ম নিয়ে বেশ ভাল একটি প্রবন্ধ ছিল। সেই প্রবন্ধের কথা অনেকেই বলছিল।

এতেই বুঝতে পার ধর্মের প্রবন্ধ লিখলে কেউ মন্দ বলে না, কিন্তু যখনই নিজেদের অর্দ্ধাশন অনশনের কথা বলা হয় আরও বলা হয়

লিঞ্চের কথা তখন অনেকে নিগ্রো পত্রিকা কিনতেও ভয় পায়। বুঝলে মা ধর্ম অবাস্তব, অর্থাৎ বাজে, নিগ্রো লিঞ্চ, নিগ্রোর উপবাস, নিগ্রোর অর্দ্ধাশন, নিগ্রোর নির্য্যাতন এসব ঘটছে এবং এসব হল বাস্তব। বাস্তব কথা লোককে জানানোই ছিল নিগ্রো পত্রিকার উদ্দেশ্য, কিন্তু এবার আমরা বাস্তব পরিত্যাগ করে জাতকে আরও কলুষিত করতে বসছি, তোমার কি তাই ভাল লাগে?

কেন ভাল লাগবে? আমি বাস্তব চাই, তাতে যদি তুমি আমি এন্‌তনী সব মরি ক্ষতি নেই ম্যাক, আমার মন শক্ত হয়েছে। তোমার মত কত যুবক বিপথগামী হয়ে ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হচ্ছে তা ত ঘরে ঘরে দেখছি। এদের যদি বাঁচাতে হয়, ভবিষ্যতের বংশধরদের যদি রক্ষা করতে হয় তবে কষ্ট হবে সত্য কথা, কিন্তু আনন্দ হবে ভবিষ্যতের বংশধরদের হাসিমুখ চিন্তা করে। নিগ্রোকে বাজে সংবাদপত্রে পরিণত করা কোন মতেই ভাল দেখায় না। আমি যদি শুধু নাম লিখতে পারতাম তবেই সম্পাদিকা হতে রাজি হতাম। আমি নামও লিখতে জানি না, এখন কি করতে হবে বল?

আমি যদি সম্পাদক হই তবে কেমন হবে মা?

কি হবে ম্যাক, কিছুই হবে না, তোমাকে লিঞ্চ করবে এই ত বলতে চাও? আমি একটুও দুঃখিত হব না, ঘরে ঘরে নিগ্রো লিঞ্চ হচ্ছে, তুমিও না হয় তাদেরই একজন হবে। ভেব না আমি ভীত হব, কাল হতে তুমি সম্পাদকের কাজ করবে। কালকের প্রবন্ধে তুমি লিখবে কি করে লিঞ্চ করা হয় এবং যতদিন তুমি বেঁচে থাকবে প্রত্যেক দিন লিঞ্চ সম্বন্ধে একটা করে প্রবন্ধ লিখবে।

এসব কথা আমার কাছে বলতে ত হবে না মা, জুক্রে, উইলী, এন্‌তনীর কাছে বলতে হবে, তবে ত কাজ হবে।

আচ্ছা তাই হবে, কাল সকালে যাব। আজ আমাকে একাকী থাকতে দাও। তোমার জন্য কয়েকখানা কেইক্ এনেছি খেয়ে যাও।

আটলান্টা সহরে আসার পর ম্যাকের পেটে কয়েক টুকরা কেইক্ পৌঁছতে পেরেছিল, এর পূর্বে কেইক্ কাকে বলে ম্যাক চিন্তাও করত না। মায়ের দেওয়া কয়েক টুকরা কেইক্ খেয়ে ম্যাক ভাবছিল এই হয় ত শেষ কেইক্ খাওয়া, বেশ উত্তম জিনিষ, আমার পরে যারা পৃথিবীতে আসবে তারা যদি কেইক খেতে পায় তবে যেন এটাই আমার শেষ কেইক্ খাওয়া হয়।

পরের দিন অতি প্রত্যুষে ম্যাকের মা জুক্রের বাড়ীতে গেলেন। জুক্রে তখনও ঘুমোচ্ছিল। রুমের দরজায় মৃদু আঘাত করা মাত্র জুক্রে দরজা খুলে দিয়ে ম্যাকের মাকে চেয়ারে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করল "মা বলুন, এত সকালে আসার কারণ কি" ?

বলতে এসেছি আগামী সপ্তাহ থেকে আমার ম্যাকই "নিগ্রোর" সম্পাদক হবে।

ইতিমধ্যে জুক্রে ট্রাউজার পরছিল জুতার ফিতা বাঁধবার উপক্রম করছিল। সে ফিতা বাঁধতে পারল না, দাঁড়িয়ে বলল "জানেন এর পরিণাম কি ?"

জানি, ম্যাক লিঞ্চ হবে, তোমার মত দয়ালু বিদেশীকে ওরা লিঞ্চ করবে সে কেমন কথা, আমাদের জন্য যা করেছ, আমার মনে হয় অন্য কেউ তেমন কিছু করে নি, এর পরে যদি তোমার জাতভাইরা আমাদের জন্য এক জনকে লিঞ্চ করে তবে আমাদের মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না। ম্যাককে যদি এরা লিঞ্চ করে তবে দুঃখিত হব না মোটেই।

মা হয়ে ছেলের মৃত্যু দেখতেও কষ্ট হবে না, মা ?

যদি বলি দুঃখ হবে না তবে মিথ্যা বলা হবে। দুঃখ নিশ্চয়ই হবে, কিন্তু সকলের মঙ্গলের জন্য যদি ম্যাকের মৃত্যু হয় তবে দুঃখ কম হবে। হয়ত পুত্র শোকে মরতেও পারি। হউক মৃত্যু। বেঁচে থাকতেও ভাল লাগবে না। বেঁচে যদিও থাকি তবে লক্ষ লক্ষ ম্যাকের কল্যাণার্থে জীবন উৎসর্গ করব। আজ নিগ্রো পত্রিকা প্রকাশ্যে বের হচ্ছে তখন বের হবে গোপনে আমি হব তার হকার।

এখন থেকেই যদি গোপনে নিগ্রো পত্রিকা বের হয় ক্ষতি কি?

তাও কিন্তু মন্দ নয়, আমাকে ভাবতে দাও।

জুফ্রে এবং ম্যাকের মা যখন কথা বলছিলেন তখন হঠাৎ একটা শব্দ হল। শব্দ হবার সংগে সংগে ম্যাকের মা মেঝের উপর পরে গেলেন। জুফ্রে লাফিয়ে উঠল। তারপর কি হল কেউ কিছু বুঝতে পারলে না। ঘণ্টাখানেক পর দমকল বাড়ীটাতে জল ছড়াচ্ছিল তবুও আগুনের উল্কা আকাশে দিকে ছুটে যাচ্ছিল। ইট, কাঠ, লোহা লক্কর আপনিই খসে পড়ছিল। আগুন নিবানো হয়ে গেলে দেখা গেল জুফ্রের শরীর টুক্‌রা টুক্‌রা হয়ে গেছে। সে অনেকগুলি টুক্‌রা প্রত্যেকটা টুক্‌রা চড় চড় করে জলছিল। ম্যাকের মার শরীর টুকরা টুকরা হয়নি তবে তাতে প্রাণ ছিল না। মাথার চুলগুলি জলে গিয়েছিল, মুখ হতে রক্ত বের হচ্ছিল, মাথা ফেটে মগজ বের হচ্ছিল। ম্যাক কোথা হতে দৌড়ে এসে তার মায়ের মৃত দেহটা টেনে ধরে "ও মা, মাগো" বলে চিৎকার করতে আরম্ভ করছিল। দূর থেকে শ্বেতকায়রা ম্যাককে সান্ত্বনা না দিয়ে, জবাই করবার সময় গৃহপালিত জীব যেমন শেষ বারের মত চিৎকার করে এবং পরে গলা দিয়ে ঘড় ঘড় করে শব্দ বের হয় সেরূপ শব্দ করার জন্য অনেকেই নিগ্রোদের হয় ছাগল নয় ল্যাম্ব (মেষ) অথবা গরুর সংগে তুলনা করছিল। সুখের

বিষয় কেহই ম্যাককে শূয়রের সংগে তুলনা করে নি। শূয়রকে হত্যা করবার সময় বিশ্রী ভাবে চিৎকার করতে থাকে। আমেরিকান্ মতে কোন জীবের গলা কাটা হয় না। আমেরিকানরা গল্পের বই পড়ে, সেইজন্যই বোধহয় বিদেশী প্রথায় জীব হত্যার বিষয় বিবিধ ভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল। কিসের জন্য বাড়ীটা ধ্বংস করা হয়েছিল অনেকেই জানত না। একজন আমেরিকান্ মরেছে সেজন্য সকলেই দুঃখিত হয়েছিল। জুফ্রেকে কেন হত্যা করা হয়েছিল সে বিষয়ে অনেকেরই ধারণা ছিল না।

জুফ্রে এবং ম্যাকের মায়ের মৃত্যু সংবাদ দৈনিক সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয় নি। এখানে জুফ্রের মৃত্যু সংবাদ ব্ল্যাক আউট কেন করা হয়েছিল, দৈনিক সংবাদপত্রের পরিচালকগণ নিশ্চয়ই জানত; নতুবা যে বাড়ীটাতে ডিনামাইট এবং সেই সংগে আগুনে বোমা ব্যবহার হয়েছিল সেই সংবাদ নিশ্চয়ই বড় বড় অক্ষরে ছাপানো উচিত ছিল। সে সব কিছুই হয়নি। সপ্তাহের শেষে ম্যাকের পরিচালনায় এবং উইলীর সম্পাদনায় সাপ্তাহিক "নিগ্রো" পত্রিকাতে যখন রহস্যের কিছুটা প্রকাশিত হয়েছিল তখন ম্যাক এবং উইলী এন্‌তনীকে সংগে নিয়ে আটলাণ্টার বহু দূরে চলে গিয়েছিল। ম্যাক এবং উইলীর সাহসের শেষ হয়েছিল। রাজশক্তি যেখানে মুষ্টিমেয় লোককে রক্ষা করতে বিমুখ, বাস্তব যেখানে লুকিয়ে রাখা হয়, সেখানে পশুশক্তির সংগে পশুশক্তির ব্যবহার ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। উইলী এবং ম্যাক পশুশক্তিতে শক্তিমান ছিল না। আটলাণ্টাতে নিগ্রো পত্রিকা চিরতরে বন্ধ হয়েছিল। যারা নিগ্রো পত্রিকা পাঠান্তে দুঃখের দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে শান্তি পেত তারা নিগ্রো পত্রিকার অভাব অনুভব করছিল।

চিকাগো হতে ডিট্রয়

ইউনাটেড্ ষ্টেট অব আমেরিকাতে যত বড় সহর আছে চিকাগো তার অন্যতম। চিকাগো পুরাতন সহর। শুধু পুরাতন নয়, এখানে নিগ্রোদের সংখ্যাও বেশি এবং লিঞ্চ হবার উপদ্রব কমই ছিল। কিল, ঘুসি, চড়, কানমলা, ফুটপাত হতে ঠেলে ফেলে দেওয়া এসব নিগ্রো অর্দ্ধ নিগ্রো এমন কি বর্ডার লাইনারদেরও গা-সওয়া হয়েছিল। অধিকন্তু এই সহরের স্থান বিশেষে নিগ্রোদের এমন সব আড্ডা ছিল যে সকল স্থানে আমেরিকানরাও সন্ধ্যার পর যেতে ভয় পেত। উইলী, ম্যাক এবং এন্তনী চিকাগোতে এসেই নিগ্রো পাড়াতে প্রকাণ্ড একটা রুম ভাড়া নিয়েছিল এবং সেখানে সাদায় এবং কালোতে আটচল্লিশ ষ্ট্রীটের কাছে সীমান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে আড্ডা গেড়েছিল।

দুই সপ্তাহের মত ম্যাক বাইরে খুব কমই গিয়েছিল কিন্তু তৃতীয় সপ্তাহে ম্যাক গভীর রাত্রেও রুমে আসত না। এন্তনী এবং উইলী বই পড়েই সময় কাটিয়ে দিত, ভাল লাগলে সিনেমাতে যেত। উইলীর অর্থাভাব মোটেই ছিল না; দৈনিক একশত ডলার খরচ করার মত ক্ষমতা ছিল। এত টাকার মালিক হয়েও উইলী গর্ব অনুভব করত না, শুধু ভাবত কি করে নিগ্রো জাতের উন্নতি করা যায়। একদিন উইলী ম্যাককে জিজ্ঞাসা করল "ম্যাক বলত, এখন আমাদের কর্তব্য কি?"

আমাদের কি কর্তব্য তাই ভাবছি এবং সেজন্যই দৈনিক বার ঘণ্টা ছোটাছুটি করছি। আচ্ছা উইলী, তুমি কি কাউকে হত্যা করেছিলে?

হত্যা করিনি ম্যাক একটি শিশুর প্রাণ রক্ষা করেছিলাম।

—তোমার অন্বেষণে যে লোক ঘুরছে।

—তাই নাকি?

—হাঁ।

—এখন উপায়?

উপায় নিশ্চয়ই আছে, তবে একটু সাবধানে থেকো, বাইরে না গেলেই ভাল হয়। একটা কিছু করবই সেজন্য কোন চিন্তা করো না। আমাদের "নিগ্রো" পত্রিকা এখান থেকে ছাপাবার বন্দোবস্ত করছি। তুমি যে ভাল লিখতে পার কেউ জানত না কিন্তু তোমার সেই শেষের প্রবন্ধটা অনেকেই পড়ে প্রশংসা করছে। অনেকের ধারণা এই রকমের প্রবন্ধ সম্বলিত "নিগ্রো" পত্রিকা চিকাগোতে বেশ বিক্রি হবে।

—এসব পরে দেখব, আগে প্রাণে বাঁচতে হবে, তার পর পত্রিকা।

—নিগ্রো পত্রিকাই তোমার প্রাণ বাঁচাবে।

—সে কি রকম?

—পরে বলব।

এখনই সে বিষয়ে কিছুটা বল।

তবে শোন উইলী, গত কয়েকদিন ধরে আমি অনেকগুলি "আওয়ার ওয়ার্ল্ড বেড়িয়েছি"।

উইলী বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি করে তাদের সংস্রবে গেলে"?

সে কথা জানতে চাও উইলী?

হাঁ।

আমাকে অনেকে ভালবাসে, কেন ভালবাসে, যারা আমাকে ভালবাসে তাদের জিজ্ঞসা করো।

এতে কি তোমার ক্ষতি হবে না?

মায়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেব উইলী, এই শরীরের পবিত্র রক্ত দিয়ে পৃথিবীর বুক ধুয়ে দেব, তবে হবে প্রতিশোধের শেষ, এর পূর্বে নয়। তুমি বোধ হয় জান না, বর্তমানে আমার কোনরূপ ভয় নাই। চোর, ডাকাত, বাটপার এমন কি মরণেরও ভয় নেই। অনেকে বলে মরকে ভয় করে না, কিন্তু সেরূপ মানুষ এই পৃথিবীতে কত জন? যে কয়েকজন আছে তার মধ্যে আমি একজন, সেজন্যই বোধহয় আমাকে সবাই ভয় করে।

চিকাগোতে পৌছার পর যেদিন সর্বপ্রথম স্বাধীন ভাবে ঘর হতে বাইরে গিয়েছিলাম সেদিন একটি পার্কে বসেছিলাম। পার্কে অনেক গাছ, এবং লতাপাতা ছিল। একটি নিরিবিলি স্থানে বসে যখন ভাবছিলাম মায়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ-এর কথা, জুক্রের মৃত্যুর প্রতিশোধ কি করে নেব, তখন পেছন দিক থেকে একটা লতা আমার গলা জরাবার চেষ্টা করছিল। তাকিয়ে দেখি লতার অগ্রভাগটা ক্রমেই নড়ছে এবং আমার গলার দিকে এসে পড়ছে। লক্ষ করে দেখলাম একটুও বাতাস নেই তবুও লতাটা নড়ছে। একটা আঙ্গুল লতাটার দিকে বাড়িয়ে দেওয়াতে লতাটা আমার আঙ্গুল জড়িয়ে ফেলেনি, তবে ক্রমাগত নড়ছিল। লতাটার কাছে কখন আঙ্গুলটা ধরছিলাম, কখন সরিয়ে নিচ্ছিলাম তখন একটি লোক আমার কাছে বসছিল এবং আমার মনাকর্ষণ করবার জন্য বলছিল "তুমি বোধহয় উদ্ভিদ তত্ত্ব নিয়ে ব্যস্ত?" লোকটাকে কি বলতে হবে ভেবে পাচ্ছিলাম না। উত্তর দিতে দেরী হওয়াতে সেই পুনরায় বলছিল "তোমার কাজ তুমি করে যাও, পরে কথা হবে।" এরূ কথা শেষ হবা মাত্র তাকে বলছিলাম "কি চাও বল?"

চাইবার মত কিছু নেই বন্ধু, চেয়ে আছি তোমার মুখের দিকে। এই লতাটাকে বুঝবার জন্য তুমি যেভাবে চেষ্টা করছ আমিও তোমাকে

বুঝবার জন্য সেই ভাবে চেষ্টা করছি। এই করেই লোকটার সংগে আমার পরিচয় হয়েছিল। এর পরে সে আমাকে অনেক রেস্তোরাতে নিয়ে গিয়েছিল, কোথাও আমি কিছুই খাই নি। অনেক কিছু খেতে দিয়েছিল কিন্তু যখন বুঝতে পেরেছিল আমি মানুষ তখন আর খেতে দেয়নি সিনেমাতে যেতেও বলে নি। আমার মত বয়সের অন্য ছেলে হলে এত প্রলোভন সহ্য করতে পারত কি না জানি না। তার দেওয়া খাদ্য কেন আমি খাই নি সেজন্য সে যেমন কোন কৈফিয়ৎ চায় নি আমিও তেমনি কোনও কৈফিয়ৎ দেই নি। কেন দেব? সে আমার কে?

লোকটা কি জাত?

বর্ডার লাইনার।

এক নম্বরের হারামজাদা।

তুমিও তাই উইলী, মানুষ অনেক সময় অনেক কিছু ভুলে যায়, তুমি ভুল করো না। সেই লোকটার অনুগ্রহে অনেক "আণ্ডার ওয়ার্ল্ড" এর সংগে পরিচিত হয়েছি। অনেকে আমাকে সাহায্য করবে বলেছে।

যারা তোমাকে সাহায্য করবে বলেছে তারা কি রকম মানুষ?

কোনটাই শয়তান নয়, তবে হিংস্র, দয়ামায়াহীন। তাদের অন্তর পরিষ্কার, শুধু পরিবর্তনের দরকার। তারাই তোমাকে অন্বেষণ করছিল, অনেকের ধারণা তুমি মেক্‌সিকোতে পালিয়ে গেছ। সরকার এবং গুণ্ডাদের প্রেসিডেন্টের তরফ থেকে সম্মিলিত ভাবে তোমার হত্যার জন্য পঞ্চাশ হাজার ডলার দেওয়া হবে, এটা ঘোষণা নয়, গোপনীয় আদেশ।

সরকার কি করে গুণ্ডাদের প্রেসিডেন্টকে সাহায্য করতে পারে?

আমি জানিনা তোমার মাথায় কি পদার্থ রয়েছে। ইউনাইটেড্

স্টেট্ অব আমেরিকার মত দেশে একজন গুণ্ডা আছে তার উপাধি প্রেসিডেন্ট। বড় বড় সংবাদপত্রে গুণ্ডাদের প্রেসিডেন্টের কথাও সময় সময় লিখা হয়। সেই কথা তুমি যদি জানতে তবে এসব অবান্তর কথা বলে সময় নষ্ট করতে না। সে যা হউক আমাদের নিগ্রো পত্রিকার ফাইল অনেক কাজে লেগেছে। অনেক নিগ্রো, যারা গুণ্ডামী করে জীবিকা অর্জন করে তারা বলেছে যদি তুমি এখানে থেকে নিগ্রো পত্রিকা পরিচালনা কর তবে তারাই তোমার জীবন রক্ষা করবে। জান ত, এখানকার নিগ্রোরা সকলে শ্বেতকায়দের গোলামী করেনা। চিকাগো, নিউইয়র্ক এবং ডিট্রয় হল নিগ্রোদের ষ্ট্রংহোল্ড। কথা হল এখানে নিগ্রো পত্রিকা প্রকাশ করব কি ডিট্রয়ে করা হবে তাই নিয়ে আলোচনা চলছে। যে পর্যন্ত যেই আলোচনার শেষ না হয় সেই পর্য্যন্ত তুমি যেমন আছ তেমনি থাকবে। আশ্চর্য্য হই তখনই যখন নিগ্রো গুণ্ডারা আমাকে দূর থেকে সম্মান দেখায়। তুমি জান, আমার কাছে একটি সেণ্টও নেই। কোথাও আমি খাইনা, কারো কাছ থেকে একটি সেণ্টও নেইনা অথচ প্রত্যেক দিন পনর হতে কুড়ি মাইল হাটি। তুমি যা খেতে দাও তাতেই আমি সন্তুষ্ট। লোভ, শ্রমবিমুখতা এসব হল কর্মবীরের প্রধান অন্তরায়। আমি এসব জয় করেছি। যদিও শরীর হতেই মনের উৎপত্তি, শরীরের ধ্বংসের সংগেই মনেরও ধ্বংস হয় তবুও আমার মনে এমন শক্তি অর্জন করেছি যাতে যে কোন সময় এই শরীরকে নাশ করতে পারি।

মনটাকে তুমি কি মনে কর?

মনই হল জীবন, শরীর তার যন্ত্র, যেমন চালাও তেমনি চলবে!

যদি কলেরা হয় এবং ঔষধ না পাও তখন কি বাঁচতে পারবে?

শরীর রক্ষার্থে ঔষধের সৃষ্টি। মন জানে যদি ঔষধের সুব্যবস্থা

না করতে পারে তবে তার বাসা ভেংগে যাবে। এসব বাজে কথা রাখ হে। যারা কোন কাজই করতে পারেনা তারাই এসব বাজে কথায় মন দেয়।

তুমিই বাজে কথা প্রথম আরম্ভ করেছিলে। তুমিই বলছিলে লোভ, শ্রমবিমুখতা এসব কর্মবীরের অন্তরায়। শুনে সুখী হলাম তুমি কর্মবীর হতে চলেছ। কর্মবীরই যখন হতে যাচ্ছ তখন আরও কিছু আয়ত্ব করা দরকার।

সে কী জিনিস উইলী?

ডলার।

ডলার ত তোমার অনেক আছে।

হাঁ সে কথাই বলছি, হয়ত কেউ আমাকে হত্যাও করতে পারে। আমার মৃত্যুর পর যাতে তোমাদের অভাব না হয় তারও ব্যবস্থা করা দরকার। যার কাছ থেকে আমি ডলার পাই তার সংগে তোমাদের পরিচয় হওয়া দরকার।

তুমি কি সত্যই মরবে মনে কর?

অনেকটা তাই। এক দিকে সরকার অন্য দিকে গুণ্ডা প্রেসিডেণ্ট এই দুটা শত্রুর হাত থেকে রেহাই পাওয়া কষ্টকর ব্যাপার। গত চার বৎসর যাবত আমি বেড়াচ্ছি। অভিজ্ঞতা অনেক হয়েছে। তোমার মত লোক সহজে পাবনা কিন্তু জেনে রেখো আজকের দিনে একটি নিগ্রোকে তিন ডলারে কেনা যায়। চাকরি দিলে কোন কথাই নাই। অভাবের তাড়নায় আজ নিগ্রোদের প্রত্যেকের ঘরে ঘরে হাহাকার রব উঠেছে। নিগ্রোদের কথা ছেড়ে দাও, আজ কত জন আমেরিকান্ বুদ্ধি স্থির রেখে সংসার চালাতে পারছে? যে সকল আমেরিকান্ পূর্বে সাম্রাজ্যবাদী ছিল আজ তারা ফাসিস্ত হয়েছে,

অতএব বন্ধু, তোমার ডাকাত বন্ধুদের আমি অন্তত বিশ্বাস করতে পারিনা। তাদের সুমতিই যদি হয়ে থাকে তবে ডাকাতি ছাড়ে না কেন? তুমি বলবে, তাদের দক্ষিণ হস্তের কাজ কি করে চলবে? উত্তরে বলছি, যারা দক্ষিণ হস্তের কাজ চালানর জন্য ডাকাতি করতে পারে, তাদের পক্ষে আমার মত লোককে ধরিয়ে দিতে কতক্ষণ? স্বীকার করি তুমি মরতে পারবে কিন্তু লোক চরিত্র অনুধাবন করার দিক দিয়ে তুমি একেবারে শিশু। তোমার সুন্দর মুখ, তার উপর খাসির মত ব্রহ্মচর্য্য, এই দুটার দিকে তাকিয়ে লোকে তোমাকে ভালবাসে, কিন্তু যেই রাষ্ট্রনৈতিক কাজে নিযুক্ত হবে তখন কোথায় যাবে তোমার সুন্দর মুখ আর খাসির মত ব্রহ্মচর্য্য! চল, আজই চল আমাদের গুপ্ত ধনাগার দেখিয়ে আসি। উইলীর কাজ এবং কথা এক। তাড়াতাড়ি করে নিউইয়র্ক রওয়ানা হল এবং যারা তাকে আর্থিক সাহায্য করত সকলের সংগে ম্যাকের শুধু সাক্ষাৎ নয় যাতে ইচ্ছা মত ডলার পেতে পারে তার ব্যবস্থা করে চিকাগো ফিরে আসল।

অনেক চিন্তার পর উইলী আমেরিকার কমিউনিষ্ট পার্টির সংগে সংযোগ স্থাপন করল এবং তাদের জানাল নিগ্রো নামে একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা সে প্রকাশ করতে চায় এবং কিরূপ প্রবন্ধ তাতে থাকবে বলে আসল। উইলীর প্রস্তাবে সাধারণ সম্পাদক রাজি হলেন, কিন্তু কতকগুলি লোক তাতে আপত্তি জানাল। তারা বল্লে, এ সব সাম্প্রদায়িক ব্যাপার, কমিউনিষ্ট পার্টি এতে কোনরূপ সহানুভূতি দেখাতে পারেনা। সাধারণ সম্পাদক মহা বিপদে পড়লেন। বিষয়টা রিফর্মইজমের মধ্যে চলে যায়। প্রকৃতপক্ষে সেখানকার সম্পাদক এক জন রিফর্মইষ্ট ছিলেন। রিভলিউসনারী হলেই তার মতিগতি অন্য

রকমের হয়। ম্যাক সবই শুনছিল। তার বিবেচনা বুদ্ধি যদিও উইলী হতে অনেক কম ছিল, তবুও কি করলে নিজের উপকার হবে সে বুঝত। রিফর্মইষ্টরা নিজের উপকার অপকার ভাল করে বুঝে না। তারা ভয়ানক আত্মকেন্দ্রিক এবং সকল কথায় সায় দেয়। যে দিকে দু পয়সা পায় সেদিকে ঢলে পড়ে। উইলী বুঝতে পারলে বাস্তবিকই বিষয়টি একেবারে কমিউনাল, সেজন্য কারো সংগে পরামর্শ না চালিয়ে শুধু দুজন আমেরিকান্‌কে ভাড়া করে চলে আসল। কথা থাকল, উইলী যা বলবে তাই ভাল করে লিখতে হবে। আত্মকেন্দ্রিকের সংগ পরিত্যাগ করাই ভাল।

ম্যাক এবার সর্বাধিকারী হয়েছে। ডলার তারই হাতে দেওয়া হয়েছে। এন্‌তনী পূর্বেও পুস্তকে মন ডুবিয়ে রাখত, এবার এন্‌তনী লিখতে আরম্ভ করেছিল। তার প্রথম প্রবন্ধের নাম ছিল "আমরা নিগ্রো কি আমেরিকান্", এই প্রবন্ধ প্রথম প্রবন্ধ রূপে ছাপতে দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য ভাড়াটে আমেরিকানরা অন্য প্রবন্ধ প্রথম দিতে চেয়েছিল। এন্‌তনীর আদেশ অমান্য করার মত ক্ষমতা ভাড়াটে আমেরিকান্‌দের দেওয়া হয় নি। নূতন করে "নিগ্রো" চিকাগোতে প্রকাশিত হবার পর বিক্রি মন্দ হল না, তবে যারা কিনেছিল সবাই ছিল শ্বেতকায়। নিগ্রোরা খুব কমই কিনছিল। দক্ষিণের স্টেটস্‌গুলিতেও কিছু "নিগ্রো" পাঠান হয়েছিল। সপ্তাহ শেষ হবার পূর্বেই সংবাদ এসেছিল, সবগুলি পত্রিকাই বিক্রি হয়েছে, আগামীবারে যেন বেশি করে নিগ্রো পত্রিকা পাঠানো হয়। এই সংবাদ পেয়ে ম্যাক বিচলিত হল এবং উইলীকে বললে, "দেখলে উইলী, সরজমিনে থেকে কাজ করলে কত লাভ হয়? লোকের মধ্যে থেকে কাজ করলেই এক ফল হয় আর বাইরে থেকে করলে ফল বোধহয় মোটেই পাওয়া যায় না। তোমরা দুজন এখানে

থেকে কাজ চালাও, আমি দক্ষিণের স্টেট গুলিতে নিগ্রো পত্রিকা বিক্রয়ার্থ চলে যাওয়াই ভাল মনে করি।"

উইলী অনেক ক্ষণ চিন্তা করে এন্‌তনীকে দক্ষিণে চলে যেতে বললে। এন্‌তনী বিনা প্রতিবাদে সেদিনই দক্ষিণের স্টেটগুলিতে চলে গেল। এবার ম্যাকের ঘাড়ে প্রেস চালানোর গুরু ভার পড়ল। ভাড়াটে লোককেই সম্পাদক করা হয়েছিল। নাম মুর্ফি। মুর্ফি খাঁটি আমেরিকান্। তাঁর বৃদ্ধ প্রপিতামহ স্বস্ত্রীক ইংলণ্ড হতে নিউইয়র্কে বসবাস আরম্ভ করেছিলেন। নিজস্ব বাড়ি থাকা সত্ত্বেও মুর্ফি কখনও নিজের বাড়িতে থাকতেন না। আজ এ হোটেলে কাল সে হোটেলে একাকী থাকতেন। মুর্ফি জানতেন, প্রগতিশীলদের দলে থাকতে হলে নিজের বাড়িতে থাকা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নয়। অবশেষে তিনি নিউইয়র্ক পরিত্যাগ করে চিকাগোতে থাকতে আরম্ভ করেন। এখানেও তিনি এক হোটেলে বেশি দিন থাকেন ত দুই সপ্তাহ, এর বেশি নয়। বুদ্ধিমান লোক, তার পরেও বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকায় আত্মগোপন করে থাকাই তার ভাল লাগত।

মুর্ফির পরিচালনায় নিগ্রো পত্রিকা সর্বজনআদৃত হয়ে উঠল। সারকুলেশন বেড়ে গেল। ম্যাক প্রায়ই প্রবন্ধ লিখত কিন্তু উইলীকে নিয়ে বড়ই বিপদে পড়ল। যে সকল ডাকাত উইলীকে সাহায্য করবে বলেছিল, তারাই উইলীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হল। উইলীর জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। উইলী কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। তার মনে দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল। হাজার লোককেও একাই ঠেকিয়ে রাখা যায়, সেই সাহস তার মন থেকে লোপ পেয়েছিল। সব সময় ভাবত এই বুঝি তাকে ধরতে এসেছে, এই বুঝি তাকে গুলি করল। এই ধারণাগুলি যখন উইলীর মেনিয়াতে পরিণত হতে চলছিল তখন চিকাগোর

এক একতলা বাড়ীতে একজন প্রফেসরের লেকচার শুনবার জন্য ছদ্মবেশে উইলী উপস্থিত হল।

প্রফেসরের লেকচার শুনবার জন্য যারা এসেছিলেন তাদের মধ্যে অনেক নিগ্রোও ছিল। নিগ্রোরা চেয়ারে বসেছিল। শ্বেতকায়রা কোন আপত্তি করছিল না। প্রফেসরের লেকচারে বিষয় ছিল "দুনিয়ার মজুর এক হও, কারখানার মালিক নিজে হও।" এক ঘণ্টারও বেশি লেকচার দেবার পর অনেকগুলি শ্বেতকায় বয় কাফি ভর্তি পেয়ালা নিয়ে অন্যান্যদের যেমন দিচ্ছিল তেমন দিচ্ছিল নিগ্রোদের। ঘরটাতে বর্ণ-বৈষম্যের নাম গন্ধও ছিল না। দৃশ্যটি দেখে উইলীর প্রাণে এক অপূর্ব পরিবর্তন ঘটল। সে ভাবছিল, কমিউনিষ্টদের মধ্যেও বোধহয় সাদায় কালোয় পার্থক্য থাকে। কমিউনিষ্ট পার্টি তার পরিচালিত নিগ্রো পত্রিকা পরিচালনা করতে অস্বীকার করাতে এই ধারণা জাগ্রত হবার যথেষ্ট কারণ ছিল।

সভার শেষে যে কয়েকজন নিগ্রো সভাতে যোগ দিয়েছিল তারই একজনের সংগে পরিচিত হবার জন্য বাইরে অপেক্ষা করছিল। নিকলসন্ নামে এক নিগ্রো ভদ্রলোক একটি লেকচার দিয়েছিলেন, তাঁর লেকচার অনেকেই প্রশংসা করেছিল। তিনি বের হয়ে আসার পর উইলী তার সংগে পরিচিত হল এবং কিছু খেতে নিমন্ত্রণ করল। নিকলসন উইলীর নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন না। নিকটস্থ নিগ্রো রেস্তোরাঁয় প্রবেশ করলেন।

নিকলসনের হাতে একখানা নিগ্রো পত্রিকা ছিল। উইলী সেই পত্রিকা সম্বন্ধে মন্তব্য করে বললে, এতে কি সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ানো হয় না ?

নিগ্রো পত্রিকা মোটেই সাম্প্রদায়িক নয়, যা ঘটছে তাই লিখছে

তবে শুধু নিগ্রোদের কথাই নিগ্রো পত্রিকাতে প্রকাশিত হচ্ছে, এর বেশি বলতে পারবেন না। নিগ্রোদের কথা যদি শ্বেতকায়দের পত্রিকায় প্রকাশিত হত এই পত্রিকার অস্তিত্বের দরকার হত না।

নিকলসন উইলীকে শ্বেতকায় মনে করেই কথা বলছিল। উইলীও নিজকে শ্বেতকায় জাহির করছিল।

উইলী নূতন বিষয় উত্থাপন করলে। সে বললে, "শুনা যায় উইলী নামে লোকটা নাকি মোটেই ভদ্রলোক নয় অথচ সে এত বড় পত্রিকা পরিচালনা করছে কি করে?"

নিগ্রো ভদ্রলোক বললেন, বিষয়টা একেবারে উল্টা শুনেছ। আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা আছে তাতে মনে হয় উইলী অতীব সজ্জন লোক। ম্যাক নামে এক যুবকের সংগে আমার পরিচয় হয়েছে, সে বলেছিল উইলীর পেছনে নিগ্রো এবং শ্বেতকায় গুণ্ডার দল লেগেছে যাতে তাকে হত্যা করতে পারে। প্রেসিডেন্ট গুণ্ডাও নাকি উইলীকে হত্যা করতে চেষ্টা করছে। তোমার নিশ্চয়ই জানা আছে, যখনই ওয়াল ষ্ট্রিট কোনও লোককে কাবু করতে পারে না তখন তারা সেই লোকটার হত্যার ব্যবস্থা করে এবং অনেক ক্ষেত্রেই কৃতকার্য্য হয়। উইলীকে হত্যা করা তাদের কাছে ছেলে খেলা মাত্র।

উইলী জিজ্ঞাসা করলে, "তাদের কাছে যদি ছেলে খেলাই হয় তবে এখনও হত্যা করছে না কেন?"

তোমার প্রশ্ন করাটাই ভুল হয়েছে। তোমার জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল, উইলীকে হত্যা করা ওয়াল ষ্ট্রীটের পক্ষে ছেলে খেলা কেন এবং তারপর জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল, কেন তারা এখনও উইলী এবং সহকারী ম্যাককে হত্যা করছে না? উভয় প্রশ্নের উত্তর আমি একই সংগে দিচ্ছি। উইলীকে হত্যা করবার সময় এখনও হয় নি, সময় হলেই

উইলীকে তার অফিসে একজন নিগ্রোই হত্যা করবে। আমাদের মধ্যে অনেক লোক আছে যারা আমেরিকানদের মনিব মনে করে এবং সেই সংগে আরও মনে করে যে মনিবের আদেশ পালন করা ছাড়া আর কোন কাজ নেই। শুনেছি উইলী প্রগতিশীল, তিনি আত্মগোপন করা পছন্দ করেন না, সে ক্ষেত্রে তাকে হত্যা করা মোটেই কষ্টকর ব্যাপার নয়। তিনি আমেরিকার একজন বিশিষ্ট নাগরিক হতে চলেছেন, তাঁকে যদি হত্যা করা হয় তবে ভালই, আমেরিকার নিগ্রো জাতের চেতনা হবে। আজকের দিনে শিক্ষিত নিগ্রো ভাল করেই বুঝতে পারছে তাদের ভবিষ্যৎ মোটেই উজ্জ্বল নয়। যদি তাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করতে হয় তবে আত্মত্যাগই হবে প্রথম উপাদান। আপনি উইলী সম্বন্ধে চিন্তা করবেন না। কত নিগ্রো শিশু দৈনিক হত্যা হচ্ছে সে সংবাদ রাখেন কি ?

হাঁ তাই ত ,বিষয় গুরুতর, আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম, ক্ষমা করবেন।

রেস্তোরাঁর বিল চুকিয়ে দিয়ে উইলী চিন্তিত মনে হোটেলে ফেরল এবং ম্যাককে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলে সংবাদ কি ম্যাক, এবার নূতন প্রবন্ধ কে লিখছেন ?

সংবাদ ভাল নয় উইলী, তুমি নীচের তলায় চলে যাও, গুণ্ডার দল হোটেলের চারিদিকে চলাফেরা করছে, কে উইলী চিনতে পারছে না সেজন্যই এখনও বেঁচে আছ। আর একটা কাজ করতে পার, এখানে অনেক ইষ্ট ইণ্ডিজ আছে তাদের দলে ভিড়ে গেলে বেশ ভাল হবে। এদের শত্রু নেই। সকলেই বৃটিশ প্রজা, জামাইকা থেকে এসেছে, বলত এক্ষণই একটা নকল পাস্‌পোর্ট করিয়ে তোমার পকেটে দিতে পারি। কয়েক দিনের জন্য ইউনিয়ন জ্যাক তোমার টুপিতে লাগিয়ে দিলেই হবে, সকলেই জানবে তুমি ইষ্ট ইণ্ডিজ।

আপাততঃ তাই করা যাক, আমিও স্থান পরিবর্তন করব আজই, তুমি এখানে একা থাতে পারবে ত?

আমার জন্য ভয় করো না উইলী। মৃত্যু আমার পায়ের ভৃত্য, এইটুকু অর্জন করেছি বলেই আজ চিকাগোর মত সহরে বুক ফুলিয়ে হাঁটতে পারছি।

চিকাগোতে নকল পাস্‌পোর্ট তৈরী করতে বেশিক্ষণ লাগে না। দুঘণ্টার মধ্যে নকল পাস্‌পোর্ট উইলীর পকেটে ম্যাক গুজে দিয়ে এক খানা বৃটিশ পতাকা উইলীর টুপিতে লাগিয়ে দিল। উইলী ইষ্ট ইণ্ডিজ পাড়াতে চলে গেল। যদিও সেই পাড়াটা চিকাগো নগরের এক অংশ তবুও সেখানে দারিদ্র্যের ছাপ ছিল। অনেকেই সেই পাড়াকে চিকাগোর গ্যাথ বলত, আর কেউ বলত দরিদ্র ইংলিশদের পাড়া।

উইলী কি করবে কিছুই ঠিক করতে পারছিল না। হঠাৎ তার মনে হল "হে" মারকেটের কথা। মে দিবসের সৃষ্টি "হে" মারকেটে হয়েছিল। উইলী গেল "হে" মারকেটে। সেখানকার একটি উত্তম রেস্তোরাঁতে বসে কিছু খেল, তারপর "হে" মারকেটের অনেকগুলি দোকান এবং ব্যবসায়ের কেন্দ্র দেখল। সেও যেন একজন ব্যবসায়ী সেই ভাবেই চলছিল। অনেকক্ষণ মে দিবসের কথাই ভাবলে। মে দিবসের ঘটনাগুলি তার চোখে ভেসে উঠছিল। উইলী ভাবছিল, তাকেও আত্মবলিদান করতে হবে নতুবা নিগ্রো জাতের উন্নতি হবে না। পরক্ষণেই সে আবার মত বদলালে। সে ভাবলে, যদি মরতেই হয় তাড়াতাড়ি নয়। অন্ততঃ ডিট্রয় গিয়ে কিছু করার পর মরব, এর পূর্বে নয়।

কিন্তু কথা হল আমেরিকাতে নিগ্রোদের জন্য ন্যায় বিচার বলে কিছু নেই, এদেশে কি করে কি করা যায়? কারণে অকারণে যে দেশে নিগ্রোদের শাস্তি দেয়, ম্যাজিষ্ট্রেট যেখানে অন্যায়ের আশ্রয় দেয়, রাষ্ট্রের

মুরব্বিরা যাদের মানুষ বলে স্বীকার করে না, সেখানে কোন কিছু করার মানেই পাইকারী হিসাবে হত্যা। পাইকারী হিসাবে হত্যার জন্য নিগ্রোরা কি প্রস্তুত হবে? নানা চিন্তায় চিন্তিত হয়ে "হে" মারকেটের পাশের পার্কে উইলী আশ্রয় নিলে। সে যে বেঞ্চে বসেছিল সেই বেঞ্চে আরও দুই জন নিগ্রো বসেছিল। নিগ্রোরা যখন কথা বলে, তখন তাদের কথা শেষ হয় না, আবার যখন চুপ করে থাকে তখন একেবারে চুপচাপ। তখন উভয় নিগ্রোই চুপচাপ ছিল। হঠাৎ একজন বললে, "তবে লোকটাকে পাওয়া যাবে না, চল অন্যত্র যাই।" দ্বিতীয় নিগ্রো বললে, ইংলিশ পাড়াটা ঘুরে আসা যাক, হয় সেদিকেই গেছে। মাথার টুপিটা দেখলেই বুঝতে পারব। লোকটা নিশ্চয়ই আমাদের মত কালো, মাথায় টুপি এবং সেই টুপিতে ইউনিয়ন জ্যাক রয়েছে। উঠো, আর বসে থাকলে চলবে না।

দুটো নিগ্রো একটু দূরে যাবার পরই উইলী টুপি হতে ইউনিয়ন জ্যাক খুলে ফেলল এবং একটি ডাষ্টবিনে ফেলে দিয়ে পুনরায় বেঞ্চটাতে বসল। উইলীর চিন্তা হল, তবে কি ম্যাক তার সংগে প্রতারণা করেছে? হতে পারে, একবার পরীক্ষা করা চাই। সে ফিরে চলল ম্যাকের ঘরের দিকে। পথে দেখা হল সেই দুটি নিগ্রোর সংগে। উপ-যাচক হয়ে কথা বললে নিগ্রোরা ভাবে লোকটা নিশ্চয়ই দরিদ্র, সে তাদের কাছ থেকে কিছু চায়।

উইলী বলছিল, "দিনটা বেশ পরিষ্কার।"

বেশ পরিষ্কার বস্, অপনি কি এদিকেই থাকেন?

কেন বলত?

তেমন কিছু নয়, এদিকের ইংলিশ নিগ্রোগুলি শুধু খেতে আর শুতেই জানে।

আর একটি কথা বল নি বন্ধু, ইংলিশ নিগ্রোরা বেশ নাচতেও পারে। তোমাদের মত নিজের খেয়ে পরের গরু চড়ায় না।

সে কি কথা বস্?

হাঁ তাই হল আসল কথা, এই দেখ নিগ্রো পত্রিকা। এই পত্রিকাতে যা লেখা হয় সবটাই তোমাদের মঙ্গলের জন্য, অথচ শুনতে পাচ্ছি এই পত্রিকার পরিচালক নিগারটাকে তোমাদের মত লোকেই হত্যা করবার চেষ্টা করছে। আমাদের দেশে কিন্তু সেরূপ কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না। এই সেদিন আমি জামাইকা হতে এসেই এখানকার অর্থাৎ ইংলিশ পাড়াতে এই কথাই প্রথম শুন্‌লাম।

এটা জামাইকা নয় বস্, এটা চিকাগো, বুঝলেন বস্।

হাঁ, বেশ ভাল করেই বুঝতে পেরেছি ; আচ্ছা, এখন যাই।

ভিন্ন পথ ধরে উইলী হোটেলে পৌঁছল এবং ম্যাককে তার রুমেই দেখতে পেয়ে প্রথমই জিজ্ঞাসা করল, "ম্যাক, তুমি কি আমার সম্বন্ধে কারো কাছে কিছু বলেছ ?" উইলী যে ম্যাকের রুমে প্রবেশ করেছে এবং তাকে লক্ষ্য করেই কথা বলছে, সে সম্বন্ধে ম্যাক একটুও সচেতন ছিল না। নিগ্রো রক্তের প্রাবল্য যাদের শরীরে থাকে তারা যখন কোন বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করে তখন তন্ময় হয়ে যায়। ম্যাককে নিগ্রো একটা ঝাঁকানি দেবা মাত্র তার জ্ঞান হল এবং তাড়াতাড়ি করে উইলীর মুখ চেপে ধরে এক টুকরা কাগজে লিখল, "আর কথা বলো না, আমাদের কথা ম্যানেজার শুন্‌ছে। এস বেড়িয়ে পড়ি, তোমার অন্বেষণে লোক বেরিয়েছে, পাওয়া মাত্রই হত্যা করবে।"

উইলীকে আর কোন কথা বলতে না দিয়ে সুটকেস্‌টা হাতে করে ম্যাক রুম থেকে বেরিয়ে পড়ল। উইলী আগে চলে গিয়েছিল, একটু

দূরে গিয়ে উভয়ে একটি ট্যাক্সি ভাড়া করে রেল স্টেসনে গেল এবং ডিট্রয়-এর টিকিট কিনে ডিট্রয়ের দিকে রওয়ানা হল।

ম্যাক বলছিল, এবার আমরা আর এক সহরের বাসিন্দা হতে চলছি। আমাদের অবর্তমানে যারা নিগ্রো পত্রিকা চালাবে তারা সবাই শ্বেতকায়।

উইলী বাধা দিয়ে বললে, "কে বলছে এরা শ্বেতকায়, এরা সবাই কমিউনিষ্ট। কমিউনিষ্টদের মধ্যে বর্ণভেদ অথবা জাতিভেদ নেই। মানুষের পরম মিত্র বলতে যদি কেউ থাকে ত কমিউমিষ্ট। ম্যাক্ কমিউনিষ্ট হতে চাইছিল, কিন্তু তার মন সুন্দর ছিল না। এমন সুন্দর বিষয়ে অসুন্দরের ছাপ মারা অসম্ভব।

প্রেসিডেন্ট ষ্ট্রিট অনেক লম্বা। এই ষ্ট্রিটে বিভিন্ন দেশের লোক বাস করে। কেউ কারো সংবাদ রাখে না। ঘরের ভাড়া দেওয়া, দৈনিক মজুরী অর্জন, খাওয়া এবং বিকালে আমোদ প্রমোদ করা, এই হল এই সহরবাসীর এক মাত্র দৈনন্দিক জীবন। পাশেই লেক এবং সুরঙ্গ পথে কানাডা রাজ্যের উইন্‌চেষ্টার যাবার পথ। অনেকে উইন্‌চেষ্টারে গিয়েও আনন্দ করে। এবার উইলী এবং ম্যাক এমনই এক সহরে পৌছল যেখান থেকে ভিন্ন দেশে পলায়নের সহজ এবং বিভিন্ন পথ ছিল। ডিট্রয় পৌছেই উভয়ে মিলে কানাডা বেড়াতে গেল। পথে কোনরূপ বিপদ হয়নি। কানাড়াতে নিগ্রো লিঞ্চ করা হয় না অথবা আমেরিকাতে যেরূপ ভাবে নিগ্রোদের প্রতি যেরূপ অত্যাচার করা হয় সেরূপ কিছুই করা হয় না।

উইলী দেখলে এই সহরেই থাকতে হবে। এখান থেকেই নিগ্রোজাতের উন্নতির জন্য প্রাণ দিয়ে খাটতে হবে। পালাবার বেশ সুযোগ রয়েছে। ম্যাক দেখলে এই সহরের নিগ্রোরা ধূর্ত এবং

আত্মকেন্দ্রিক নয়। এখানে আমেরিকান্ গুণ্ডাদের প্রাধান্য মোটেই নেই। পিস্তলের বদলা পিস্তল, চাকুর বদলা চাকু, লাথির বদলা লাথি, এখানে প্রচলন করতে একটুও কষ্ট হবে না। নিগ্রো পত্রিকার প্রচলনও মন্দ নয়। সাধারণ নিগ্রোরা উইলী এবং ম্যাকের ভক্ত ছিল কিন্তু কখনও চোখে দেখেনি। না দেখাটা ভালই হয়েছিল।

এই ত গেল এক দিকের কথা। ম্যাক যখন পথে চলত তখন গাম্ভীর্য্য বজায় রাখার চেষ্টা করত। আমেরিকান্‌রা সেটা পছন্দ করত না। সাদাদের পাড়ায় বেড়াবার সময় ঠেলা ধাক্কা খেতে হ'ত। নিগ্রো পাড়ায় এসে গল্পের আকারে বলত। নিগ্রোদের ঠেলা ধাক্কা খাওয়া গা-সওয়া হয়ে যাওয়ায় কেঁউ এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করেছিল। ম্যাক প্রায়ই গীর্জাতে যেত এবং উপাসন হয়ে যাবার পর নিগ্রোদের ঠেলা ধাক্কা খাওয়ার কথা সকলের কাছে বলত। অনেকে বিষয়টা গ্রহণ করত অনেকে পরিত্যাগ করত। নিগ্রো পাদ্রীরা এসব কথা মোটেই পছন্দ করত না। কি জানি তাদের ভাতা বন্ধ হয়ে যায়, সেই ভয়ে ভীত হয়ে এসব কথা যাতে গীর্জাতে না হয় সেদিকে অনেকেই লক্ষ্য রাখত। কিন্তু ম্যাকের অনুকরণ করে নিগ্রো পাড়ার সকল নিগ্রো গীর্জাতেই উপাসনার পর এসব কথা নিয়েই আলোচনা করতে আরম্ভ করল। পাদ্রীদের আর ক্ষমতা থাকল না এসব কথা বন্ধ করে। বিষয়টা ক্রমেই উগ্র হয়ে উঠল। পাদ্রীরা যতই বলছিল এক গালে চপেটাঘাত করলে অন্য গাল এগিয়ে দাও, এবং সেই সংগে ইণ্ডিয়ার মহাত্মা গান্ধির অহিংস চিন্তাধারারও উপমা দিচ্ছিল, তখন নিগ্রোদের মধ্যে অবতারবাদের প্রতি প্রবল অশ্রদ্ধা জেগে উঠে।

ম্যাক ভয়ানক চতুরতার সঙ্গে নিগ্রো পল্লীতে শ্বেতকায়দের অত্যাচার

স্থানে স্থানে বলতে থাকে। ইতিমধ্যে একটি ঘটনা ঘটে। নিউইয়র্কে এক জাহাজ নিগ্রো সেপাই উপকূলেই নিমজ্জিত হয়। অনেকে অনুমান করে এই জাহাজ ডুবির পেছনে শ্বেতকায়দের কারসাজি রয়েছে। জার্মানদের সংগে নিগ্রোরা যুদ্ধ করবে কিংবা জাপানীদের দেশে নিগ্রো সেপাই পা দেবে অনেকে পছন্দ করত না। এসব কারণে নিগ্রো সেপাইদের সলিল সমাধি সন্দেহের বিষয় হয়েছিল। অনেক নিগ্রো রিক্রুটিং আফিসের কাছ ঘেসতেও পছন্দ করত না। এদিকে চিকাগো হতে প্রকাশিত "নিগ্রো" নিগ্রোদের মধ্যে প্রবল আলোড়ন এনেছিল।

উইলী লোক সমাজে মুখ দেখাত না, ম্যাক শুধু ছুটাছুটি করত। ম্যাকের যন্ত্রণায় সরকারী কর্ম্মচারীবৃন্দ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। আমেরিকায় সরকার অতি সহজে কারো ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে না। বেসরকারী নানা উপায় থাকতে সরকার ছোট খাট বিষয়ে হাত দিত না। গুণ্ডা হল বেসরকারী অস্ত্র বিশেষ। গুণ্ডারা ম্যাক এবং উইলীর সন্ধানই পেল না। একেত উইলী এবং ম্যাক-এর চেহারা কি রকম কেউ জানত না, দ্বিতীয়ত এরাও অপদার্থ ছিল না যাতে অতি সত্বর ফাঁদে ফেলা যায়। চারিদিক থেকে নানা রকম ফাঁদ পাতা হল, ফাঁদেই যখন এরা পা দিলনা অথচ নিগ্রোদের মধ্যে অসন্তুষ্টি ক্রমেই বেড়ে চলছিল, তখন গোয়েন্দার সংখ্যা বাড়ানো ছাড়া আর উপায় ছিল না।

লেকের তীরে কেউ বসে নেই। উত্তরের শীতল বাতাস বইছিল হু হু করে। এপ্রিল মাস। তখনও পাহাড়ের গা ঘন বরফ ঢেকে রেখেছিল। উইলী এই শীতের মধ্যে একটা দেওয়ালে হেলান দিয়ে লেকের ঢেউ গুণছিল। ম্যাক উইলীর পাশে পাশে দাঁড়িয়ে নিগ্রোদের

ভবিষ্যৎ চিন্তা করছিল। তাদের সামনে দিয়ে লৌহ শিরস্ত্রান মাথায় দিয়ে কতকগুলি সেপাই চলে যাচ্ছিল। ম্যাক এবং উইলী সে দিকে একটুও দৃষ্টিপাত করছিল না। হঠাৎ বারটা শ্বেতকায় তাদের সামনে এসেই যে যেমন ভাবে পারল বেশ করে মারল। তারপরই শ্বেতকায়রা উধাও হল। উইলী বুঝতে পারল না তাকে কেন মারা হয়েছে। ম্যাকের মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছিল। তাড়াতাড়ি করে একখানা মোটর গাড়ি এনে ম্যাককে নিয়ে নিগ্রো পাড়ার দিকে রওয়ানা হল। প্রেসিডেণ্ট রোড অতিক্রম করার সময় একটা বন্দুকের গুলি ম্যাকের মাথা ভেদ করে চলে গেল। ম্যাক তৎক্ষনাৎ মারা গেল। উইলী দেখতে শ্বেতকায়। চিন্তা করে দেখলে এই অবস্থাতে নিগ্রো পাড়াতে যাওয়া কোনো মতেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। গাড়িতে ম্যাকের শব রেখেই উইলী শ্বেতকায়দের পাড়ার দিকে রওয়ানা হল। উন্মত্ত নিগ্রো জনতার তরফ থেকে একটা হাত বোমা উইলীর উপর পড়ল। উইলীর শরীর টুকরো হয়ে রাজপথে পড়ে রইল।

ডিট্রয়ের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সমস্ত আমেরিকাতে ছড়িয়ে পড়ল। এই দাঙ্গা ঐতিহাসিক দাঙ্গা। নিগ্রোরা কোনকালে শ্বেতকায়দের বিরুদ্ধাচরণ করা দূরে থাক মুখ খুলে কথা বলতেও সাহস করেনি। নিগ্রো পত্রিকার পরিচালকগণ জানতে পেরেছিলেন, ম্যাক এবং উইলী উভয়েই দাঙ্গাতে নিহত হয়েছিল। এদের মৃত্যু সংবাদ ফলাও করে না লিখে অপ্রসিদ্ধ একটি স্থানে লিখেছিলেন, "যদিও ম্যাক এবং উইলী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাতে নিহত হয়েছেন তবুও আমরা বলতে বাধ্য ম্যাক এবং উইলী সাম্প্রদায়িক ছিলেন না, তাঁরা চাইছিলেন নিগ্রোজাতের নব চেতনা। আমেরিকা হতে সাম্প্রদায়িকতা লোপ করতে হলে অবিলম্বে চাই প্রলেটারিয়েট পরিচালিত সোসিয়ালিজম।"

শেষ
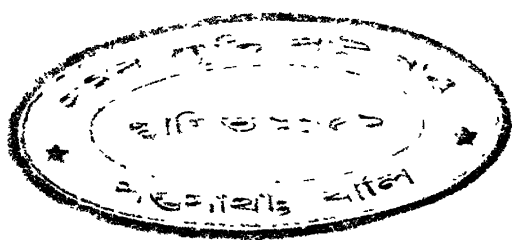
ভূপর্যটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাসের অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

ভ্রমণ গ্রন্থাবলী

মালয়েশিয়া ভ্রমণ	১ম	সংস্করণ		৩৸৹
(মালয় দেশের ভ্রমণ কাহিনী)				
সর্বস্বাধীন শ্যাম	১ম	,,		২।৹
(শ্যাম দেশের ভ্রমণ কাহিনী)				
ভিয়েতনামের বিদ্রোহী বীর	১ম	,,		২।৹
(ইন্দোচীন ভ্রমণ কাহিনী)				
মরণ বিজয়ী চীন	৩য়	সংস্করণ		৬৲
(চীন ভ্রমণ কাহিনী)				
লাল চীন	৩য়	,,	(যন্ত্রস্থ)	৩৲
(চালিন সোভিয়েট ভ্রমণ কাহিনী)				
কোরিয়া ভ্রমণ	৩য়	,,		১৲
জুজুৎসু জাপান	১ম	,,		৩৲
(জাপান ভ্রমণ)				
প্রশান্ত মহাসাগরের অশান্তি	২য়	,,		১।৹
(ফিলিপাইন্ দ্বীপপুঞ্জ, বালী এবং ইন্দোনেশিয়ার সুরবায়ার ভ্রমণ)				
আফগানিস্তান ভ্রমণ	৩য়	সংস্করণ	(যন্ত্রস্থ)	৩৲
বেদুইনের দেশে	২য়	সংস্করণ		১৷৹
(ইরাক, সিরিয়া, লাবানন ভ্রমণ কাহিনী)				
তরুণ তুর্কী	৪র্থ	সংস্করণ		২৲
(তুর্কী ভ্রমণ)				
বিদ্রোহী বলকান	১ম	,,		৩।৹
(বুলগেরীয়া, যুগোশ্লাভিয়া এবং হাংগেরী ভ্রমণ কাহিনী)				